তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব পান্নালাল বাশফোর, কুমারখালী পৌরসভা,
হরিজন কলোনি, পোঃ কুমারখালী,
থানাঃ কুমারখালী, জেলাঃ কুষ্টিয়া ।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস নিভা রানী পাঠক্
প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব পান্নালাল বাশফোর, কুমারখালী পৌরসভা হরিজন কলোনি, পোঃ কুমারখালী, থানাঃ কুমারখালী, জেলাঃ কুষ্টিয়া গত ২২-১২-২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা ।

(খ) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য আবেদন করেছেন।কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে,উক্ত সনের ভর্তি পরীক্ষা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলাফল জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সদস্য-সচিব হিসাবে তার নিকট ফলাফল সিট ছাড়া নম্বর পত্র/টেবুলেশন সিট এবং পরীক্ষার খাতা সংরক্ষিত নেই। সে কারণে তথ্য প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর বিভিন্ন আবেদনে তার স্বাক্ষর ভিন্ন রয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি কোন্ কোন্ পরীক্ষার্থীর খাতার প্রাপ্ত নম্বর দেখতে চান, তাদের নাম ও রোল নম্বর উল্লেখ করেননি। আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষের নিকট চাহিত তথ্য না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর উল্লেখপূর্বক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ খাতা দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার নির্দেশ প্রদান করা হলো। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারার বিধানানুসারে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেওয়ান আখতারুজ্জামান
থানাপাড়া, জেলাঃ কুষ্টিয়া ।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস নিভা রানী পাঠক্
প্রধান শিক্ষক,কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব দেওয়ান আখতারুজ্জামান গত ২২-১২-২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা ।

(খ) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য আবেদন করেছেন।কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে,উক্ত সনের ভর্তি পরীক্ষা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলাফল জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সদস্য-সচিব হিসাবে তার নিকট ফলাফল সিট ছাড়া নম্বর পত্র/টেবুলেশন সিট এবং পরীক্ষার খাতা সংরক্ষিত নেই। সে কারণে তথ্য প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর বিভিন্ন আবেদনে তার স্বাক্ষর ভিন্ন রয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি কোন্ কোন্ পরীক্ষার্থীর খাতার প্রাপ্ত নম্বর দেখতে চান, তাদের নাম ও রোল নম্বর উল্লেখ করেননি। আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষের নিকট চাহিত তথ্য না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর উল্লেখপূর্বক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ খাতা দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার নির্দেশ প্রদান করা হলো। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারার বিধানানুসারে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ হামিদুর হক
গ্রামঃ ফুলবাড়িয়া,
পোঃ জগতি, থানাঃ + জেলাঃ কুষ্টিয়া ।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস নিভা রানী পাঠক্
প্রধান শিক্ষক,কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব মোঃ হামিদুর হক, গ্রামঃ ফুলবাড়িয়া, পোঃ জগতি, থানাঃ + জেলাঃ কুষ্টিয়া গত ২২-১২-২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রধান শিক্ষক, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা ।
(খ) ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার সুযোগ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির। প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে ১৭-১২-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১১ শিক্ষাবর্ষের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্ত নম্বরসহ তালিকা এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে,উক্ত সনের ভর্তি পরীক্ষা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলাফল জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সদস্য-সচিব হিসাবে তার নিকট ফলাফল সিট ছাড়া নম্বর পত্র/টেবুলেশন সিট এবং পরীক্ষার খাতা সংরক্ষিত নেই। সে কারণে তথ্য প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী গরহাজির থাকলেও অভিযোগকারীর আবেদনের বিষয় এবং অভিযোগ নম্বর ০১/২০১২ এবং ০২/২০১২এর বিষয়বস্তু একই রকম এবং প্রতিপক্ষ একই ব্যক্তি। প্রতিপক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি কোন্ কোন্ পরীক্ষার্থীর খাতার প্রাপ্ত নম্বর দেখতে চান, তাদের নাম ও রোল নম্বর উল্লেখ করেননি। আবেদনের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এবং প্রতিপক্ষের নিকট চাহিত তথ্য না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারী গরহাজির থাকলেও যেহেতু,অভিযোগকারীর আবেদনের বিষয় এবং অভিযোগ নম্বর ০১/২০১২ এবং ০২/২০১২এর বিষয়বস্তু একই রকম এবং প্রতিপক্ষ একই ব্যক্তি, সেহেতু অভিযোগ নম্বর ০১/২০১২ এবং ০২/২০১২ এর সিদ্ধান্তের আলোকে অভিযোগকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর উল্লেখপূর্বক ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ খাতা দেখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার এবং তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারার বিধানানুসারে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ০৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম
গ্রামঃ বালিয়ারকাঠি,
পোঃ খলিশাকোটা, উপজেলাঃ বানারিপাড়া,
জেলাঃ বরিশাল।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস জাহান আরা বেগম
উপ-সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, গ্রামঃ বালিয়ারকাঠি, পোঃ খলিশাকোটা, উপজেলাঃ বানারিপাড়া, জেলাঃ বরিশাল গত ১৮-০৯-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়,ঢাকা বরাবর মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২৫-০১-২০১১, ১৫-০২-২০১১ ও ২০-০৪-২০১১ তারিখের প্রদত্ত নির্দেশের উপর এবং বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬-০৩-২০১১, ২৬-০৪-২০১১ এবং ১৫-০৫-২০১১ তারিখের প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক অভিযোগকারীর ২৪-০৪-২০১১, ০৭-০৫-২০১১, ০৮-০৬-২০১১ এবং ২০-০৭-২০১১ তারিখের দাখিলকৃত আপীল আবেদনের উপর বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার সঠিক তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের (সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়) নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের উপর এবং বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক অভিযোগকারীর ২৪-০৪-২০১১, ০৭-০৫-২০১১, ০৮-০৬-২০১১ এবং ২০-০৭-২০১১ তারিখের দাখিলকৃত আপীল আবেদনের উপর বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার সঠিক তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে সরবরাহ করা হয়নি। অপরপক্ষে প্রতিপক্ষ জানান, অভিযোগকারীর দাখিলকৃত আবেদন সুস্পষ্ট নয় বিধায় তার পক্ষে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। অপরপক্ষে আবেদনের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয় বিধায় প্রতিপক্ষের পক্ষে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারী সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করবেন এবং তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবু তাহের
এমএলএসএস,
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র,
ডাক্তারপাড়া, ফেনী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী,
উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী।
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আবু তাহের, এমএলএসএস, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ডাক্তারপাড়া, ফেনী বিভাগীয় মামলার রায়ে উল্লেখিত জালিয়াতির মাধ্যমে চাকরি লাভ সংক্রান্ত ইনকোয়ারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন (যার জন্য তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন) পাওয়ার জন্য গত ১৬-১১-২০১১ তারিখে উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ফেনী এবং মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার বরাবর বহুবার আবেদন করে কোন তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৬-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগটি দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সড়ক দূর্ঘটনায় আহত অবস্থায় অফিসে অনুপস্থিতিকালীন সময়ে জালিয়াতির অভিযোগে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়। জালিয়াতি সংক্রান্ত ইনকোয়ারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন (যার জন্য তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন) পাওয়ার জন্য তিনি আবেদন দাখিল করেছেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন প্রতিকার পাননি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, চাকুরীতে অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে অসদাচরণের দায়ে অভিযোগকারীকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, চাহিত তথ্য তার দপ্তরে সংরক্ষিত নেই। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর দপ্তরে সংরক্ষিত আছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত "ক" ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে থাকলে যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত "গ" ফরমে আপীল আবেদন দাখিল না করে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তাছাড়া উপ-পরিচালক জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, ফেনী এবং মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার বরাবর প্রেরিত আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর নেই এবং আবেদনকারীর ঠিকানা সঠিক নয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সুনির্দিষ্টভাবে স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর সম্বলিত নতুন করে আবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হলো দাখিলকৃত আবেদন প্রাপ্তির পর অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ ধারা অনুসারে তথ্য সরবরাহপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব শাহাদত আলী
বাসা নং-২৮৯,
রোড নং-০৭, মূলাটোল, রংপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ ফেরদৌস আলম,
জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, বগুড়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব শাহাদত আলী, বাসা নং-২৮৯, রোড নং-০৭, মূলাটোল, রংপুর গত ০৪-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, বগুড়া বরাবর গত ০৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বগুড়া জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের চার্জ অফিসার জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার কর্তৃক রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার কাচু মৌজার জে এল নং ১৮ এর রেকর্ড সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পেয়ে তিনি ২৮-১২-২০১১ তারিখে আপীল আবেদন দাখিল করেন। অতপরঃ ১৫ (পনের) কার্য দিবস অপেক্ষা না করেই তিনি তথ্য কমিশনে ০৪-০১-২০১২ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির। প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর দাখিলকৃত আবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি গত ০৩-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বগুড়া জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের চার্জ অফিসার জনেন্দ্র নাথ সরকার কর্তৃক রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার কাচু মৌজার জে এল নং ১৮ এর রেকর্ড সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ে আবেদন করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী ডাকযোগে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছেন এবং চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। আবেদনকারী বরাবর সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে জমা দিবেন মর্মে জানান।

পর্যালোচনাঃ

অভিযোগকারী গরহাজির থাকলেও অভিযোগকারীর আবেদনের বিষয়, প্রতিপক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য সরবরাহ করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্তঃ

প্রতিপক্ষ কর্তৃক আবেদনকারীকে সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে সংরক্ষণ করার এবং একটি কপি অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব শ্রী স্বপন কুমার,
জি কে হরিজন কলনী, কুষ্টিয়া।

প্রতিপক্ষঃ জনাব ডাঃ শেখ কেরামত আলী
অধ্যক্ষ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনি স্কুল, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৪-০৮-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অধ্যক্ষ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) স্থায়ী পদে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপারের পদ সংখ্যা কত ?
(খ) বর্তমানে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপার পদে কতজন কাজ করে তাদের নামের তালিকা;
(গ) অস্থায়ী পদে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপার পদে কতজন কাজ করে তাদের নামের তালিকা ।

নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১০-১০-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৪-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবরে স্থায়ী পদে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপারের পদ সংখ্যা, বর্তমানে ক্লিনার/ঝাড়ু দার/সুইপার পদে কতজন কাজ করে, তাদের নামের তালিকা এবং অস্থায়ী পদে ক্লিনার/ঝাড়ুদার/সুইপার পদে কতজন কাজ করে, তাদের নামের তালিকা চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, কুষ্টিয়া বরাবর অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে আবেদন গ্রহণকারীর স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু অফিসের সীলমোহর নেই এবং উক্ত স্বাক্ষরটি কার তা প্রতিপক্ষ সনাক্ত করতে পারেননি। অভিযোগকারীর আবেদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষ,মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, কুষ্টিয়া উল্লেখ রয়েছে যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সঠিক নয় । অপরপক্ষে প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো। প্রতিপক্ষকে চাহিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুসারে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনে অনুলিপি প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব গৌতম কুমার বিশ্বাস
বড় ষ্টেশন রোড,
হরিজন চৈতন্য পল্লী, কুষ্টিয়া।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মো: ওমর আলী
প্রধান পোষ্ট মাষ্টার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রধান পোষ্ট মাষ্টার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেনঃ

(ক) ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার এর পদ সংখ্যা কত ?
(খ) ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা এবং
(গ) ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে স্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা।

নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০৭-০৭-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রধান পোষ্ট মাষ্টার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া বরাবরে ঝাড়ুদার / ক্লিনার /সুইপারের পদ সংখ্যা, ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা এবং ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে স্থায়ীভাবে চাকুরী করে তাদের নামের তালিকা চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি উক্ত পদে নতুন যোগদান করায় এবং অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি তার নিকট উপস্থাপিত না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান সম্ভব হয়নি। তথ্য কমিশন হতে জারীকৃত সমন প্রাপ্তির পর চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ এবং তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর আবেদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও প্রধান পোষ্ট মাষ্টার, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া উল্লেখ রয়েছে যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সঠিক ভাবে করা হয়নি । অপরপক্ষে প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে ১ (এক) কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করার নির্দেশনা দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ তার কার্যালয়ে পত্রপ্রাপ্তি ও জারি সংক্রান্ত রেজিষ্টারটি হালনাগাদ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী সরবরাহপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ০৯/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান
(চেয়ারম্যান, সমবায় ব্যাংক লিঃ, বরিশাল)
৮/জি, কনকর্ড গ্র্যান্ড, ১৬৯/১, শান্তি নগর,
ঢাকা-১২১৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব কবিরুল ইজদানী খান
প্রথম সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ৩০-১০-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেনঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ''মালিকানা নীতি" আর্টিকেল ১৩ এর (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সমবায় মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার উপর আয়কর প্রযোজ্য কিনা এবং

(খ) আয়কর প্রযোজ্য হলে তার হার, ধাপ বা স্তর কত ?

নির্ধারিত সময়ে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ৩০-১১-২০১১ তারিখে সচিব, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ৩০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ''মালিকানা নীতি" আর্টিকেল ১৩ এর (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সমবায় মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার উপর আয়কর প্রযোজ্য কিনা এবং আয়কর প্রযোজ্য হলে তার হার, ধাপ বা স্তর কত তা জানতে চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হওয়ায় নতুন কাউকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি।
তিনি চাহিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনের জন্য ১ (এক) কপি নিয়ে এসেছেন। বিলম্বে তথ্য প্রদানের জন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হওয়ায় বর্তমানে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি। ফলে চাহিত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। বিলম্বে তথ্য প্রদানের জন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রতিপক্ষ চাহিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে ১ (এক) কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

প্রতিপক্ষকে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা দেয়া হলো । চাহিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনে ০১(এক) কপি দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ ইসহাক
এমডি, এলিট ল্যাম্পস্ লিঃ
১৯/৩, পল্লবী, মিরপুর
ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষঃ জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ
মহাব্যবস্থাপক, শিল্পঋণ বিভাগ, প্রধানকার্যালয়,
সোনালী ব্যাংক লিঃ, ৩৫-৪৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৫-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ০৭-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে মহাব্যবস্থাপক, শিল্পঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ৩৫-৪৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবর ব্যাংকের প্রভিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ রুগ্নশিল্প / প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যাহা ২০১১-২০১২ সালের অর্থ বাজেটে (বাজেট বক্তৃতা-১৯৩) ঘোষিত ১,৫৮৫ (একহাজার, পাঁচশত পঁচাশি) টি রুগ্নশিল্প / প্রকল্পের মূল ঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ ২,৫৯০ (দুইহাজার, পাঁচশত নব্বই) কোটি টাকার বিবরণের সত্যায়িত ডকুমেন্ট চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৬-০১-২০১২ তারিখে চেয়ারম্যান, সোনালী ব্যাংক লিঃ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ৩৫-৪৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৪-০২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগের বিষয়ে অধিকতর শুনানীর প্রয়োজন বিধায় উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের সময় প্রার্থনার প্রেক্ষিতে ০৩-০৫-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করা হয়।

শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কমিশনের প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে চাহিত তথ্য এবং আপীল আবেদনে উল্লেখিত তথ্যের মধ্যে গরমিল রয়েছে মর্মে স্বীকার করেন। তবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে চাহিত তথ্য আপীল আবেদনের ৫(৮) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্যের মধ্যে মিল রয়েছে। তাই ৫(১) হতে ৫(৭) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ৫(৮) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হলে, কোন আপত্তি থাকবে না বলে অভিযোগকারীর আইনজীবি কমিশনকে অবহিত করেন। রুগ্নশিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোপূর্বে জনতা ব্যাংক কর্তৃক অনুরুপ তথ্য প্রদান করার দৃষ্টান্ত রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিপক্ষ নির্ধারিত সময়ে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানে ব্যর্থতা ও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে আপীল আবেদনে উল্লেখিত ৫(৮) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্য সোনালী ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে বলে অবহিত করেন। কমিশনের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জানান যে, তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে আদালতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহে আইনগত কোন বাধা নেই।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে চাহিত তথ্য এবং আপীল আবেদনে উল্লেখিত তথ্যের মধ্যে গরমিল রয়েছে বিধায় প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। আপীল আবেদনের ৫(৮) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্য সোনালী ব্যাংকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং উক্ত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা নিশ্চিত করা হলে, অভিযোগকারীর কোন আপত্তি থাকবে না মর্মে কমিশনকে অবহিত করা হয়। প্রতিপক্ষও চাহিত তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবেন মর্মে অঙ্গিকার করেছেন বিধায়, অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী আগামী ০৮-০৫-২০১২ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে আপীল আবেদনের ৫(৮) নং ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে তথ্য কমিশন, ব্যাংকিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট ডিভিশন এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব প্রদীপশশী চাকমা, গ্রামঃ মনাটেক,
ডাকঘর ও থানাঃ মহালছড়ি
জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব শুভাশীষ কমল
শাখা ব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্র্যাক
মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৬/১০/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে তথ্যপ্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ব্র্যাক, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ব্র্যাক এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার ফটোকপি;
(খ) ব্র্যাক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী সঞ্চয় ও ঋণ পাশবহি ও বীমা খাত ব্র্যাক এলাকাঃ মহালছড়ি গ্রাম সংগঠনের নামঃ মনাটেক, গ্রাম সংগঠনের নম্বরঃ ২১২৭ ক্ষুদ্র দল নং-০২ এর আওতাভুক্ত সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যের কপি এবং
(গ) কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সদস্যদের সঞ্চয় আটকে রাখা হয়েছে উক্ত সিদ্ধান্তের কপি।

নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫-১২-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ব্র্যাক এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার ফটোকপি,ব্র্যাক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী সঞ্চয় ও ঋণ পাশবহি ও বীমা খাত ব্র্যাক এলাকাঃ মহালছড়ি গ্রাম সংগঠনের নামঃ মনাটেক, গ্রাম সংগঠনের নম্বরঃ ২১২৭ ক্ষুদ্র দল নং-০২ এর আওতাভুক্ত সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যের কপি এবং কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সদস্যদের সঞ্চয় আটকে রাখা হয়েছে উক্ত সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে,অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য ০১-০৪-২০১২ তারিখে প্রদান করা হয়েছে এবং বিলম্বে তথ্য প্রদানের জন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তথ্য সরবরাহের বিষয়ে অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ১২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব প্রদীপশশী চাকমা, গ্রামঃ মনাটেক,
ডাকঘর ও থানাঃ মহালছড়ি
জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ মৃদুল কান্তি ত্রিপুরা
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৪-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২৬-১০-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে তথ্যপ্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) জানুয়ারী/২০১১ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১ পর্যন্ত সরকারীভাবে মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স- এ যে সব ঔষধ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর পরিমাণসহ নামের তালিকার কপি এবং

(খ) মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রোগীদের ঔষধ ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের নীতিমালার কপি ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫-১২-২০১১ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৪-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন ।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৪-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জানুয়ারী/২০১১ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১ পর্যন্ত সরকারীভাবে মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স- এ যে সব ঔষধ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর পরিমাণসহ নামের তালিকার কপি এবং মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রোগীদের ঔষধ ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের নীতিমালার কপি চেয়ে আবেদন করলেও চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং বিলম্বে তথ্য প্রদানের জন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তথ্য সরবরাহের বিষয়ে অভিযোগকারী প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয় ।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব সম্মান চাকমা গ্রাম- খবংপড়িয়া ডাকঘর ও উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর জেলা-খাগড়াছড়ি।	**প্রতিপক্ষঃ** জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস,খাগড়াছড়ি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি বরাবর পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলায় অ-উপজাতীয়দের ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য সরকারী সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে আবেদন করেন।

উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি এর অফিস সহকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় আবেদনকারী আপীল আবেদন না করেই গত ১০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ডাকযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলায় অ-উপজাতীয়দের ভূমি বন্দোবস্ড় দেয়ার জন্য সরকারী সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে আবেদন করলেও আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি ।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারীকে কেন আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনকে স্মারকের অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন এবং তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন। অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অভিযোগকারীর আবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের সংশোধিত সংবিধানে অ-উপজাতীয় বলে কোন জাতি-গোষ্ঠী নেই। সুতরাং এ বিষয়ে সঠিক শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে কমিশন মন্তব্য করেন।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার এবং আপীলেও কোন প্রতিকার না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ভবিষ্যতে যথাযথভাবে আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে সতর্ক করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ১৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব বিদর্শন চাকমা
গ্রাম- খবংপড়িয়া,
ডাকঘর ও উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর
জেলা- খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষঃ জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
উপজেলা ভূমি অফিস,খাগড়াছড়ি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ২৬৫ নং বাঙ্গালকাঠি মৌজার খবংপড়িয়ার নারানখাইয়া খাল (নাশী) এর মানচিত্রের কপি।

(খ) নারানখাইয়া খালের পারে খাল ভরাট করে কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তেতে বাড়ী নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে তার সিদ্ধান্তের কপি।

উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি এর অফিস সহকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় আবেদনকারী আপীল আবেদন না করেই গত ১০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে তার ভাই রিপন চাকমা ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর পক্ষে রিপন চাকমা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ডাকযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে ২৬৫ নং বাঙ্গালকাঠি মৌজার খবংপড়িয়ার নারানখাইয়া খাল (নাশী) এর মানচিত্রের কপি এবং নারানখাইয়া খালের পারে খাল ভরাট করে কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তেতে বাড়ী নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে তার সিদ্ধান্তের কপি চেয়ে আবেদন করলেও আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি ।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারীকে কেন আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনকে স্মারকের অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন এবং তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন। অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার এবং আপীলেও কোন প্রতিকার না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব রিপন চাকমা
গ্রাম- খবংপড়িয়া
ডাকঘর ও উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর
জেলা- খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষঃ জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
উপজেলা ভূমি অফিস,খাগড়াছড়ি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি বরাবর নিম্নোক্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

(ক) ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার নীতিমালার কপি।

(খ) বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ কিনা সরকারী সিদ্ধান্তের কপি।

উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি এর অফিস সহকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় আবেদনকারী আপীল আবেদন না করেই গত ১০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ডাকযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার নীতিমালার কপি এবং বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ কিনা সরকারী সিদ্ধান্তের কপি চয়ে আবেদন করলেও আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি ।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারীকে কেন আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনকে স্মারকের অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন এবং তথ্য কমিশনে দাখিলের জন্য নিয়ে এসেছেন। অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করার এবং আপীলেও কোন প্রতিকার না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব রিপন চাকমা
গ্রাম- খবংপড়িয়া,
ডাকঘর ও উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর
জেলা- খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষঃ জনাব কাজী শহিদুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
উপজেলা ভূমি অফিস,খাগড়াছড়ি
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি বরাবর ২৬৫ নং বাঙ্গালকাঠি মৌজায় কি পরিমান খাস জমি রয়েছে, কোথায় কোথায় রয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কপি চেয়ে আবেদন করেন।

উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি এর অফিস সহকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় আবেদনকারী আপীল আবেদন না করেই গত ১০-০১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ২৬৫ নং বাঙ্গালকাঠি মৌজায় কি পরিমান খাস জমি রয়েছে এবং কোথায় কি পরিমান জমি আছে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের কপি সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবর আবেদন করেন। তিনি ডাকযোগে আবেদন করলেও আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি ।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে তথ্য কমিশন হতে সমন জারীর পূর্বে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারীকে কেন আবেদনপত্রটি গ্রহণ করা হয়নি, সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করেন এবং চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন । অভিযোগকারী আপীল আবেদন না করেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন, যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, প্রতিপক্ষকে সরবরাহকৃত তথ্যের একটি কপি তথ্য কমিশনে দাখিলের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম রতন উপজেলা প্রতিনিধি, দৈনিক ইনকিলাব স্টেশন রোড, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা।	**প্রতিপক্ষঃ** জনাব ডাঃ এম.এ.রাজ্জাক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ , জেলা-নেত্রকোনা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৩-০৫-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২৯-১১-২০১১ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্স, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা বরাবর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসাধীন রোগীনি নারগিছ আক্তার (জরুরী বিভাগের রেজি নং- ১৩৪৮/০৩ তারিখ ১৯-১০-১১) এর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৩-০২-২০১২ তারিখে সিভিল সার্জন, সিভিল সার্জন অফিস, নেত্রকোনা বরাবর আপীল আবেদন করেন। অতঃপর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ ২৫-০২-১২ তারিখের নং- উঃস্বাঃকঃমোহন ১২-২৫২ নং স্মারকে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করলে প্রেরিত তথ্য সঠিক নয় মর্মে তিনি ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণকৃত রেজিস্টারের কপির প্রিন্ট সংযুক্ত করেন।

বিলম্বে তথ্য প্রদান এবং ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করায় আবেদনকারী গত ০৪/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য করে সমন জারী করা হয়। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির। তবে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী গরহাজির থাকায় এবং কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সার্ভিস রিটার্ণ না পাওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে অধিকতর শুনানীর জন্য ০৩-০৫-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্স, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা বরাবর যে তথ্যের জন্য আবেদন করেছিলেন, তা তাকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এর সপক্ষে তিনি লিখিত প্রমাণপত্র তথ্য কমিশনে দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই মর্মে অবহিত করেন।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না। পরবর্তীতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত হওয়ার সাথে সাথে, চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। তিনি আরো জানান যে, বর্তমানে সরকারী হাসপাতালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রিন্টেড রেজিস্টার সরবরাহ করা হচ্ছে না। ফলে তার পক্ষে হাসপাতালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রিন্টেড রেজিস্টার সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আবেদনের বিষয়টি অবগত হওয়ার সাথে সাথে চাহিত তথ্য প্রস্তুতপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন । অভিযোগকারী সরবরাহকৃত তথ্য পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন। অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত 'ক' ফরমে আবেদন করেন নি, যা বিধি সম্মত হয়নি। অভিযোগকারী চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী নির্ধরিত 'ক' ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। প্রতিপক্ষকে হাসপাতালে প্রিন্টেড রেজিস্টার সরবরাহ করার জন্য সিভিল সার্জনকে পত্র প্রেরণপূর্বক মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, অভিযোগকারী তার চাহিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে স্বীকার করেছেন এবং তথ্য কমিশনের নিকট লিখিত প্রমাণ দাখিল করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিস্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হক
গ্রাম- হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড
থানা ও জেলা- কিশোরগঞ্জ।

প্রতিপক্ষঃ জনাব মোঃ মুর্শেদ আলী
সচিব, বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ০৫-০৪-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ০৪-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে সচিব, বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ বরাবর ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স এসেসমেন্ট ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদন করেন।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট ইউপি সচিব ও ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক খারিজ হবার পর আবেদনকারী গত ০৭-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ১১-০৩-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৫-০৪-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, সচিব, বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ বরাবরে ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স এসেসমেন্ট ও আদায় সংক্রান্ত কপি চয়ে ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মোঃ হাবিবুর রহমান, চেয়ারম্যান, ১নং বনগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-কটিয়াদী, জেলা- কিশোরগঞ্জ অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করেছেন।

প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যের বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করলে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয় বলে চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশ দেয়া হয়। চেয়ারম্যানের বক্তব্যই আবেদনের পাশে উল্লেখ করে অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর আবেদনের বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয় এবং তিনি আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে আপীল করেননি। আইনগতঃ দিক থেকে অভিযোগকারী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তার অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় অভিযোগটি খারিজযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পুণরায় আবেদন করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব কে এইচ নাজির আহমেদ মোক্তার
বাগমারা, শ্রীপুর, গাজীপুর ।

প্রতিপক্ষঃ ১। মোঃ আনিছুর রহমান
মেয়র
শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর ।

২। মোঃ মনিরুজ্জামান শিকদার
সচিব
শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর ।

৩। আব্দুল মোমেন
টিকাদানকারী
শ্রীপুর পৌরসভা,
গাজীপুর ।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ২২/১১/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে হারুনুর রশিদ, সহকারী প্রকৌশলী, শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর বরাবর **২০১০-২০১১ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ (টেন্ডার ছাড়া ও টেন্ডারসহ) এবং শ্রীপুর পৌরসভার নামফলকে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামকরণ কোন তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে তার বিবরণের তথ্যের** জন্য আবেদন করেন।

আবেদনকারী যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ১২/০২/২০১২ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ মেয়র, শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৫/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৪-০৪-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩-০৫-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হরতালের কারণে সঠিক সময় সমন প্রাপ্ত না হওয়ায় গরহাজির থাকেন এবং দ্বিতীয় পক্ষে এ কে এম হারুনুর রশীদ, সহকারী প্রকৌশলী, শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নন। তথ্য কমিশন শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম জানতে চাইলে তিনি উক্ত পৌরসভার টিকাদানকারী জনাব আব্দুল মোমেন এর নাম উল্লেখ করেন। অভিযোগকারী সঠিক সময়ে সমন প্রাপ্ত না হওয়ার কারণ বিবেচনায় পরবর্তী তারিখ ২৩/০৫/২০১২ খ্রিঃ প্রতিপক্ষের জবাব দাখিল ও শুনানীর জন্য দিন ধার্য করা হয়। সংশ্লিষ্টদের প্রতি পুনরায় সমন জারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরবর্তী শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দ্বিতীয়পক্ষ মোঃ মোমেন, টিকাদানকারী, শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর উপস্থিত হন। অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তেব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তার যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হননি। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে টিকাদানকারী জনাব আব্দুল মোমেন হাজিরা প্রদান করে তার বক্তেব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের সমন প্রাপ্ত হওয়ার পর শ্রীপুর পৌরসভার মেয়র চিঠিটি পৌরসভার সচিব কে মার্ক করেন এবং সচিব, শ্রীপুর পৌরসভা তা আব্দুল মোমেন কে মার্ক করে কমিশনের শুনানীতে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করায় তিনি হাজির থাকেন। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীপুর পৌরসভায় তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী এখন পর্যন্ত কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে টিকাদানকারীকে নির্ধারণ করে কমিশনে প্রেরণ করায় কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং মেয়র ও সচিব শ্রীপুর পৌরসভা কে পরবর্তী ২০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ প্রতিপক্ষের জবাব দাখিল ও শুনানীর জন্য দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

শুনানীর জন্য ধার্য ২০/০৬/২০১২ তারিখের সকল পক্ষ উপস্থিত হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্যে বলেন যে, তিনি তার যাচিত তথ্যের আংশিক পেয়েছেন। অপরদিকে মেয়র শপথপূর্বক বলেন যে,অভিযোগকারীর যাচিত সকল তথ্য প্রস্তুত করা আছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছে এবং প্রতিপক্ষ জনাব আনিসুর রহমান, মেয়র, শ্রীপুর পৌরসভা, শ্রীপুর, গাজীপুর বাকী তথ্য দিতে সম্মত আছে।

সিদ্ধান্ত

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ১০ ধারার মর্মার্থ অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার সচিব হবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং মেয়র আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবেন। এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারী করে সংশ্লিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দিতে এবং তথ্য কমিশনকে অবহিত করতে হবে। এছাড়া শ্রীপুর পৌরসভা কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ (টেন্ডার ছাড়া/টেন্ডারসহ) আগামী ২৭/০৬/২০১২ তারিখের মধ্যে আইনানুগ তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি দিয়ে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব রিপন চাকমা গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর জেলাঃ খাগড়াছড়ি	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব তরুণ কুমার ভট্টাচার্য** সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব রিপন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি গত ২৬-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি বরাবরে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি এর কার্যালয়ে কি কি খেলার সামগ্রী সরকার থেকে বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং সেগুলো কিভাবে, কোথায় কোথায় বন্টন করা হয়েছে তার অনুলিপি চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন (আপীল আবেদনে উল্লেখিত তারিখ অস্পষ্ট)। আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২৮-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৪-০৪-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩/০৫/২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব রিপন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি অসুস্থতাজনিত কারণে সময় প্রার্থনা করে গরহাজির। অভিযোগকারীর সময় প্রার্থনার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ জনাব তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়িকে তা জানিয়ে দেওয়ায় তিনিও গরহাজির। অভিযোগকারীর সময়ের আবেদন মঞ্জুর করতঃ ২৩/০৫/২০১২ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য্য করে পুনরায় সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব রিপন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি হাজির থাকলেও প্রতিপক্ষ তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি কমিশনের শুনানীর তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে সময় প্রার্থনা করে গরহাজির। প্রতিপক্ষের সময়ের আবেদন মঞ্জুর করতঃ ২০/০৬/২০১২ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য্য করে পুনরায় সমন জারী করা হয়।

কমিশনের ০৬/০৬/২০১২ তারিখে জারিকৃত সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব রিপন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে ই-মেইল প্রেরণ করে গরহাজির এবং প্রতিপক্ষ জনাব তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করেছেন মর্মে ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগের শুনানীতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে অব্যাহতি পাবার জন্য আকুল আবেদন করেন (১৯/০৬/২০১২ তারিখ বিকাল ৪:৫০ ঘটিকায় প্রেরিত ই-মেইল বার্তা)।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি এবং অভিযোগকারীর ১৯/০৬/২০১২ তারিখে প্রেরিত ই-মেইল বার্তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তির জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, যেহেতু অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, সেহেতু অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব বিদর্শন চাকমা
গ্রামঃ খবংপড়িয়া
ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর
জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব তরুণ কুমার ভট্টাচার্য
সাধারণ সম্পাদক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি গত ২৬-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি বরাবরে নিম্নোক্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০১১-২০১২ অর্থবছরের তাঁর কার্যালয়ে কোন কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ এসেছে তার তালিকা;
২) কোন কোন খাতে এই অর্থ ব্যয় হবে তার সিদ্ধান্তের কপি।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৯/০২/২০১২ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২৮-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৪-০৪-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ০৩/০৫/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি এর এইচএসসি পরীক্ষা চলমান থাকার কারণে সময় প্রার্থনা করে গরহাজির। অভিযোগকারীর সময় প্রার্থনার প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ জনাব তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়িকে তা জানিয়ে দেওয়ায় তিনিও গরহাজির। অভিযোগকারীর সময়ের আবেদন মঞ্জুর করতঃ ২৩/০৫/২০১২ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য্য করে পুনরায় সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি হাজির থাকলেও প্রতিপক্ষ তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি কমিশনের শুনানীর তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে সময় প্রার্থনা করে গরহাজির। প্রতিপক্ষের সময়ের আবেদন মঞ্জুর করতঃ ২০/০৬/২০১২ তারিখে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য্য করে পুনরায় সমন জারী করা হয়।

কমিশনের ০৬/০৬/২০১২ তারিখে জারিকৃত সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাকমা, গ্রামঃ খবংপড়িয়া, ডাকঘর ও উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর, জেলাঃ খাগড়াছড়ি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে ই-মেইল প্রেরণ করে গরহাজির এবং প্রতিপক্ষ জনাব তরুণ কুমার ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, খাগড়াছড়ি অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করেছেন মর্মে ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগের শুনানীতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে অব্যাহতি পাবার জন্য আকুল আবেদন করেন (১৯/০৬/২০১২ তারিখ বিকাল ৪:৫০ ঘটিকায় প্রেরিত ই-মেইল বার্তা)।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি এবং অভিযোগকারীর **১৯/০৬/২০১২** তারিখে প্রেরিত ই-মেইল বার্তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তির জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, যেহেতু অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, সেহেতু অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব আব্দুল মোমিন
(সাংবাদিক, প্রথম আলো)
পিতা- মোঃ আব্দুল মান্নান
গ্রামঃ দিঘী, পোঃ গড়পাড়া
উপজেলাঃ সদর,
জেলাঃ মানিকগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষঃ ১। জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়,
সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

২। জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা
নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, মানিকগঞ্জ
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১২ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ বরাবরে নিম্নোক্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরসহ বর্তমানে পরিচালিত এডিবি অন্যান্য তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের নামের তালিকা;
২) প্রতিটি প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দকৃত চাল, গম বা টাকার পরিমাণ কত।

অভিযোগকারী যাচিত তথ্য না পেয়ে ২০/০৩/২০১২ তারিখে জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-০৬-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২০-০৬-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তবে অভিযোগকারী কী কী তথ্য প্রাপ্ত হননি কমিশন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইলে তিনি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। এছাড়াও কমিশন অভিযোগকারীর 'ক' ফরম ও 'গ' ফরমে যাচিত তথ্যসমূহ একই নয় বলে উল্লেখ করে। শুনানীকালে অভিযোগকারী তাঁর আবেদনে উল্লেখিত ''এডিবি" শব্দটির পরিবর্তে ''এডিপি" এর প্রকল্পসমূহ হবে বলে কমিশনকে অবহিত করেন। অপরদিকে জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ শপথপূর্বক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত ১৫ পৃষ্ঠার তথ্যাবলী ইতোমধ্যে নিজ খরচে সরবরাহ করেছেন। আবার জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী ও আপীল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ তার বক্তব্যে বলেন যে, তাঁর নিকট অভিযোগকারী আপীল আবেদন করার পরদিনই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে পত্র প্রদান করেছেন।

<u>পর্যালোচনা</u>

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্যের আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু কোন তথ্য তিনি পাননি তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারেননি এবং প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ

জিয়াউর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ বিনামূল্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

সিদ্ধান্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর নিকট সরবরাহকৃত ১৫ (পনের) পৃষ্ঠা তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবারহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের পর সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি ও সরকারী কোষাগারে জমা দানের প্রমাণাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো। এছাড়া যাচিত ০৩ (তিন) অর্থবছরের প্রকল্পসমূহের তালিকা অফিসের নোটিশ বোর্ডে সর্বসাধারণের জন্য টানিয়ে রাখার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি দিয়ে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব আব্দুল মোমিন,
পিতা-মোঃ আব্দুল মান্নান
(সাংবাদিক, প্রথম আলো)
গ্রামঃ দিঘী, পোঃ গড়পাড়া
উপজেলাঃ সদর,
জেলাঃ মানিকগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষঃ ১। জনাব মোঃ আঃ বাছেদ
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা,
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কার্যালয়,
সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

২। **জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম**
জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও)
মানিকগঞ্জ
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ।

রায়

(তারিখঃ ২০ জুন, ২০১২)

কমিশন সভার ০৬/০৬/২০১২ তারিখের ২০ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে ২০-০৬-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখে উভয় পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী জনাব আব্দুল মোমিন এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী, জনাব আব্দুল মোমিন পিতা-মোঃ আব্দুল মান্নান, (সাংবাদিক, প্রথম আলো), গ্রামঃ দিঘী, পোঃ গড়পাড়া, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ বিগত ২৬/০৪/২০১২ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবরে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, তিনি গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ এর নিকট নিম্নোক্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) **২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরসহ বর্তমানে পরিচালিত কাবিখা, কাবিটা, সাধারণ টিআর ও বিশেষ টিআর সহ সকল ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসৃজন কর্মসূচী প্রকল্পের নামের তালিকা; এবং**
২) **প্রতিটি প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দকৃত চাল, গম বা টাকার পরিমাণ কত ?**

কিন্তু যাচিত তথ্য না পেয়ে ২০/০৩/২০১২ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার জেলা ত্রাণ ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম বরাবরে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ২৪(১)(২)ধারা অনুযায়ী আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও নির্ধারিত সময়ের মাঝে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১)(২)(৩) ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানী তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে শপথগ্রহণপূর্বক একই বক্তব্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন করেন এবং যাচিত তথ্য প্রাপ্তির আদেশ চেয়ে প্রার্থনা করেন ।

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আঃ বাছেদ এর বক্তব্য।

অভিযোগকারীর বক্তব্য উপস্থাপনের পর, প্রতিপক্ষ, সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাবলী তিনি প্রস্তুত করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন আবেদনকারী অফিসে তথ্য নিতে আসবেন এবং তখন তিনি সংরক্ষিত তথ্যগুলো প্রদান করবেন। তিনি কেন যাচিত তথ্য সংরক্ষণ করে আবেদনকারীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করেননি কমিশনের এ প্রশ্নের কোন যুক্তিসংগত জবাব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদান করতে পারেননি। আপীল কর্তৃপক্ষ ও জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও যাচিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়নি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পড়েছেন কিনা কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে জনাব মোঃ আঃ বাছেদ আইনটি পড়েননি বলে দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

মানিকগঞ্জ জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ মোঃ শরিফুল ইসলাম এর বক্তব্য।

জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে জানান যে, তিনি অভিযোগকারীর আপীল আবেদন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করার জন্য ২০/০৩/২০১২ তারিখের জেপ্রমা/ত্রাণ-২০/২০০৮/১২/২১৬ নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিচার্য বিষয়।

১) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল কি না?

২) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না?

৩) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা না হলে আইনের ৯(৩) ধারা অনুসারে ১০(দশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে সরবরাহ না করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে কি না?

৪) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারা অনুসারে যাচিত তথ্য সরবরাহ করতে কোন বিধি নিষেধ ছিল কিনা ?

৫) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মানিকগঞ্জ জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মাঝে তথ্য প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে কি না ?

প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা।

(ক) তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগ এবং শুনানীকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং কমিশনের নিকট দাখিলকৃত নথিপত্র ও অন্যান্য দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগে উল্লেখিত আবেদনকারীর চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল।

(খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মাঝে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি, যা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এতদ্ব্যতীত কি কারণে তথ্য প্রদান করা হয়নি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৩) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়নি।

(গ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত বিধি নিষেধ চাহিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

(ঘ) আবেদনকারী তাঁর যাচিত তথ্য না পেয়ে ২০/০৩/২০১২ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ ও মানিকগঞ্জ জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন কর্মকর্তা জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪(৩) ধারা অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারীর আপীল আবেদন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করার জন্য ২০/০৩/২০১২ তারিখের জেপ্রমা/ত্রাণ-২০/২০০৮/১২/২১৬ নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ, আপীল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা উপেক্ষা করে এবং তথ্য অধিকার আইন অমান্য করে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(ঙ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কথা কমিশনের নিকট স্বীকার করেন। তিনি আইনটি ভালভাবে না বুঝার কারণে যথাসময়ে তথ্য প্রদান করা হয়নি বলে তথ্য কমিশনের নিকট দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন।

আদেশ

যেহেতু, অভিযোগে উল্লেখিত আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি; এবং যেহেতু, কি কারণে তথ্য প্রদান করা হয়নি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৩) ধারা অনুসারে আবেদনকারীকে যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ লিখিতভাবে অবহিত করা হয়নি;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য সরবরাহে বিধি নিষেধ যাচিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়;

যেহেতু, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ, আপীল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা উপেক্ষা করে তথ্য অধিকার আইন অমান্য করেছেন এবং অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কথা কমিশনের নিকট স্বীকার করেন এবং দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হবে না মর্মে অঙ্গীকার করেছেন;

সেহেতু,

(ক) কমিশন কর্তৃক রায় ঘোষণার তারিখ থেকে পরবর্তী ০৪ (চার) দিনের মাঝে অর্থাৎ আগামী ২৪.০৬.২০১২ তারিখ বা তৎপূর্বে অভিযোগকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ কে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। অভিযোগকারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহের বিষয়টি আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ কে ব্যক্তিগতভাবে তদারকি ও নিশ্চিত করার জন্য বলা হলো।

(খ) কমিশনের সার্বিক বিবেচনায় যদিও সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ এর অপরাধ গুরুতর, তথাপি, কমিশনের নিকট তিনি দোষ স্বীকার, দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় কমিশন নমনীয় হয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(১)(খ)(ঙ) ধারা অনুসারে সাটুরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আঃ বাছেদ কে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) ধারা অনুসারে জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবারহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি ও সরকারী কোষাগারে জমা দানের প্রমাণাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো।

(ঘ) কমিশনের প্রদত্ত রায় যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রদানের জন্য কমিশনের বিচারিক কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বলা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব নির্মল বড়ুয়া মিলন
পিতা-মৃত রুহিনী রঞ্জন বড়ুয়া
সাং-রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল এলাকা
থানাঃ কোতয়ালী, পোঃ-রাঙ্গামাটি
উপজেলা-রাঙ্গামাটি সদর
জেলা-রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব বরুন দেওয়ান
সাধারণ সম্পাদক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জেলা ক্রীড়া সংস্থা
জেলাঃ রাঙ্গামাটি।

সিদ্ধান্তপত্র।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব নির্মল বড়ুয়া মিলন, পিতা-মৃত রুহিনী রঞ্জন বড়ুয়া, সাং-রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল এলাকা, থানাঃ কোতয়ালী, পোঃ-রাঙ্গামাটি, উপজেলা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা গত ২৬-১২-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব বরুন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বরাবরে নিম্নোক্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) রাঙ্গামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে বরাদ্ধকৃত অর্থের পরিমাণ কত;
২) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ খরচের খাতওয়ারী বিস্তারিত বিবরণী অর্থগ্রহণকারীদের নাম ও যোগযোগের মোবাইল নং, অর্থ গ্রহনকারী প্রতিষ্ঠান হলে সেই প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও ফোন নম্বর;
৩) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য নিয়োগকৃত জুডো প্রশিক্ষকের নাম ও সহকারী জুডো প্রশিক্ষকের নাম, নিয়োগ দাতা সংস্থার নাম জুডো প্রশিক্ষক ও সহকারী জুডো প্রশিক্ষকের যোগ্যতাঁর সনদ পত্রের ছায়া কপি;
৪) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশ গ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা;
৫) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলাকালিন সময় নিয়োগকৃত কর্মচারীদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং;
৬) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে শেষে জুডো প্রশিক্ষক কর্তৃক তৈরীকৃত সকল প্রতিবেদন এর ছায়া কপি;
৭) রাঙামাটি জেলায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পরিচালনাকারী জুডো উপ কমিটির সকল সদস্যদের নাম, যোগযোগের ঠিকানা, মোবাইল নং, কমিটির সদস্যদের জুডো সম্পর্কিত যোগ্যতাঁর সনদ পত্রের ছায়া কপি;
৮) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলাকালিন সময় অংশ গ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের ভিতর কেই আহত বা নিহত হয়ে থাকলে তাঁর নাম, ঠিকানা, সু-চিকিৎসা বিস্তারিত বিবরণীসহ পরবর্তী পদক্ষেপ কি তাঁর বিবরণী;
৯) রাঙামাটি জেলায় জুডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য তৈরীকৃত ক্রীড়া সামগ্রীর নামের তালিকা ও তৈরীকৃত সামগ্রী সমূহ কোথায় এসবের দায়িত্বে কে বা কারা আছে তাঁর বিবরণী ।

নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পেয়ে তিনি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা ক্রীড়া সংস্থা রাঙামাটি পার্বত্য জেলা বরাবরে ১৬-১০-২০১১ তারিখে আপীল আবেদন দাখিল করেন। অতঃপর তিনি তথ্য কমিশনে ২০-১২-২০১১ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন। ২১/১২/২০১১ তারিখের সভায় অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ক্রীড়া অফিসারের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করার জন্য এবং তথ্য প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হলে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবরে অভিযোগ দাখিল করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে পত্র প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্য না পেয়ে পুনরায় তথ্য কমিশনে ০৩/০১/২০১২ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন।

উক্ত অভিযোগটি ইতোপূর্বে তথ্য কমিশনের ২১/১২/২০১১ ও ১১/০৩/২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয়। কমিশনের ১১/০৩/২০১২ তারিখ সভায় রাঙ্গামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি জানতে চেয়ে জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটিকে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিশনের নির্দেশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি প্রেরণ করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী জনাব নির্মল বড়ুয়া মিলন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করেও যাচিত সম্পূর্ন তথ্য পাননি।

প্রতিপক্ষ জনাব বরুন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা-খাগড়াছড়ি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য গত ০৪/০৭/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে সরবরাহ করে তাঁর অনুলিপি অভিযোগকারীকে প্রদান করেছেন। অভিযোগকারীর আবেদনে উল্লেখিত বিষয় সুস্পষ্ট না থাকায় এবং প্রশ্নসমূহ সঠিকভাবে না বোঝার কারণে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আবেদনের বিষয়টি বর্তমানে স্পষ্ট হওয়ায় তিনি অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করবেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদির আংশিক তথ্য পেয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি তথ্য কমিশনকে নিশ্চিত করেছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

প্রতিপক্ষকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব চবাথুই মারমা পিতাঃ মৃত সাবাইউ মারমা উজানীপাড়া, ০৫ নং ওয়ার্ড বান্দরবান সদর বান্দরবান।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোস্তফা মিনহাজ** উপজেলা প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর উপজেলা প্রকৌশল অফিস (এলজিইডি) বান্দরবান।

সিদ্ধান্তপত্র
(শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৯-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী জনাব চবাথুই মারমা, উজানীপাড়া, ০৫ নং ওয়ার্ড, বান্দরবান সদর, বান্দরবান অভিযোগকারী গত ০৬/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সদর উপজেলা প্রকৌশল অফিস (এলজিইডি), বান্দরবান বরাবর নিম্নোক্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) **(চলতি অর্থবছরে) জানুয়ারী/২০১২ পর্যন্ত কতটি দরপত্র এবং কত গ্রুপ কাজ হয়েছে বা কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।**
২) **এসব প্রকল্পের তালিকাসহ প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ।**
৩) **দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার তালিকা তারিখসহ (এডিপি ও অন্যান্য খাতের প্রকল্প) এর সত্যায়িত ফটোকপি ।**

তিনি যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ০৪/০৩/২০১২ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বান্দরবান বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০৪/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-০৬-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। উভয়পক্ষ শুনানীর ধার্য তারিখে গরহাজির থাকায় ১৮/০৯/২০১২ তারিখ পুনরায় শুনানীর তারিখ ধার্য করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ গরহাজির। কিন্তু অভিযোগকারী হাজির হয়ে তথ্য প্রাপ্তির লিখিত প্রমাণ কমিশনে দাখিল করেন এবং তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন মর্মে বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরো উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে তাঁর আর কোন অভিযোগ নেই এবং কমিশনের নিকট অভিযোগটি নিস্পত্তির আবেদন করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, যেহেতু অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, সেহেতু অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/- **(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)** তথ্য কমিশনার	স্বাক্ষরিত/- **(মোহাম্মদ আবু তাহের)** ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফেরদৌস জুয়েল
প্রতিনিধি
দৈনিক সকালের খবর, গাইবান্ধা
মুন্সিপাড়া, পোঃ গাইবান্ধা
উপজেলা ও জেলাঃ গাইবান্ধা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
গাইবান্ধা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস জুয়েল, প্রতিনিধি, দৈনিক সকালের খবর, গাইবান্ধা, মুন্সিপাড়া, পোঃ গাইবান্ধা, উপজেলা ও জেলাঃ গাইবান্ধা গত ০৭/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গাইবান্ধা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন-

১) দরপত্র নম্বর-০১-জি/২০১১-২০১২ এ "কাটাখালী নদীর ভাঙন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালেরপাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প" এর আওতায় কি ধরনের কাজ করা হবে ?

২) প্রকল্পের দরপত্র আহবান, দরপত্র গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান কি কি নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করা হয়েছে ?

৩) দরপত্র খোলার পর প্রতিটি গ্রুপে দরপত্রে অংশগ্রহণ করা ঠিকাদারদের দরের সি.এস রেকর্ড (ঠিকাদার বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এবং তাদের স্বাক্ষর করা) এর ফটোকপি;

৪) প্রতিটি গ্রুপের কার্যাদেশ মূল্য কত ?
তিনি প্রয়োজনে উপরে উল্লেখিত ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বর ক্রমিকের তথ্য ফাইল দেখে পেতে চান।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী ও তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গাইবান্ধা পওর বিভাগ, পাউবো, গাইবান্ধা অভিযোগকারীকে গত ২৬/০২/২০১২ তারিখ আই-২/৫১৮ নং স্মারকমূলে যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করেন।

তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন মর্মে অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট হয়ে গত ১৫/০৩/২০১২ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, গাইবান্ধা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০৯/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস জুয়েল তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করলে তিনি অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেন এবং আপীল কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করে যথা সময়ে তাঁর যাচিত তথ্য পাননি।

প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ মাঈন উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর আবেদনে উল্লেখিত বিষয় সুস্পষ্ট না থাকায় এবং প্রশ্নসমূহ সঠিকভাবে না বোঝার কারণে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আবেদনের বিষয়টি বর্তমানে স্পষ্ট হওয়ায় তিনি অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করবেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের বিষয়ে তাকে কোন নির্দেশনা প্রদান করেননি বলে জানান।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদির আংশিক তথ্য পেয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি তথ্য কমিশনকে নিশ্চিত করেছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

আপীল কর্তৃপক্ষকে তাঁর যথাযথ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার জন্য সতর্ক করা হলো। প্রতিপক্ষকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব তারেক মাহমুদ জর্জ
আইন শাখা-১
জাতীয় সংসদ সচিবালয়
ঢাকা ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নাজমুল হক খান
উপ-সচিব (বৃত্তি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব তারেক মাহমুদ জর্জ, আইন শাখা-১, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা অভিযোগকারী গত ১৯/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে উপ-সচিব (বৃত্তি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর ২০১২ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ জানতে চেয়ে আবেদন করেন।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৭/০৩/২০১২ তারিখে ডাকযোগে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ১৮/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির। প্রতিপক্ষ জনাব নাজমুল হক খান, উপ-সচিব (বৃত্তি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কর্তৃপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর নিকট হতে আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাখা-১০ হতে ০১/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য সংগ্রহ করে ০৭/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য প্রদান করেছেন। অভিযোগকারীকে মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য জানানো হলে তিনি সন্তোস প্রকাশ করেছেন এছাড়াও ই-মেইলে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩ সালের শিক্ষাবর্ষে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীর পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম প্রনয়ণ কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

পর্যালোচনা

প্রতিপক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন। ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

ইংরেজী মাধ্যম এবং মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে তথ্য অধিকার আইনটি অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। যেহেতু, প্রতিপক্ষ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং এ সংক্রান্ত প্রমাণাদী তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, যেহেতু অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
সাভার উত্তরপাড়া
(সাভার নামাবাজার খালেক মার্কেট সংলগ্ন
মনিরের বাসা)
পোঃ ও উপজেলাঃ সাভার, জেলাঃ ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আবু জাফর রাশেদ
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা ভূমি অফিস,সাভার, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, সাভার, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে আবেদন করেন-

১) সাভার উপজেলার মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ কত (একরে);
২) মৌজা ভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা;
৩) যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে ঐ সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম ও ঠিকানাসহ বন্দোবস্ত দেয়া সম্পত্তির পরিমাণ ;
৪) কি কারণে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার বর্ণনা;
৫) বন্দোবস্ত প্রাপ্তদের ঘর বা ভবন নির্মাণ করার অনুমতিসহ জমির আকার পরিবর্তনের কোন অনুমিতি আছে কি/না;
৬) কত বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে;
৭) সম্প্রতি অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন একটি আইন হওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো অর্পিত সম্পত্তির তালিকার ফটোকপি;
৮) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা পাঠানোর আগে যে নথিপত্রের ভিত্তিতে ঐ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সে সব নথিপত্র দেখতে চেয়ে এবং প্রয়োজনে ঐ সব নথিপত্রের ফটোকপি করতে চান।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২০/০৩/২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করার পর কোন তথ্য পাননি পরবর্তীতে তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ জনাব আবু জাফর রাশেদ সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, সাভার, ঢাকা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি এবং বিষয়টি অভিযোগকারীকে পত্র দিয়ে জানানো হয়েছে। অভিযোগকারীর আবেদনে বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট না হওয়ার কারণে সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আবেদনের বিষয়টি বর্তমানে স্পষ্ট হওয়ায় এবং তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় তিনি অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করবেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদির আংশিক তথ্য পেয়েছেন। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় প্রতিপক্ষ পূর্বে সব তথ্য প্রদান করতে পারেননি কিন্তু বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় এবং আবেদনের উল্লেখিত বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ায়

অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদানের বিষয়টি কমিশনকে নিশ্চিত করেছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

<u>সিদ্ধান্ত</u>

প্রতিপক্ষকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
সাভার উত্তরপাড়া
(সাভার নামাবাজার খালেক মার্কেট
সংলগ্ন মনিরের বাসা)
পোঃ ও উপজেলাঃ সাভার
জেলাঃ ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়
ধামরাই, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৬/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে আবেদন করেন-

১) নাম ও ঠিকানাসহ ধামরাই উপজেলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইটভাটার তালিকা ও
২) নাম ও ঠিকানাসহ ধামরাই উপজেলার লাইসেন্সবিহীন ইটভাটার তালিকা।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২০/০৩/২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে আবেদন করার পর তিনি তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রতিপক্ষ মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আবেদনকারীর যাচিত তথ্যাদি তাঁর দপ্তরে না থাকায় উক্ত সময় সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয় হতে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ০৩/০৫/২০১২ তারিখের উনিঅ/ধাম/২৭৭ স্মারকমূলে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করে কমিশনকে অনুলিপি দিয়ে অবহিত করেছেন এবং অভিযোগকারী যে তা পেয়েছেন তার রিসিভ কপি সংযুক্ত করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারী বরাবর তাঁর যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন মর্মে জানান ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ করেছেন এবং অভিযোগকারী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু, তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের পর সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি ও সরকারী কোষাগারে জমা দানের প্রমাণাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
সাভার উত্তরপাড়া
(সাভার নামাবাজার খালেক মার্কেট
সংলগ্ন মনিরের বাসা)
পোঃ ও উপজেলাঃ সাভার
জেলাঃ ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ সহিদুজ্জামান
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সহকারী কমিশনার ভূমি এর কার্যালয়
ধামরাই, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ধামরাই উপজেলার মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ কত (একরে);
২) মৌজা ভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা;
৩) যেসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে ঐ সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম ও ঠিকানাসহ বন্দোবস্ত দেয়া জমির পরিমাণ ;
৪) কি কারণে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার বর্ণনা;
৫) বন্দোবস্ত প্রাপ্তদের ঘর বা ভবন নির্মাণ করার অনুমতিসহ জমির আকার পরিবর্তনের কোন অনুমিতি আছে কি/না;
৬) কত বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে;
৭) সম্প্রতি অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন একটি আইন হওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো অর্পিত সম্পত্তির তালিকার ফটোকপি
৮) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা পাঠানোর আগে যে নথিপত্রের ভিত্তিতে ঐ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সে সব নথিপত্র দেখতে চেয়ে এবং প্রয়োজনে ঐ সব নথিপত্রের ফটোকপি করতে চান।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২০/০৩/২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব/তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আবেদন করার পর কোন তথ্য পাননি পরবর্তীতে তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ মোঃ সহিদুজ্জামান সহকারী কমিশনার (ভূমি), সহকারী কমিশনার ভূমি এর কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় সব তথ্য দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং বিষয়টি অভিযোগকারীকে গত ১৪/০৪/২০১২ তারিখে তথ্য প্রদান করে তার অনুলিপি দিয়ে কমিশন কে অবগত করেছেন। অভিযোগকারীর আবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য না চাওয়ার কারণে সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। আবেদনের বিষয়টি বর্তমানে স্পষ্ট হওয়ায় তিনি অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করবেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদির আংশিক তথ্য পেয়েছেন। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ প্রক্রিয়াধীন থাকায় প্রতিপক্ষ পূর্বে সব তথ্য প্রদান করতে পারেননি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং আবেদনের উল্লেখিত বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ায় অভিযোগকারীকে তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করবেন বলে জানালে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

প্রতিপক্ষকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন
বি-৫ (৫ম তলা), আরশীনগর,
দরগা রোড বাইলেন, সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সড়ক ও জনপথ (সওজ),
সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ (সওজ), সিরাজগঞ্জ বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) গত ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে অদ্যবধি সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলায় সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণ ও মেরামতের জন্য কত টাকা বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে, কোন কাজ কবে থেকে শুরু করা হয় এবং কবে নাগাদ শেষ করা হয়। অসমাপ্ত কাজের অবস্থা ও অগ্রগতি কি;
২) ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তির নাম ও ঠিকানা;
৩) কত টাকা বিল উত্তোলন বা কত টাকা এখনও তোলা হয়নি;
৪) নির্মাণ ও মেরামত কাজের সমাপ্তি প্রতিবেদনের কপি।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৮/০৩/২০১২ তারিখে এম নূর-ই-আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ, সিরাজগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন করেন।

আপীল আবেদন করার পর আপীল কর্তৃপক্ষ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সওজ, সিরাজগঞ্জ প্রাক্কলন শাখার সঙ্গে যোগাযোগপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করে উক্ত কর্মকর্তাকে অনুলিপি প্রদান করেন। কিন্তু অভিযোগকারী পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ নাই মর্মে জানান। তথ্য না পেয়ে তিনি গত ০২/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করার পর কোন তথ্য পাননি। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ (সওজ), সিরাজগঞ্জ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন অভিযোগকারীর আবেদনের সময় তিনি দায়িত্বরত ছিলেন না এবং আপীল কর্তৃপক্ষ তাকে কোন নির্দেশনা প্রদান করেন নাই। সমন পাবার পরে পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং তিনি পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করবেন বলে কমিশনকে নিশ্চিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি প্রাপ্ত হননি। প্রতিপক্ষ পূর্বে দায়িত্বরত ছিলেন না বিধায় তথ্য প্রদান সম্ভব হয়নি কিন্তু সমন পাবার পরে পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং তিনি পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করবেন বলে কমিশনকে নিশ্চিত করলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

আপীল কর্তৃপক্ষকে তাঁর দায়িত্ব অবহেলার জন্য তিরষ্কারসহ সতর্ক করা হলো। অভিযোগকারীকে ২১/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন
বি-৫ (৫ম তলা), আরশীনগর,
দরগা রোড বাইলেন,
সিরাজগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাত
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প
পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো),
বিআরই বিভাগ, সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৮-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), বিআরই বিভাগ, সিরাজগঞ্জ বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ অংশের পাইলট ড্রেজিং করা হয়েছে, তা কোন নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে করা হয়েছিল এবং কখন, কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, ড্রেজিং কাজ তদারকির দায়িত্ব কার ছিল, তাদের সকলের যোগাযোগের ঠিকানা চেয়ে;
২) ড্রেজিং এর জন্য কত টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল;
৩) ড্রেজিং কার্য সম্পাদন পূর্ব ও পরবর্তী পূর্ণ প্রতিবেদনের কপি;
৪) এই ড্রেজিং এর সাথে শহররক্ষা বাঁধ, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু ও তার গাইড বাঁধ সংরক্ষণের সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে কি/না সে তথ্যের কপি।
৫) নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধসহ যে সকল বাঁধ বসতভিটা ও আবাদী জমি বিলীন হয়ে গেছে তার পরিমাণ ও আর্থিক বিবরণী;
৬) ড্রেজিং বাবদ ব্যয় ও উত্তোলনকৃত বিল, বকেয়া বিল সম্পর্কে বিস্তারিত ফাইল দেখে ফটোকপি পেতে চান।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৮/০৩/২০১২ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), বিআরই বিভাগ, সিরাজগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করার পর কোন তথ্য পাননি। প্রতিপক্ষ জনাব মুহাম্মদ আনোয়ার সাদাত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), বিআরই বিভাগ, সিরাজগঞ্জ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত আছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় তিনি তথ্য কমিশনের শুনানীতে উপস্থিত হয়েছেন। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন বলে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি প্রাপ্ত হননি। প্রতিপক্ষ বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় তিনি তথ্য কমিশনের শুনানীতে উপস্তিত হয়েছেন। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করবেন বলে তথ্য কমিশনকে অবহিত করলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

প্রতিপক্ষকে অভিযোগকারী বরাবর ২৫/০৭/২০১২ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান পূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব এস, এম, হুমায়ূন কবীর
পিতাঃ এস, এম, আব্দুস সাত্তার
১৯৫, নবীনবাগ, টি, বি ক্লিনিক রোড,
পোঃ গোপালগঞ্জ,
জেলাঃ গোপালগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। ডাঃ মুহম্মদ আছাদউজ্জামান
সিভিল সার্জন-কাম-তত্ত্বাবধায়ক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল
গোপালগঞ্জ ।

২। ডাঃ সুবাস কুমার সাহা
পরিচালক (স্বাস্থ্য)
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ, ঢাকা বিভাগ,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৯-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ২৯-০১-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ডাঃ মুহম্মদ আছাদউজ্জামান, সিভিল সার্জন-কাম-তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন এর কার্যালয়, গোপালগঞ্জ বরাবরে নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) **২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক জেনারেল হাসপাতালে কি কি মেশিনপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে;**
২) **ক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কী ছিল ও সিদ্ধান্তের কপি;**
৩) **মেশিন ও যন্ত্রপাতির প্রতিটির জন্য কত টাকা বরাদ্দ ছিল ও ক্রয়মূল্য কত;**
৪) **ক্রয়কৃত মেশিন ও যন্ত্রপাতির তালিকা।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৫-০৩-২০১২ তারিখে বিভাগীয় পরিচালক-স্বাস্থ্য, ঢাকা বিভাগ, মতিঝিল, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ০৮-০৫-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির ছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় এবং সমনের কপি ফেরত না আসায় ১৮-০৯-২০১২ তারিখ পুনরায় শুনানীর তারিখ ধার্য করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে তথ্য না পেয়ে, আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, অভিযোগকারী যখন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন তখন তিনি ঐ কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন না। পরবর্তীতে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি অবগত হয়ে তথ্য প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবর পত্র প্রদান করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য তিনি নিজে প্রদান করতে পারবেন এক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশনা প্রয়োজন নেই সে বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না।

(পঃ পৃঃ দ্রঃ)

বর্তমানে তাঁর কার্যালয়ে যাচিত তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করবেন মর্মে জানান। আপীল কর্তৃপক্ষ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর নিকট আপীল আবেদন করা হলে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যর্থতার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আপীল কর্তৃপক্ষ তাঁর ভুল স্বীকার করেন।

পর্যালোচনা।

উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

ডাঃ মুহম্মদ আছাদউজ্জামান, সিভিল সার্জন-কাম-তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আগামী ২৫-০৯-২০১২ তারিখের মধ্যে যাচিত তথ্যাদি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার জন্য বলা হলো। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের এবং সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষণ কুমার রায়
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান
উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়,
ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ৩০/১১/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও থানা কমান্ডেন্ট, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১৭/০৭/২০১২ তারিখে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষণ কুমার রায়
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নিয়াজ আহম্মেদ
ফার্ম ম্যানেজার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
বাংলাদেশ রেশম বোর্ড,
ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ০৪/০৮/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১৬/০৭/২০১২ তারিখে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষণ কুমার রায়
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আকরাম হোসেন
উপজেলা সমবায় অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
ঈশ্বরদী উপজেলা,
ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৯/০৭/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে উপজেলা সমবায় অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী উপজেলা, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ গরহাজির। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ তাঁর লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়টি অবহিত হয়ে ১২/০৭/২০১২ তারিখে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং উভয়পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন বলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভবিষ্যতে কমিশনের সমন পাবার পর যেন গরহাজির না থাকেন সে ব্যাপারে সতর্ক করে কমিশনের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র প্রদান করার নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষণ কুমার রায়
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মহির উদ্দীন
উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
উপজেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তর,
ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ০৪/০৮/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণীসম্পদ দপ্তর, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১৭/০৭/২০১২ তারিখে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষণ কুমার রায়
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম বিশ্বাস
সহকারী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঈশ্বরদী ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

সিদ্ধান্তপত্র।
(তারিখ ঃ ১৮-০৯-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ১৪/০৬/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবরে নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৬-০১-২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩-০৫-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯-০৭-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় এবং সমনের কপি ফেরত না আসায় ১৮-০৯-২০১২ তারিখ পুনরায় শুনানীর তারিখ ধার্য করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন এবং তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি কমিশনকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। প্রতিপক্ষ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী যখন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন তখন তিনি ঐ কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন না। সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়ে অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী তাঁর প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ দাখিল করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, প্রতিপক্ষ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষণ কুমার রায়
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
ঈশ্বরদী উপজেলা, ঈশ্বরদী,
পাবনা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৯/০৭/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে উপজেলা মৎস্য অফিসার/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী উপজেলা, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১৭/০৭/২০১২ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন বলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব লক্ষণ কুমার রায়
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রতিপক্ষ ঃ সহকারী পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল
ডিফেন্স, ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৫/০৪/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে সহকারী পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ গরহাজির। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। প্রতিপক্ষ ডাকযোগে প্রেরিত তাঁর লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কার্যালয় হতে পূর্বে মৌখিকভাবে তথ্য দেওয়া হলেও লিখিতভাবে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি।তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়টি অবহিত হয়ে ১২/০৭/২০১২ তারিখে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং উভয়পক্ষের দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভবিষ্যতে কমিশনের সমন পাবার পর যেন গরহাজির না থাকেন সে ব্যাপারে সতর্ক করে কমিশনের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র প্রদান করার নির্দেশনা দেয়া হলো। যেহেতু, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব ধীরেন বাঁশফোর
রেলগেট হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আব্দুল মতিন
উপজেলা পোষ্টমাস্টার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঈশ্বরদী পোষ্ট অফিস,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

সিদ্ধান্তপত্র।
(তারিখ ঃ ১৮-০৯-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ২৩-০৫-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, উপজেলা পোষ্টমাস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী পোষ্ট অফিস, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৬-০১-২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩-০৫-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৭-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির ছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ গরহাজির থাকায় এবং সমনের কপি ফেরত না আসায় ১৮-০৯-২০১২ তারিখ পুনরায় শুনানীর তারিখ ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর যাচিত তথ্য ইতোমধ্যে পেয়েছেন এবং তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি কমিশনকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। প্রতিপক্ষ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাবার পর মৌখিকভাবে অভিযোগকারীকে তাঁর তথ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু লিখিতভাবে প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীতে সমন পাবার পর বিষয়টি সঠিকভাবে অবগত হয়ে, তিনি অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য লিখিতভাবে সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী তাঁর প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ দাখিল করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, প্রতিপক্ষ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৪২/২০১২

অভিযোগকারীঃ জনাব শ্রী দিপক কুমার
দরিনারিচা হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা

প্রতিপক্ষঃ জনাব কেএইচএম রাইসুল হক
স্টোরেজ এন্ড মুভমেন্ট অফিসার
ঈশ্বরদী খাদ্য গুদাম

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৩/০৫/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে অফিস প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী খাদ্য অধিদপ্তর কার্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। তবে কমিশনের সমন জারির পর তিনি তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন প্রাপ্ত হননি। তবে কমিশনের সমন পাবার পর অভিযোগের বিষয়ে অবগত হয়ে ১২/০৭/২০১২ তারিখে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারীও তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন ফলে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদান করেছেন যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর সম্পূর্ণ তথ্য বুঝে পেয়েছেন সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব বিজয় বাঁশফোর
রেলগেট হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম
সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঈশ্বরদী পৌরসভা,
ঈশ্বরদী, পাবনা।

২। **মেয়র**
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ
ঈশ্বরদী পৌরসভা, ঈশ্বরদী, পাবনা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৯-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ২৩-০৫-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী পৌরসভা, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবরে নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঈশ্বরদী পৌর এলাকা ০৮ নং ওয়ার্ডে ভিজিডি কার্ড বরাদ্দের সংখ্যা কত ?
২) ২০১০ সালে ০৮ নং ওয়ার্ডে ভিজিডি কার্ড প্রাপ্ত ব্যাক্তিদের নামের তালিকা।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬-০১-২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩-০৫-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৭-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির ছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিষয়ে জবাব দাখিল ও শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত আইনজীবি প্রেরণ করে গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় ১৮-০৯-২০১২ তারিখ পুনরায় শুনানীর তারিখ ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে ও প্রতিপক্ষ গরহাজির থেকে মনোনীত আইনজীবির মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে, তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের আইনজীবি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদনে উল্লেখিত যাচিত তথ্যসমূহের মধ্যে কোন মিল না থাকায় অভিযোগকারীকে যথাসময়ে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে অভিযোকারী কোন তথ্য পেতে চান কমিশন কর্তৃক সে প্রশ্নের জবাবে তিনি ‘ক’ ফরমের তথ্য পেতে চান মর্মে উল্লেখ করলে প্রতিপক্ষের আইনজীবি ‘ক’ ফরম এ উল্লেখিত যাচিত তথ্যাদি তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এবং অভিযোগকারীকে প্রদান করবেন মর্মে কমিশনকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(পঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ২৫-০৯-২০১২ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবেন। অধিকন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবারহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের এবং সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো। যথাসময়ে তথ্য প্রদানে অবহেলা করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা কে তিরস্কার এবং আপীল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব সোহাগ বাশফোর
রেলগেট হরিজন কলোনী,
ঈশ্বরদী, পাবনা

প্রতিপক্ষ ঃ প্রধান শিক্ষিকা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঈশ্বরদী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,
ঈশ্বরদী, পাবনা

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ২৪/০৫/২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে প্রধান শিক্ষিকা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন স্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?
২) ঝাড়ুদার/সুইপার/ক্লিনার পদে কতজন অস্থায়ীভাবে চাকুরি করে তাদের নামের তালিকা ও বেতন কত ?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২৬/০১/২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ২৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ গরহাজির। তবে প্রতিপক্ষের নিকট হতে তথ্য কমিশনের সার্ভিস রিটার্ন ফেরত পাওয়া যায়নি। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেও তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন ও তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের স্বাক্ষরের সঙ্গে শুনানীর হাজিরার স্বাক্ষরের মধ্যে অমিল রয়েছে। আবার অভিযোগকারী কার বরাবর আপীল আবেদন করেছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে শুনানীকালে অভিযোগকারী কার বরাবর আপীল আবেদন করেছেন কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকটই আপীল আবেদন করেছেন। তাই তথ্য কমিশন এ অভিযোটি অগ্রহণযোগ্য বলে নিষ্পত্তি করার পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের স্বাক্ষরের সঙ্গে শুনানীর হাজিরার স্বাক্ষরের মধ্যে অমিল রয়েছে যেহেতু, যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল করা হয়নি সেহেতু, অভিযোগকারীকে পরবর্তীতে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অভিযোগ করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব ফায়ীজ ইয়ামীন (নাবালক)
পক্ষে-পিতা-সৈয়দ আহ্‌ম্মেদ,
বাড়ী নং-৩৫ (ফ্লাট-৫/এ), সড়ক # ৬,
সেক্টর# ১৪, উত্তরা মডেল টাউন,
ঢাকা-১২৩০।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক),
রাজউক ভবন, ঢাকা-১২৩০

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৭-২০১২ ইং

অভিযোগকারী গত ১৯/০৩/২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক ভবন, ঢাকা-১২৩০ বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

(ক) ইতোপূর্বে অনুমোদিত মূল নথি নাম্বার ১৫/২০০৮ (ভূমি শাখা) তাং-২৯/০৫/২০০৮ এর আলোকে সৃষ্ট বিবিধ নথি নাম্বার ৮/২০০৮ (আইন শাখা) তাং-১৬/০৬/২০০৮ ইং এর সিদ্ধান্ত ক্রমে মোকাদ্দমার বাদী রাজউকের দায়েরকৃত মিস কেইস নাম্বার ৯১৬/২০০৮ বিগত ২৭/১০/২০১০ ইং তারিখে মাননীয় আদালত কর্তৃক খারিজকৃত সত্যায়িত কপি উক্ত নথিতে সংরক্ষিত কিনা এবং নথির মূল মন্ত্র, আলামত, অস্তিত্ব ইত্যাদি বিনষ্ট/ক্ষুন্ন করা হয়েছে কিনা?

(খ) উপরোক্ত নথিদ্বয়ের ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট এবং বিধি মতে অনুমোদিত সাবেক/স্থগিত নথি নাম্বার ২২০/২০০৮ (নগর পরিকল্পনা শাখা) তাং ০৫/০৩/২০০৮ বাস্তবায়নে একমাত্র প্রতিবন্ধকতা মিস কেইস-৯১৬/২০০৮, উক্ত মিস কেইস খারিজের মধ্যে দিয়ে আবেদিত ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ছাড় করণে আইনগত বাধ্য বাধকতা থাকলেও অদ্যাবধি ছাড় না করার বৈধ/অবৈধ অদৃশ্যমান কারণ আছে কিনা

(গ) ইতোপূর্বে সম্মানিত তথ্য কর্মকর্তা জনাব আনোয়ারুল ইসলাম শিকদার সাহেবের বরাবরারে বিগত ১০/১০/২০১০ তারিখে অনুরুপ তথ্য চাহিয়া আবেদনের আলোকে উপরোক্ত নথিগুলি পর্যালোচনাপূর্বক শুনানী শেষে আবেদনের অনুকূলে যথাযথ নির্দেশ দেয়া শর্তেও চাহিত তথ্য ও প্রতিকার যথাঃ ড্যাপ নকশা সংশোধন, ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান অদ্যাবধি সরবারহ না করার বিধি সম্মত/ বিধি বর্হিভূত উৎকৃষ্ট কারণগুলো কি কি ?

(ঘ) চাহিত তথ্য ১, ২, ৩ বর্ণিত সারমর্ম ও প্রাসঙ্গিক চালচিত্র মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবরা লিখিত অভিযোগের সঙ্গে সংস্পৃক্ত সম্মানিত কর্তা ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিগত ২১/০৬/২০১১ তারিখে শুনানী গ্রহণকরতঃ জনাব চেয়ারম্যান আবেদিত ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র সহস্থে সম্মানের সহিত আমাকে বুঝিয়া দিবেন এমন অঙ্গিকার করলেও অবশেষে কার্যে সম্পৃক্ত ও অধিস্থদের সঙ্গে অনৈতিক লেনদেনের পরামর্শ প্রদান করার আইগত ভিত্তি অথবা ব্যাখ্যা লিখিত তথ্য আকারে প্রয়োজন।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ২২/০৫/২০১২ তারিখে সচিব, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩/০৫/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৫-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯/০৭/২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ গরহাজির। অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে উল্লেখিত বক্তব্যই উপস্থাপন করেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর ক্রয়কৃত জমির উপর রাজউক এর নিষেধাজ্ঞার মামলা আদালত কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে। উক্ত মামলার রায়ের ভিত্তিতে রাজউক আপীল করেছে কিনা সে সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগকারী কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারে নাই। বিষয়টি যেহেতু দেওয়ানী আদালতে এখতিয়ারাধীন সেহেতু, উক্ত আদালত কর্তৃক বিষয়টি নিষ্পত্তিযোগ্য প্রতিয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু, অভিযোগকারী রাজউক এর বিপক্ষে ঘোষণাকৃত রায়ের সিদ্ধান্তে কোন আপীল করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে পারেনি যেহেতু, বিষয়টি দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারাধীন, এ বিষয়ে কমিশনের করনীয় কিছু নেই সেহেতু, অভিযোগটি খারিজ করে নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ জমির)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মোস্তফা কারী
পিতাঃ মৃত মন্তাজ মিয়া
গ্রামঃ দক্ষিণ বাগ্যা, ডাকঘরঃ চর জব্বর,
উপজেলাঃ সুবর্ণচর, জেলাঃ নোয়াখালী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ কামরুল আহসান তালুকদার
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা ভূমি অফিস,
সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৮-০৯-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মোস্তফা কারী, গ্রামঃ দক্ষিণ বাগ্যা, ডাকঘরঃ চর জব্বর, উপজেলাঃ সুবর্ণচর, জেলাঃ নোয়াখালী গত ২০-০২-২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ কামরুল আহসান তালুকদার, সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, সুবর্ণচর, নোয়াখালী বরাবর নিম্নলিখিত তথ্যের জন্য আবেদন করেনঃ

১) **৫ নং চর জুবলি ইউনিয়নের চরবাগ্যা, চর মহিউদ্দিন মৌজার ভূমিহীন বাছাইয়ের চূড়ান্ত তালিকা ও**
২) **ভূমি বন্দোবস্ত কমিটির সভার রেজুলেশন এর কপি ২০০০-২০১১ ইং সন পর্যন্ত**।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে তিনি গত ২৫-০৪-২০১২ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী এর নিকট আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ০৬-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ৩০-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ৫ নং চর জুবলি ইউনিয়নের চরবাগ্যা, চর মহিউদ্দিন মৌজার ভূমিহীন বাছাইয়ের চূড়ান্ত তালিকা ও ভূমি বন্দোবস্ত কমিটির ২০০০-২০১১ ইং সন পর্যন্ত সভার রেজুলেশন এর কপি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু চাহিত তথ্য তাকে নির্ধারিত সময়ে প্রদান করা হয়নি। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ কামরুল আহসান তালুকদার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি অফিস, সুবর্ণচর, নোয়াখালী বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর নিকট সম্পূর্ণ তথ্য না থাকায় জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী বরাবর পত্র প্রদানপূর্বক তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়া অভিযোগকারীকে ০৮-০৮-২০১২ তারিখের পত্র মারফত তথ্যের মূল্য এবং তথ্য সরবরাহে কত সময় প্রয়োজন তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকায় অভিযোগকারীকে যথা সময়ে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ, অভিযোগকারীকে ০৮/০৮/২০১২ তারিখের পত্র প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার অনুরোধ করেন এবং তথ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় সময় উল্লেখ করেছেন। প্রতিপক্ষ তৃতীয় পক্ষ হতে অবশিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(পঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুল আহসান তালুকদার কে আগামী ০১-১০-২০১২ তারিখের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য বলা হলো। তৃতীয় পক্ষ হতে অবশিষ্ট তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনকে অবগত করার নির্দেশনা দেয়া হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ বেগম সৈয়দা শারফুন্নেছা
মল্লিকা-১, ইস্কাটন গার্ডেন সরকারী
অফিসার্স কোয়ার্টার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড,
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ফকরুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়-৪,
নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০২-০২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়-৪, নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন-

*** ইসি-১৪০০ (ঢাকা) এমদাদ আলী ওয়াক্ফ এস্টেটের সাথে একীভূত সৈয়দা শরফুন্নেছা গং এর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির নামের তালিকা এবং নিম্নোক্ত তথ্য ঃ**

১) বৈধ ভাড়াটিয়াদের নিকট থেকে প্রতিমাসে যে ভাড়া উত্তোলন করা হয় নমুনা স্বরূপ সেই ভাড়ার রশিদের কপি বা সত্যায়িত ফটোকপি;
২) ইসি-১৪০০-এমদাদ আলী ওয়াক্ফ এষ্টেটে মোট কতটি ভাড়াটিয়া আছে? তাদের ঠিকানাসহ নামের তালিকা;
৩) বর্তমান এবং পূর্বের ভাড়ার রশিদ ছাপানোর পূর্বে কি ওয়াক্ফ প্রশাসক কার্যালয়ের অনুমতি নেয়া হয়েছিল? নেয়া হলে আদেশের অনুলিপি;
৪) ভাড়ার রশিদ ছাপানোর পূর্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের অনুমতি নেয়া হয়েছে?
৫) ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের অংশের ভাড়া কি নিয়মিত পরিশোধ করা হয়, হলে প্রতি মাসে কত টাকা করে পরিশোধ করা হচ্ছে?
৬) গত ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি বছরের অডিট হয় কিনা-হলে তার কপি;
৭) ব্যক্তিগত সম্পত্তি সহ ওয়াক্ফ সম্পত্তির যৌথ অডিট হয় কি না? হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকরা কি এই অডিটের সাথে সম্পৃক্ত?
৮) মোট সম্পত্তির মধ্যে ইসি-১৪০০(ঢাকা) এমদাদ আলী ওয়াক্ফ এস্টেটের রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলে উল্লিখিত সম্পত্তির অংশ কত? বাকী অংশের মালিকদের নাম ও ঠিকানা কি?
৯) ওয়াক্ফ এষ্টেট নিয়ে বিজ্ঞ জেলা জজ কোর্টে মিস আপীল নং-১০/৯৩ এবং মিস আপীল নং-৪৩/৯৩ কাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল? এই মামলা গুলিতে ওয়াক্ফ প্রশাসক কার্যালয়ের ভূমিকা কি ছিল? এই মামলা দু'টির রায় ও আদেশ কি হয়েছিল?
১০) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নং-৩৫৬৩/২০০৮ এর মামলায় ওয়াক্ফ প্রশাসক কোন পক্ষ ছিল? ওয়াক্ফ প্রশাসক কি মহামান্য হাইকোর্টে প্রতিযোগিতা করেছিল? মামলার রায় ও আদেশ কি হয়েছিল?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ১৬-০৪-২০১২ তারিখে, আপীল কর্মকর্তা ওয়াক্ফ প্রশাসক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১০-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

অভিযোগটি কমিশনের ৩০-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ গরহাজির থাকায় এবং সার্ভিস রিটার্ন ফেরত না আসায় ২১-১০-২০১২ তারিখ পুনরায় শুনানীর জন্য দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারীর পক্ষে তার স্বামী হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২০১২ সালের হজ্জ ব্যবস্থাপনা কাজে হজ্জ প্রশাসনিক দলের সদস্য হিসাবে সৌদি আরবে অবস্থান করার কারণে গরহাজির থাকায় ২৬-১১-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও তার নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি এবং প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তাকে আংশিক তথ্য প্রদান করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ ফকরুল কবির তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পূর্নাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে না পারায় তার কাছে যে তথ্য ছিল তা তিনি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। অবশিষ্ট তথ্য মোতাওয়াল্লির নিকট থেকে সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করবেন বলে তিনি জানান।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফকরুল কবির অবশিষ্ট তথ্য মোতাওয়াল্লির নিকট হতে সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ০৫-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।
২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।
৩। উভয়পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ ফারুক)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ঃ ৪৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব ছেরাজুল হক (খোকন)
গ্রামঃ দক্ষিণ বাগ্যা,
ডাকঘরঃ চর জব্বর,
উপজেলাঃ সূবর্ণচর,
জেলাঃ নোয়াখালী ।

প্রতিপক্ষ ঃ ০১। রৌশন আরা বেগম
উপজেলা নির্বাচন অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

০২। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
জেলা নির্বাচন অফিসার
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ, নোয়াখালী।

সিদ্ধান্তপত্র।
(তারিখ ঃ ২১-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ২০-০২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলার নির্বাচন অফিসার বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **৫ নং চর জুবলী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের (চর বাগ্যা, চর মহিউদ্দিন, চর জিয়াউদ্দিন) ভোটার তালিকা।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ১১-০৪-২০১২ তারিখে নোয়াখালী জেলার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১০-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ৩০-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগটি আমলে নিয়ে অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৮-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য করে সমন জারী করা হয়।

শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ গড়হাজির থাকায় পরবর্তীতে ২১-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে পুনরায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষগণ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তাঁর দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ৫ নং চর জুবলী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের (চর বাগ্যা, চর মহিউদ্দিন, চর জিয়াউদ্দিন) ভোটার তালিকা জানতে চেয়ে আবেদন করলে চাহিত তথ্য তাকে প্রদান করা হয়নি। কিন্তু সমন জারীর পর জেলা নির্বাচন অফিসার ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রদানের নিয়ম নেই উল্লেখপূর্বক তাকে পত্র প্রেরণ করেন। নোয়াখালী জেলার সূবর্ণচর উপজেলার নির্বাচন অফিসার রৌশন আরা বেগম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি নোয়াখালী সদর উপজেলায় উপজেলা নির্বাচন অফিসার হিসেবে কর্মরত এবং সূর্বণচর উপজেলায় অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। অভিযোগকারী যখন তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন, সেই সময়ে তিনি সূবর্ণচর উপজেলায় দায়িত্বরত ছিলেন না।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

আপীল কর্তৃপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী জেলা প্রশাসক বরাবর আপীল আবেদন করেছেন। তার বরাবর কোন আপীল আবেদন করা হয়নি। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নিকট হতে আপীল আবেদনের কপি পাবার পর ভোটার তালিকা অধ্যাদেশের ধারা ৫(২) অনুযায়ী ছবিসহ ভোটার তালিকা ফটোকপি করে সরবরাহের কোন বিধান নাই মর্মে জবাব প্রদান করা হয়েছে। তবে ছবি ছাড়া ভোটার তালিকা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল্য প্রদানপূর্বক সরবরাহ করা যেতে পারে বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ভোটার তালিকা অধ্যাদেশের ধারা ৫(২) অনুযায়ী ছবিসহ ভোটার তালিকা ফটোকপি করে সরবরাহের কোন বিধান না থাকায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তবে ছবি ছাড়া ভোটার তালিকা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা নিষেধ নেই। মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ছবিছাড়া ভোটর তালিকা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি যোগ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩১-১০-২০১২ তারিখ বা তার পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬। উভয়পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ বেগম রাশিদা ইসলাম
স্বত্ত্বাধীকারী,
এম/এস. এম কে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস,
৭৮, মতিঝিল সি/এ,(৯ তলা),
ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম
পরিচালক (ট্রাফিক)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন,
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী বেগম রাশিদা ইসলাম, স্বত্ত্বাধীকারী, এম/এস. এম কে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ৭৮, মতিঝিল সি/এ,(৯তলা), ঢাকা-১০০০ গত ১৬-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে পরিচালক (ট্রাফিক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ৪৭/৪৮ নং দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনটি বর্তমানে লিজ প্রদানের জন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেছিল?
২) অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বত্ত্বাধীকারীর নাম, মোবাইল নম্বর এবং ঠিকানা।
৩) ৪৭/৪৮ নং দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনটি দরপত্র আহবানের জন্য মতামত প্রদানকারী ল'অফিসার ও ল'ইয়ার এর দেয়া মতামতের সত্যায়িত ফটোকপি;
৪) দরপত্র আহবানের ফটোকপি;
৫) কোন পতিষ্ঠানকে দৈনিক কত টাকায় লীজ প্রদান করা হয়েছে;
৬) চুক্তিপত্রের ফটোকপি;
৭) মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তের সত্যায়িত ফটোকপি;
৮) ৪৭/৪৮ নং দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনটি দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে ভূল বিজ্ঞাপন প্রচার করায়, রেল ভবন হতে টেন্ডার আহবানকারীর কাছে চাহিত ব্যাখ্যার জবাবের সত্যায়িত ফটোকপি;
৯) কত তারিখ চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে?
১০) কত তারিখ চুক্তিপত্র কার্যকর করা হয়েছে?

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে গত ১৪/০৫/২০১২ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২১-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ৩০-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী পরিচালক (ট্রাফিক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন, ঢাকা বরাবর তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেছেন। কিন্তু যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য প্রাপ্ত হননি। প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে যে সকল তথ্য ছিল সে সব তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে সম্পূর্ন তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

(পঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত সম্পূর্ন তথ্য প্রাপ্ত হননি। প্রতিপক্ষ সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯ ধারার বিধান অনুসারে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য ২৫-০৯-২০১২ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার এবং তথ্য না থেকে থাকলে তথ্য অধিকার আইন ৯(৩) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম কে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ চৌধুরী মুহাম্মদ ইসহাক
এমডি, এলিট ল্যাম্পস্ লিঃ,
১৯/৩, পল্লবী, মিরপুর,
ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষঃ জনাব হেলালউদ্দিন আহমেদ
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়,
৩৫-৪৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র
(শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০১২ইং)

সোনালী ব্যাংকের প্রভিশন খাত থেকে ঋণ আদায়, বন্ড ও ভর্তুকী খাতে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ রুগ্নশিল্প/প্রকল্পের পরিশোধিত টাকা যাহা ২০১১-২০১২ সালের অর্থ বাজেটে (বাজেট বক্তৃতা-১৯৩) ঘোষিত ১,৫৮৫ (এক হাজার, পাঁচশত পঁচাশি) টি রুগ্নশিল্প/প্রকল্পের মূল ঋণ অবসায়ন, ব্যাংকের দায় পরিশোধ, সুদ মওকুফ, ভর্তুকী বাবদ ২,৫৯০/= (দুই হাজার, পাঁচশত নব্বই) কোটি টাকার বিবরণের বিষয়ে অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য কমিশনে গত ১৪-০২-২০১২ তারিখে সোনালী ব্যাংকের ডিপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব হেলালউদ্দিন আহমেদ (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), শিল্পঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ৩৫-৪৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে ১০/২০১২ নং অভিযোগ দায়ের করা হয়। দায়েরকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন গত ০৩/০৫/২০১২ তারিখে শুনানীঅন্তে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। সিদ্ধান্ত অনুসারে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ তথ্য প্রদান না করায়, অভিযোগকারী ০২/০৭/২০১২ তারিখে এবং পুনরায় ২৪-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ নং ১০/২০১২ এর ০৩/০৫/২০১২ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপীল আবেদনের ৫(৮) এর বিষয়ে সোনালী ব্যাংক পাবলিক ডকুমেন্ট অডিট রিপোর্ট সরবরাহ না করে এবং কতিপয় মিথ্যা তথ্য ১০/০৭/২০১২ তারিখে সরবরাহ করে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান।

অভিযোগটি কমিশনের ৩০-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ তাঁদের পক্ষের আইনজীবি ওকালাতনামাসহ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারীর পক্ষের আইনজীবি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে অভিযোগ নং ১০/২০১২ এর ০৩/০৫/২০১২ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপীল আবেদনের ৫(৮) এর বিষয়ে আংশিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়নি। অভিযোগকারীকে ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সনের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট এবং থোক বরাদ্দ থেকে (রুগ্নশিল্প) যাদেরকে ঋণ মওকুফ করা হয়েছে তাদের তালিকা সরবরাহ করা হয়নি। প্রতিপক্ষের পক্ষের আইনজীবি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, রুগ্নশিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোপূর্বে জনতা ব্যাংক কর্তৃক তথ্য প্রদানের দৃষ্টান্ত থাকায় অভিযোগকারীর চাহিদা অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত আপীল আবেদনের ৫(৮) অংশটি, রুগ্নশিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোপূর্বে জনতা ব্যাংক কর্তৃক যেরূপভাবে তথ্য প্রদান করা হয়েছিল অনুরূপভাবে তথ্য প্রদান করেছেন। যেহেতু, সোনালী ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে অডিট রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করা আছে এবং অডিট রিপোর্ট পাবলিক ডকুমেন্ট, তা দিতে কোন বাধা নেই। এছাড়া থোক বরাদ্দ বিতরণের তালিকার মধ্যে এলিট ল্যাম্পস এর নাম উল্লেখ নেই।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। প্রতিপক্ষ আপীল আবেদনের ৫(৮) নং ক্রমিকে উল্লিখিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার বিষয়ে মৌখিকভাবে অঙ্গীকার করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলোঃ

(ক) সোনালী ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সনের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট সরবরাহ করবেন।

(খ) থোক বরাদ্দ থেকে (রুগ্নশিল্প) যাদেরকে ঋণ মওকুফ করা হয়েছে (টাকার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক), তাদের তালিকা সরবরাহ করতে বলা হলো।

(গ) নির্দেশনাগুলো ০৪-১০-২০১২ তারিখের মাঝে বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ড. মোঃ আফজাল হোসেন**
পিতা-মরহুম মমিন উদ্দিন হাওলাদার,	উপ-সচিব (প্রশাসন)
গ্রামঃ বলিয়ারকাঠী, পোঃ চাখার,	ও
উপজেলাঃ বানারীপাড়া,	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
জেলাঃ বরিশাল।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, পিতা-মরহুম মমিন উদ্দিন হাওলাদার, গ্রামঃ বলিয়ারকাঠী, পোঃ চাখার, উপজেলাঃ বানারীপাড়া, জেলাঃ বরিশাল গত ১১-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে জাহানারা বেগম, উপ-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেনঃ-

(ক) গত ১৮/১২/৮৯ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত জরুরী নির্দেশপত্র নং-২/বন- ৫৭/৮৮/৮৪৫ এর প্রেক্ষিতে ১৯/১২/৮৯ ইং তারিখে মোঃ আব্দুল হাকিম কর্তৃক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জমা দেওয়া কেস রেকর্ড ও নথিপত্রের উপর কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তার সমুদয় তথ্য/কপি ;

(খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২৪/১২/৮৯ তারিখের ২/বন-৫৭/৮৮/৮৯৫ নং স্মারকের নির্দেশপত্র কেস রেকর্ড জমা নেওয়ার প্রমান্য দলিল;

(গ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রশাসন অধিশাখা ২ কর্তৃক ১৬/৩/১১ তারিখে প্রেরিত নং প,ব,ম/প্রশা২/আপীল আবেদন ১৮৯/২০১১/৩৪৬, ২৬/০৪/১১ তারিখে প্রেরিত পত্র নং পবম/প্রশা২/আপীল আবেদন ১৮৯/৪৯৩ এবং ১৫/০৫/১১ তারিখে প্রেরিত পত্র নং পবম/প্রশা২/আপীল আবেদন ১৮৯/২০১১/৫৫৩ এর প্রেক্ষিতে মোঃ আব্দুল হাকিম কর্তৃক ২৪/০৪/১১, ০৭/০৫/১১, ৩১/৫/১১ এবং ৮/৬/১১ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ৪ টি আপীল আবেদনের উপর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত সকল তথ্য।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ১৭/০৫/২০১২ তারিখে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বরাবর আপীল আবেদন করেন । কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ০৪/০৭/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ৩০-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর তথ্য সরবরাহের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন । প্রতিপক্ষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়েছিল। তিনি এ কার্যালয়ে যোগদানের পর অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরে তথ্য না থাকায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরে যাচিত তথ্য না থাকায় অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিপক্ষ যাচিত তথ্যের সকল উৎস পর্যবেক্ষণ করে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যসমূহ যেহেতু, তাঁর চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সেহেতু, আগামী ২৫/০৯/২০১২ তারিখের মধ্যে প্রতিপক্ষকে যাচিত তথ্যের সকল উৎস পর্যবেক্ষণ করে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং যাচিত তথ্য না থাকলে তা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৫২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
পিতা-মৃত মোঃ বাবর আলী সরদার,
গ্রামঃ সামন্তসেনা, পোঃ আলাইপুর,
থানাঃ রূপসা,
জেলাঃ খুলনা।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। ডাঃ চাঁদ মোহাম্মদ শেখ
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, রূপসা, খুলনা।

২। জনাব এম,এ, জামশেদুর রহমান
যুগ্ম শ্রম পরিচালক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ,
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর,
ও
আপীল কর্তৃপক্ষ,
নূরনগর, বয়রা, খুলনা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মৃত মোঃ বাবর আলী সরদার, গ্রামঃ সামন্তসেনা, পোঃ আলাইপুর, থানাঃ রূপসা, জেলাঃ খুলনা গত ২২-০৯-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ডাঃ চাঁদ মোহাম্মদ শেখ, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, রূপসা (টুটপাড়া মেইন সড়ক, ক্যাপ্টঃ সুলতানের বাসা), খুলনা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, রূপসা, খুলনা হতে ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১০ ইং তারিখ থেকে ৩১ আগষ্ট, ২০১১ ইং সালের মধ্যে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মরত কত জন শ্রমিক স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছে/নিয়েছে তার কারখানা ভিত্তিক পূর্ণ বিবরণ।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ১৬/১০/২০১১ তারিখে জনাব এম,এ, জামশেদুর রহমান, যুগ্ম শ্রম পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, নূরনগর, বয়রা, খুলনা বরাবর আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১২-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ৩০-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি ১৯-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ইতোমধ্যে তথ্য পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করে গরহাজির থাকেন। অপরদিকে, প্রতিপক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাঃ চাঁদ মোহাম্মদ শেখ, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র, রূপসা (টুটপাড়া মেইন সড়ক, ক্যাপ্টঃ সুলতানের বাসা), খুলনা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হবার পর তিনি তাকে ডাকযোগে তথ্য প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তাছাড়াও তাঁকে মোবাইলে ফোন করে পাওয়া যায়নি। আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব এম,এ, জামশেদুর রহমান, যুগ্ম শ্রম পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, নূরনগর, বয়রা, খুলনা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি আপীল আবেদন প্রাপ্ত হবার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেছেন ।

(পঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

প্রতিপক্ষের বক্তব্য এবং অভিযোগকারীর দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারীও তথ্য প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে লিখিতভাবে কমিশনকে অবগত করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, প্রতিপক্ষ যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন, যেহেতু, অভিযোগকারী তাঁর যাচিত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে লিখিত প্রমাণ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব ব্যারিষ্টার এম সারোয়ার হোসেন
পিতা- আব্দুল হাকিম হাওলাদার,
রুম নং-৪২৪ (এনেক্স),
সুপ্রীম কোর্ট, বার ভবন, রমনা, ঢাকা ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আমিনুল হক
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
বানারীপাড়া থানা, পোঃ বানারীপাড়া,
জেলাঃ বরিশাল।

<u>সিদ্ধান্তপত্র</u>

শুনানীর তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০১২ ইং

অভিযোগকারী জনাব ব্যারিষ্টার এম সারোয়ার হোসেন, পিতা- আব্দুল হাকিম হাওলাদার, রুম নং-৪২৪ (এনেক্স), সুপ্রীম কোর্ট বার ভবন, রমনা, ঢাকা গত ১৫-০৩-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বানারীপাড়া থানা, পোঃ বানারীপাড়া, জেলাঃ বরিশাল বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **পিরোজপুর ০১ আসনের বর্তমান সাংসদ সদস্য এ, কে, এম, এ, আউয়াল, পিতা-মৃত একরাম আলী খলিফা, ঠিকানাঃ বাসা/হোল্ডিং নং-৩৮৮, পারেরহাট রোড, ডাকঘর ও জেলাঃ পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে ১৯৭৪/৭৫ সনে বানারীপাড়া থানায় একটি চুরি/ফৌজদারী মামলা হয়েছিল। উক্ত মামলার ফলাফল কি হয়েছিল সে ব্যাপারে তথ্য প্রয়োজন।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ২০/০৫/২০১২ তারিখে বরিশাল জেলার পুলিশ সুপার ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ১১-০৬-২০১২ তারিখে অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রেরিত তথ্যে সন্তষ্ট না হয়ে গত ১৮-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ৩০-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। সেখানে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবগত করেন যে, ১৯৭৪/১৯৭৫ সালে অত্র থানায় যে সকল মামলা রুজু হয়েছে উক্ত মামলাগুলির নথি বিধি মোতাবেক ধ্বংস করা হয়েছে এবং কোন নথিপত্র না থাকায় তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। অভিযোগকারী আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট এ বিষয়ে তথ্য সংরক্ষিত আছে কি/না সে বিষয়ে আরো অনুসন্ধান করে দেখতে পারত। অপরদিকে প্রতিপক্ষ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তাঁর এখতিয়ারাধীন সকল উৎস থেকে যাচিত তথ্য প্রদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারীর আবেদনে কোন মামলা নম্বর, তারিখ এবং বাদীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। যদিও তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে কোন মামলা নম্বর, তারিখ এবং বাদীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তথাপি তিনি বানাড়ীপাড়া থানার সকল নথিপত্র যথা খতিয়ান রেজিষ্টার, এফআইআর রেজিষ্টার, অভিযোগপত্র বহি, চূড়ান্ত রিপোর্ট বহি অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করেন। ১৯৭৪/১৯৭৫ সালের কোন নথিপত্র থানার রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত না থাকায় অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতিপক্ষ জানান।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর আবেদনে কোন মামলা নম্বর, তারিখ এবং বাদীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। **১৯৭৪/১৯৭৫** সালের কোন নথিপত্র বানাড়ীপাড়া থানার রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত নেই বিধায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। তবে বানারীপাড়া থানার **১৯৭৪/৭৫** সালের ক্রিমিনাল হিস্ট্রি শীট ও ভিসিএনবি রেজিষ্টার পরীক্ষাপূর্বক যাচিত তথ্য সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে **১৯৭৪/১৯৭৫** সালের ক্রিমিনাল হিস্ট্রি শীট ও ভিসিএনবি রেজিষ্টার পরীক্ষাপূর্বক এ সংক্রান্ত কোন মামলার তথ্য থাকলে, তা ৩০-০৯-২০১২ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার এবং তথ্য না থেকে থাকলে তথ্য অধিকার আইনের ৯(৩) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ মেটলি চাকমা
পিতা-মৃত কালীরতন চাকমা,
গ্রামঃ উত্তর খবংপড়িয়া, ১ নং ওয়ার্ড,
পোঃ ও থানাঃ খাগড়াছড়ি,
জেলাঃ খাগড়াছড়ি ।

প্রতিপক্ষ ঃ ড. জাহারাবী রিপন
পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র,
আই/১-ব, সেকশন-২, মিরপুর,
ঢাকা-১২১৬।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৯-০৯-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী মেটলি চাকমা, পিতা-মৃত কালীরতন চাকমা, গ্রামঃ উত্তর খবংপড়িয়া, ১ নং ওয়ার্ড, পোঃ ও থানাঃ খাগড়াছড়ি, জেলাঃ খাগড়াছড়ি গত ১৭-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, আই/১-ব, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ এর পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব গোলাম ফারুক খান এর নিকট নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) প্রশিকা কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনার নীতিমালার কপি;

২) প্রশিকার সাবেক কর্মী মেটলী চাকমা কর্মী নং-১২১৫৫ এর প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি এবং মেডিকেল ভাতাখাতে সঞ্চিত অর্থ যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রদান করা হচ্ছে না সেই সিদ্ধান্তের কপি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের নামের তালিকা (পদবীসহ);

৩) উল্লেখিত অর্থ পাবার ব্যাপারে গত অক্টোবর, ২০১১ সালে জিইপি ডাকযোগে প্রেরিত তাঁর আবেদনের বিষয়ে প্রশিকা কর্তৃপক্ষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিনা এবং যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে সেই সিদ্ধান্তের কপি ।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ১২-০৬-২০১২ তারিখে এস এম গুন, পরিচালক, মানব সম্পদ, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, আই/১-ব, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২৩-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ৩০-০৭-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৯-০৯-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ ড. জাহারাবী রিপন, পরিচালক, ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, আই/১-ব, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বে থাকাকালীন অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছিলেন এবং তিনি এ পদে যোগদান করার পর এ সংক্রান্ত কোন নথিপত্রও পাননি। তাই তিনি এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। তবে তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়ে এ সম্পর্কিত তথ্য সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

অভিযোগকারীর যাচিত সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-০৯-২০১২ তারিখের মধ্যে প্রদানপূর্বক এবং তাঁর আর্থিক দাবিদাওয়া নিষ্পত্তি করে, তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. জাহারাবী রিপন কে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব চাইহলাউ মারমা পিতা-আনিশি মারমা গ্রামঃ সিঙ্গিনালা পোঃ + উপজেলাঃ মহালছড়ি, জেলাঃ খাগড়াছড়ি।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আহসানউল্লাহ্** উপজেলা আবাসিক প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২১-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপজেলা আবাসিক প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) **বৈদ্যুতিক বিলের কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার কপি;**
২) **কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাড়ির মিটার না দেখে বৈদ্যুতিক বিল করা হয়, তার সিদ্ধান্তের কপি;**
৩) **বিদ্যুৎ অফিস থেকে দেওয়া মিটারের ন্যায্য মূল্য কত ? এবং বাৎসরিক সরকারীভাবে কয়টি মিটার বরাদ্দ দেয়া হয়, তার পূর্ণ বিবরণসহ তালিকার কপি ।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০৬-২০১২ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের বিতরণ বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২১-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে পারিবারিক অসুবিধার কারণ দেখিয়ে অভিযোগকারী গরহাজির। তিনি শুনানীর তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করার জন্য আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির। অভিযোগকারী সময় প্রার্থনা করায় পুনরায় ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি কমিশন কর্তৃক সমন জারী করা হয়।

০৫। সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় এবং সার্ভিস রিটার্ন না আসায় ৩০-১২-২০১২ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের প্রতি কমিশন কর্তৃক সমন জারী করা হয়। সমনের অনুলিপি সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা; জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খাগড়াছড়ি বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

০৬। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১-এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৭। প্রতিপক্ষ খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপজেলা আবাসিক প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আহসানউল্লাহ্ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সমন

পাওয়ার পরও পর পর দুইবার কমিশনে অনুপস্থিত থাকার কারণ সম্পর্কে কমিশন প্রশ্ন করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত নন। ফলে প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে অভিযোগকারীকে প্রদান করা সম্ভব হয়নি মর্মে কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান এবং কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০১-২০১৩ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৯। দায়িত্বে অবহেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তিরষ্কার করা হলো।

১০। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব প্রদীপ শশী চাকমা
পিতা-সাধন মোহন চাকমা
গ্রামঃ মনাটেকপাড়া,
পোঃ + উপজেলাঃ মহালছড়ি
জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আহসানউল্লাহ্
উপজেলা আবাসিক বিদ্যুৎ প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২১-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপজেলা আবাসিক বিদ্যুৎ প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

৪) **বৈদ্যুতিক বিলের কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার কপি;**
৫) **কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাড়ির মিটার না দেখে বৈদ্যুতিক বিল করা হয়, তার সিদ্ধান্তের কপি;**
৬) **বিদ্যুৎ অফিস থেকে দেওয়া মিটারের ন্যায্য মূল্য কত ? এবং বাৎসরিক সরকারীভাবে কয়টি মিটার বরাদ্দ দেয়া হয় তার পূর্ণ বিবরণসহ তালিকার কপি।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০৬-২০১২ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের বিতরণ বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২১-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে পারিবারিক অসুবিধার কারণ দেখিয়ে অভিযোগকারী গরহাজির। তিনি শুনানীর তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করার জন্য আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির। অভিযোগকারী সময় প্রার্থনা করায় পুনরায় ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি কমিশন কর্তৃক সমন জারী করা হয়।

০৫। সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সমনের সার্ভিস রিটার্ন না আসায় ৩০-১২-২০১২ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের প্রতি কমিশন কর্তৃক সমন জারী করা হয়। সমনের অনুলিপি সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা; জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খাগড়াছড়ি বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

০৬। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১-এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৭। প্রতিপক্ষ খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপজেলা আবাসিক প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আহসানউল্লাহ্ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সমন

পাওয়ার পরও পর পর দুইবার কমিশনে অনুপস্থিত থাকার কারণ সম্পর্কে কমিশন প্রশ্ন করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত নন। ফলে প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে অভিযোগকারীকে প্রদান করা সম্ভব হয়নি মর্মে কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান এবং কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০১-২০১৩ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৩। দায়িত্বে অবহেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তিরষ্কার করা হলো।

১৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব চিংথ্রু মারমা
পিতা-আগজ মারমা,
গ্রামঃ সিঙ্গিনালা,
পোঃ + উপজেলাঃ মহালছড়ি,
জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আহসানউল্লাহ্
উপজেলা আবাসিক বিদ্যুৎ প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২১-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপজেলা আবাসিক বিদ্যুৎ প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

৭) **বৈদ্যুতিক বিলের কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালার কপি;**
৮) **কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাড়ির মিটার না দেখে বৈদ্যুতিক বিল করা হয়, তার সিদ্ধান্তের কপি;**
৯) **বিদ্যুৎ অফিস থেকে দেওয়া মিটারের ন্যায্য মূল্য কত ? এবং বাৎসরিক সরকারীভাবে কয়টি মিটার বরাদ্দ দেয়া হয় তার পূর্ণ বিবরণসহ তালিকার কপি ।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-০৬-২০১২ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের বিতরণ বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২১-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে পারিবারিক অসুবিধার কারণ দেখিয়ে অভিযোগকারী গরহাজির। তিনি শুনানীর তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করার জন্য আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির। অভিযোগকারী সময় প্রার্থনা করায় পুনরায় ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি কমিশন কর্তৃক সমন জারী করা হয়।

০৫। সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় এবং সার্ভিস রিটার্ন না আসায় ৩০-১২-২০১২ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের প্রতি কমিশন কর্তৃক সমন জারী করা হয়। সমনের অনুলিপি সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা; জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খাগড়াছড়ি বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

০৬। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১-এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৭। প্রতিপক্ষ খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপজেলা আবাসিক প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আহসানউল্লাহ্ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সমন

পাওয়ার পরও পর পর দুইবার কমিশনে অনুপস্থিত থাকার কারণ সম্পর্কে কমিশন প্রশ্ন করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত নন। ফলে প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে অভিযোগকারীকে প্রদান করা সম্ভব হয়নি মর্মে কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান এবং কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৫। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০১-২০১৩ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৭। দায়িত্বে অবহেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তিরষ্কার করা হলো।

১৮। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৫৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মুঃ মনিরুজ্জামান-মুনির
পিতা-মৃত আঃ খালেক জমাদ্দার,
কাউন্সিলর, ০৩ নং ওয়ার্ড,
নলছিটি পৌরসভা, ঝালকাঠী ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন খান
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
নলছিটি পৌরসভা, ঝালকাঠী ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২১-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ২৬-০২-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ঝালকাঠী জেলার নলছিটি পৌরসভার সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **১০-০২-২০১১ তারিখ হইতে ২৫-০২-২০১২ পর্যন্ত নলছিটি পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী তথ্য ।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ১০-০৬-২০১২ তারিখে ঝালকাঠী জেলার নলছিটি পৌরসভার মেয়র বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ০৫-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২১-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

প্রতিপক্ষ ঝালকাঠী জেলার নলছিটি পৌরসভার সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন খান তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী পৌরসভার কাউন্সিলর হিসেবে পৌরসভার প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত থাকেন। সভায় পৌরসভার আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করা হয়। কাউন্সিলর হিসেবে অভিযোগকারী সভা থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেয়ে থাকেন বিধায় লিখিতভাবে তাকে জানানো হয়নি। সমন পাবার পর, অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদানের জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন এবং তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৯।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩১-১০-২০১২ তারিখ বা এর পূর্বে অভিযোগকারীকে তাঁর যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২০। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২১।উভয়পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ দুদু মিয়া
পিতা-মোঃ হাবিবুর রহমান,
ইন্স্ট্রাক্টর (গার্মেন্টস্),
টিটিসি, লালমনিরহাট।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকছেদুল আলম
অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২১-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **অত্র প্রতিষ্ঠানে সিএলপি প্রোগ্রাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং খরচের বিপরীতে কমিটি, চালান ও ভাউচারের প্রমাণপত্র ।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২১-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

২২।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২৩।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৪।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

২৫।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির পিতা-মোঃ শাহাব উদ্দীন, সিনিয়র শিক্ষক, টিটিসি, লালমনিরহাট।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকসেদুল আলম** অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত লালমনিরহাট টিটিসি এর ব্যুরো কর্তৃক প্রতিবছর থোক বরাদ্দের বিবরণী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের বিবরণ।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২৬।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২৭।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৮।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

২৯।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আবু সায়েম
পিতা-মৃত আব্দুল খালেক,
সিনিয়র ইন্সট্রাকটর,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকসেদুল আলম
অধ্যক্ষ,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০০৮ অর্থবছর হতে ২০১২ অর্থবছরের সকল আয়-ব্যয়ের কমিটির বিবরণ** ।

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩০।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৩১।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩২।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

৩৩।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ তাহমিদুর রহমান
পিতা-মোঃ আব্দুর রশীদ,
ইন্সট্রাকটর (গার্মেন্টস),
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকছেদুল আলম
অধ্যক্ষ,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **লালমনিরহাট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরিত বরাদ্দের শুরু থেকে আবেদনের তারিখ পর্যন্ত বইপত্র ও সাময়িকীর জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ও খরচের বিবরণ।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গড়হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত। অভিযোগকারী কমিশনের নিকট কোন সময় প্রার্থনা করেননি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী গড়হাজির থাকায় এবং কমিশনের নিকট সময় প্রার্থনা না করায় অভিযোগকারীর তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু অভিযোগকারী গড়হাজির, এবং যেহেতু, তিনি সময় বর্ধিত করার বিষয়ে কোন আবেদন করেননি, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজপূর্বক নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শিহাবুর রহমান
পিতা-মৃত কফিল উদ্দিন আকন্দ,
ইন্সট্রাকটর (অটোক্যাড),
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকসেদুল আলম
অধ্যক্ষ,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৫-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **অত্র প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কম্পিউটার মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ কোন অর্থ বরাদ্দ আছে কি না ? যদি থাকে তাহলে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ও ব্যয়ের বিবরণ।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩৪।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৩৫।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩৬।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

৩৭।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ ফজলুল হক
পিতা-মোঃ হোসেন আলী,
সিনিয়র ইন্সট্রাকটর,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকসেদুল আলম
অধ্যক্ষ,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৬-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **অত্র প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হেড অফিস থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং ব্যয় বিবরণী (ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত)।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩৮।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৩৯।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪০।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

৪১।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মাসুদ রানা পিতা-মোঃ মজিবর রহমান, ইন্সট্রাকটর (আরএসি), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকসেদুল আলম** অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প বাবদ বরাদ্দের অর্থের পরিমাণ এবং খরচের বিবরণ।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪২।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৪৩।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪৪।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

৪৫।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আলম হোসেন
পিতা-মোঃ জহির উদ্দিন লস্কর,
সিনিয়র ইন্সট্রাকটর, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকসেদুল আলম
অধ্যক্ষ,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।
(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **অত্র প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ট্রেডে ছয়মাস মেয়াদী কোর্সের কার্যক্রম শুরু থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত (০৬-০৬-২০১২ তারিখ পর্যন্ত) ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং তাহাদের নিকট থেকে কাঁচামাল বাবদ অর্থের ব্যয়ের বিবরণ এবং উক্ত মালামাল ক্রয়ের কমিটি।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪৬।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৪৭।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪৮।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

৪৯।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ রায়হানুল কবীর
পিতা-মোঃ আজিজার রহমান,
ইন্সট্রাকটর (ওয়েলডিং এন্ড ফেব্রিকেশন),
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকছেদুল আলম
অধ্যক্ষ,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু থেকে ২০১১-২০১২ অর্থবছর পর্যন্ত কাঁচামাল বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ এবং উহার ব্যয়ের বিবরণ। উক্ত ব্যয়ের কমিটির বিবরণ।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫০।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৫১।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫২।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

৫৩।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মশিউর রহমান
পিতা-মৃত সুরত আলী,
ইন্সট্রাকটর (ইলেকট্রিক্যাল),
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকছেদুল আলম
অধ্যক্ষ,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরুর পর থেকে উপাধ্যক্ষ তাঁর আবাসিক ভবনে না থেকে ভাড়া দেয়া হয়েছে। ভাড়া দেয়ার সুনির্দিষ্ট কাগজ/অর্ডার এর প্রমাণপত্র।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫৪।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৫৫।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫৬।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

৫৭।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৬৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ জায়দুল হক
পিতা-আলহাজ্ব মোঃ আজিজার রহমান,
সিনিয়র শিক্ষক, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকসেদুল আলম
অধ্যক্ষ,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু থেকে ২০১১-২০১২ অর্থবছরের মোট বরাদ্দকৃত অর্থের বিবরণ।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫৮।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৫৯।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬০।সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

৬১।সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মাইদুল ইসলাম
পিতা-মোঃ ছাবেদ আলী,
ইন্সট্রাকটর (আরএসি),
হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ মকসেদুল আলম
অধ্যক্ষ,
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
লালমনিরহাট ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-১০-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৪-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) **প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু থেকে ২০১১-২০১২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট বিক্রয়কৃত ফরমের প্রাপ্ত অর্থের আয় ও ব্যয়ের হিসাবের বিবরণী এবং**
২) **উল্লেখিত সময়সীমার প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ব্যয়ের বিবরণী।**

তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন তথ্য/জবাব না পেয়ে তিনি গত ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত আবেদনে এবং বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকছেদুল আলম তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবগত না থাকায় তথ্য প্রদান করেননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ই একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলোচনাকালে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সাথে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেননি। ফলে তাদের মাঝে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাদি সমাধান করতে পারতেন। প্রতিপক্ষ, অধ্যক্ষ আরো অধিক সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠনপূর্বক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এতে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণের মাঝে সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির অবসান হতো। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এ জাতীয় সমস্যাসমূহ পরিহার করা সম্ভব হতো। যা হোক, প্রতিপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৬২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ৩০-১১-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৬৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬৪। সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শনপূর্বক অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

৬৫। সকল পক্ষকে নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, লালমনিরহাট জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও শিক্ষককে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ বেগম জেসমিন হক
পিতা-মরহুম গাজী ফরিদুল হক,
প্রযত্নে-শেখ আব্দুর রউফ (উপ-সচিব),
ধলাইতলা, নড়াইল।

প্রতিপক্ষ ঃ সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খোন্দকার
মহাপরিচালক (বহি:প্রচার অনুবিভাগ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী ১২-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর পরিচালক (পশ্চিম এশিয়া) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **অভিযোগকারী গত ২০০৪ সালে ঢাকাস্থ রিক্রুটিং এজেন্সি ফাইন্যান্স ওভারসিস এর মাধ্যমে সৌদিআরব এর জেদ্দায় চাকরির উদ্দেশ্যে যান এবং ২ (দুই) বছরের চুক্তিতে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে যোগদান করেন। কিন্তু, কোম্পানি ৯ (নয়) মাস পর বিনা কারণে তাকে চাকরিচ্যুৎ করে। চুক্তি ভঙ্গের কারণে কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস ও রিয়াদ এ্যাম্বাসিতে যোগাযোগ করেন। তার একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে কনস্যুলেট অফিস ও রিয়াদ এ্যাম্বাসির কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী শ্লীলতাহানী ও নির্যাতন করে। ২০০৮ সালে দেশে ফিরে এসে এ বিষয়ে বিচার চেয়ে তৎকালীন মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বরাবর একটি অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগ দাখিলের ৬/৭ মাস পর পরিচালক (পশ্চিম এশিয়া) এর সাথে দেখা করলে তিনি বলেন যে, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা অদ্যাবধি তাকে জানানো হয়নি। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা তিনি জানতে চান।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৬-০৭-২০১২ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও তথ্য প্রাপ্তির বিষয়ে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০২-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ২৬-০৯-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় । সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-১০-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হজ্জ মিশনের কাজে সৌদি আরবে অবস্থান করার কারণে গরহাজির। ২৬-১১-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে, তথ্য না পেয়ে, আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে, তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ খোন্দকার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর ২০০৮ সালের অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল তা ছিল অসম্পূর্ণ। তাই পরবর্তীতে নতুন তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তদ্ প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা দেয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৬৬। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ৩১-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো ।

৬৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬৮। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব আমিনুল ইসলাম
২৪/১, রোড-৪, ব্লক-ডি
বনশ্রী, রামপুরা
ঢাকা-১২১৯।

প্রতিপক্ষ ঃ নাসিমুল বাতেন
হেড অব অপারেশন্স
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ডিবিএইচ লিমিটেড
ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং (১০ম তলা)
১২-১৪, গুলশান-২
ঢাকা-১২১২।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী জনাব আমিনুল ইসলাম গত ১১-০৯-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ডিবিএইচ লিমিটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর/তথ্য কর্মকর্তা বরাবর নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) লোন হিসাব নম্বর-১০০৮০৩৩ হিসাব, আমিনুল ইসলাম গং, বাড়ী-২৪/১, রোড নং-৪, ব্লক-ডি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ পরিমাণ =৬,০০,০০০/- সঠিক ? অথবা কেন সঠিক নয় ?

২) মঞ্জুরীপত্রে মাসিক ১৪.৫০% হারে ১৮০ টি সমান মাসিক কিস্তিতে প্রতিমাসে সুদ + আসল হিসাবে টাঃ ৮০৯৪/- হিসাবে কর্তন করা হইবে। সঠিক ?

৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হইতে জারীকৃত ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১০ তারিখঃ ০৭-১২-২০১০ ইং এর ধারা ২ এবং ৩ নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য। ইহা সঠিক ? অথবা কেন সঠিক নয় ?

৪) ০৮-১২-২০১০ ইং তারিখে 'প্রথম আলো'-তে প্রকাশিত ০৭-১২-২০১০ ইং একই বাংলাদেশ সার্কুলার 'হিসাবগুলোতে সমান মাসিক কিস্তি অনুসারে ঋণ পরিশোধিত হইবে' ইহা সঠিক ? অথবা কেন সঠিক নয় ?

৫) উপরোক্ত নির্দেশের আলোকে ১৪.৫০% হারে মাসিক টাঃ ৮,০৯৪/- মধ্যে আসল কর্তনযোগ্য টাকার পরিমাণ টাঃ ৩৩৬৪/- সঠিক ? অথবা কেন সঠিক নয় ?

৬) উক্ত মাসিক আসল টাঃ ৩৩৬৪/- হিসাবে জুলাই, ২০১১ ইং পর্যন্ত ৩৩ মাসে টাঃ ৩৩৬৪ x ৩৩ মাস = টাঃ ১,১০,৯৮০/- আসল পরিশোধ করিয়াছে। সঠিক ? অথবা কেন সঠিক নয় ?

৭) তদুপরি অক্টোবর, ২০০৯ ইং হইতে ১৩.৭৫% হারে জুলাই, ২০১০ ইং হইতে ১১.৫০% হারে সুদ কমানো হয় এবং অনেক মাস আমি ১০০/- অতিরিক্ত পরিশোধ করিয়াছি। ইহাতে আমার পরিশোধযোগ্য আসল টাঃ ১,২০,০০০/- সঠিক ? অথবা কেন সঠিক নয় ?

৮) ৩১ জুলাই, ২০১১ ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বোমোট কত টাকা পরিশোধ করিয়াছি ? ইহার মধ্যে আসল টাকার পরিমাণ কত ? এবং সুদের টাকার পরিমাণ কত ?

৯) জনাব নাসিমুল বাতেন, হেড অব হাউস লোন মহোদয়ের ১৭-০৭-২০১১ ইং পত্র মারফত আমাকে আসল টাঃ ৫,৩৯,৫০২/- পরিশোধের জন্য লেখা হয়েছে। অর্থাৎ ৩৬ মাসে মাত্র টাঃ ৬০,৪৯৮/- আসল পরিশোধ করিয়াছি। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত নির্দেশ অমান্যকরত! আমার প্রায় টাঃ ৬০,০০০/- আসল পরিশোধের বিষয়টি গোপন করিবার চেষ্টা প্রতারণা নয় কি ? ১৪.৫০% মাসিক হারে কর্তনযোগ্য আসল টাঃ ৩৩৬৪/- এর মধ্যে আপনারা মাত্র মাসিক টাঃ ১৮৩৪/- হারে কিসের ভিত্তিতে আসল টাকা প্রতারণামূলকভাবে কর্তন করিয়াছেন ? এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিপত্র বা স্মারক নং এবং তারিখ উল্লেখ করুন এবং নির্দেশনার ফটোকপি সরবরাহ করুন। নির্দেশ না থাকিবার বিষয়টিও উল্লেখ করুন।

১০) ডিবিএইচ কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত এ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট (প্রিন্সিপাল) এর ফটোকপি সংযুক্ত করেছেন। ইহাতে ডিবিএইচ প্রতিমাসে কর্তনকৃত সুদ আসল, মাসিক কিস্তি টাঃ ৮০৯৪/- এর মধ্যে মাসিক টাঃ ৯৪৪/- যার আসল কর্তন করিয়াছে এবং টাঃ ৭১৫০/- সুদ কর্তন করিয়াছে। অবিশ্বাস্য প্রতারণা ডিবিএইচ এর হেড অব হোম লোন মহোদয়ের অথবা এমডি মহোদয়ের সচিবালয়ের? এতদ্‌সংক্রান্ত ডিবিএইচ এর তথা-কথিত সিস্টেম এর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিত অনুমোদনের স্মারক নং এবং তারিখ উল্লেখ করুন। লিখিত নির্দেশনার ফটোকপি সরবরাহ করুন। এরূপ কোন নির্দেশনা না থাকিলে বিষয়টি উল্লেখ করুন। অথবা বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ অবজ্ঞা করিয়া মান্য করেন না বা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ অমান্য করতঃ প্যারালাল হিসেবে 'ডিবিএইচ এর বোর্ড মিটিং' -এর সিদ্ধান্ত অনুসারে কিংবা 'আইএমএফ-ডিবিএইচ' যৌথ সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রতারণার সিস্টেম?

১১) অভিযোগকারী প্রায় টাঃ ১,২০,০০০/- আসল পরিশোধ করিয়াছে। অতএব ঋণের টাকা ৬,০০,০০০/- এবং আসল পরিশোধিত টাঃ ১,২০,০০০/- অর্থাৎ তিনি টাঃ ৪,৮০,০০০/- আসল এবং ইহার উপর ২% দন্ড সুদ পরিশোধ করিবেন। এই মর্মে ডিবিএইচ লিখিতপত্র প্রদান করুন। (অঃ পৃঃ দ্রঃ)

১২) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ২ ধারা অধীনে অভিযোগকারীর লিখিত ১-১২ পর্যন্ত প্রতিটি ক্রমিক উল্লেখ করিয়া ক্রমিক অনুসারে লিখিত তথ্য পাওয়া।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী গত ১২-০৪-২০১২ তারিখে ডিবিএইচ লিমিটেড এর চেয়ারম্যান বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন প্রতিকার না পেয়ে, তিনি গত ২১-০৫-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। ২৬-০৭-২০১২ তারিখের কমিশন সভায় ডিবিএইচ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 'ব্র্যাক' এর কোন অংশীদারী প্রতিষ্ঠান কিনা তা জানতে চেয়ে ব্র্যাক, মহাখালী, ঢাকা বরাবরে পত্র দেয়ার এবং পত্রের অনুলিপি অভিযোগকারীকে ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিবিএইচ লিমিটেড কে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৯-০৭-২০১২ তারিখে তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৬০(১) স্মারকের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ১১-১০-২০১২ তারিখে তকক/প্রশা-২৩/২০১০-২৩৭ স্মারকের মাধ্যমে ব্র্যাক, মহাখালী, ঢাকা বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হলে ব্র্যাক কর্তৃক ০৪-১১-২০১২ তারিখের ইজঅক/ঐঙ/চঝট/খ-৬/২০১২ স্মারকের মাধ্যমে ডিবিএইচ এর সাথে ব্র্যাক এর ১৮.৩৯ শতাংশ শেয়ার বিনিয়োগ রয়েছে উল্লেখ করে জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব আমিনুল ইসলাম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নাসিমুল বাতেন উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করা পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগকারী বক্তব্য উপস্থাপনের সময় উল্লেখ করেন যে, তার যাচিত ১২টি তথ্যের মধ্যে শুধুমাত্র "বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন সার্কুলার/সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থায়ী-মেয়াদী গৃহ নির্মান ঋনের ক্ষেত্রে মাসিক ভিত্তিতে সুদ কর্তন করা হচ্ছে" সেই তথ্যটি পেতে চান। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নাসিমুল বাতেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে অভিযোগকারী যে তথ্যটি পেতে চাচ্ছেন সেটি সরবরাহ করা হবে।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নাসিমুল বাতেন অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ১০-১২-২০১২ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।
২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।
৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ ফারুক)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর
কাফরুল, ঢাকা ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সৈয়দ শরিফুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ভূমি কার্যালয়
গুলশান সার্কেল, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৬-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার গুলশান সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাবেক গুলশান থানাধীন ভাটারা মৌজার আরএস খতিয়ান নং ১৬১৮, আরএস দাগ নম্বর ৬৬০০, জমির পরিমাণ ০.২৩০০ একর। যার বর্তমান ঢাকা সিটি জরিপ খতিয়ান নং ৪১১, ৫৬১১, ২৩৩৫, ২৫০৭, ৩৬৭৭, ১০৩০৪ এবং সিটি জরিপ দাগ নং ৯৭১০, ৯৭১১, ৯৭১২। উক্ত আরএস ৬৬০০ নং দাগের কোন জমি ঢাকা সিটি জরিপে রাস্তা বাবদ ৯৭১৩ নং দাগের যার খতিয়ান নং ১ এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা অথবা যদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে কি পরিমাণ জমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে অপারগতার নোটিশ প্রদান করলে, অভিযোগকারী ০৪-০৬-২০১২ তারিখে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ মহিবুল হক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০২-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। ৩০-০৭-২০১২ তারিখের কমিশন সভায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাবেক গুলশান থানাধীন ভাটারা মৌজার সিটি জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৬-০৮-২০১২ তারিখে তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৮৯ নং স্মারক প্রেরণ করা হয়। পত্রের অনুলিপি অভিযোগকারীকে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৫-০৯-২০১২ তারিখের ৩১.০৩.২৬০০.০২২.০৫.০১১. ১২-১৭৪ নং স্মারকের মাধ্যমে ঢাকা সিটি জরিপের গুলশান থানাধীন ১৫ নং ভাটারা মৌজার নিম্নলিখিত তথ্যাদি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, ঢাকা থেকে পাওয়া যায়-

- **ভাটারা মৌজাটি ২২-০৪-২০০৮ তারিখ হতে ০৪-০৬-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়;**
- **১৬-০৪-২০০৯ তারিখের ১৬ নং গেজেটে মৌজাটির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়;**
- **১৮-০৪-২০১০ তারিখে জেলা প্রশাসক ঢাকা বরাবর প্রস্তুতকৃত রেকর্ড, কেস নথি ও নক্সা হস্তান্তর করা হয়।**

০৪। বিষয়টি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ে বর্ণিত দাগের নক্সা না থাকায় প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় বলে অবহিত করেন। এতে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। ঢাকা জেলার গুলশান সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ভাটারা মৌজার মহানগর জরীপের ৯৭১০, ৯৭১১, ৯৭১২, ৯৭১৩ নং দাগের নক্সা তার কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। নক্সা ব্যতীত আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। তবে, ভাটারা মৌজার নক্সা সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে নক্সা সংগ্রহ করার সাথে সাথেই তথ্য সরবরাহ করা হবে।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ে নক্সা সংরক্ষিত না থাকায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, ভাটারা মৌজার নক্সা সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে নক্সা সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হবে বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৪। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
(হালিমুন নেছা এর পক্ষে)
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর
কাফরুল, ঢাকা ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সৈয়দ শরিফুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ভূমি কার্যালয়
গুলশান সার্কেল, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ৩০-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার গুলশান সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **ঢাকা জেলার ভাটারা মৌজার সিটি জরিপের খতিয়ান নং ৮৬৫৬, সিটি জরিপের দাগ নং-৯৬২৯ জমির পরিমাণ ০.০২০০ একর। উক্ত ০.০২০০ একর জমির মধ্যে আপনার অফিস কর্তৃক ০.০১০০ একর জমির খাজনা/রাজস্ব গ্রহণ করিয়াছে। ঢাকা জেলা প্রশাসকের এল,এ, কেস নং ১৩/২০১০-২০১১ এর মাধ্যমে রাজউক এর জন্য রাস্তার প্রয়োজনে আমার বাকী ০.০১০০ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়া ৭ (সাত) ধারার নোটিশ প্রদান করায় আপনার অফিস আমার কাছ থেকে রাজস্ব/খাজনা গ্রহন করে নাই। অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া ০.০১০০ একর জমির পূর্বের বকেয়াসহ আমার কাছে আপনার অফিস কোন বকেয়া পাবে কিনা ? পাইলে পরিমাণ কত এবং উক্ত বকেয়া আমার কাছ থেকে আপনার অফিস গ্রহণ করবে কিনা তাঁর তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে অপরাগতার নোটিশ প্রদান করলে, অভিযোগকারী ৩১-০৫-২০১২ তারিখে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ মহিবুল হক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০২-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। ৩০-০৭-২০১২ তারিখের কমিশন সভায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাবেক গুলশান থানাধীন ভাটারা মৌজার সিটি জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৬-০৮-২০১২ তারিখে তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৯০ নং স্মারক প্রেরণ করা হয়। পত্রের অনুলিপি অভিযোগকারীকে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৫-০৯-২০১২ তারিখের ৩১.০৩.২৬০০.০২২.০৫.০১১.১২-১৭৪ নং স্মারকের মাধ্যমে ঢাকা সিটি জরিপের গুলশান থানাধীন ১৫ নং ভাটারা মৌজার নিম্নলিখিত তথ্যাদি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, ঢাকা থেকে পাওয়া যায় ঃ-

- **ভাটারা মৌজাটি ২২-০৪-২০০৮ তারিখ হতে ০৪-০৬-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়;**
- **১৬-০৪-২০০৯ তারিখের ১৬ নং গেজেটে মৌজাটির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়;**
- **১৮-০৪-২০১০ তারিখে জেলা প্রশাসক ঢাকা বরাবর প্রস্তুতকৃত রেকর্ড, কেস নথি ও নক্সা হস্তান্তর করা হয়।**

০৪। বিষয়টি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, আর এস ৬৬০০ নং দাগের মোট ০.২৩ একর জমি হতে কতটুকু জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং কতটুকু অবশিষ্ট আছে, এ সংক্রান্ত তথ্য আবেদনের সাথে সংযুক্ত না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এতে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। গুলশান সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর আবেদনের সাথে আর এস ৬৬০০ নং দাগের মোট ০.২৩ একর জমি হতে কতটুকু ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং কতটুকু অবশিষ্ট আছে, এ সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত না থাকায়, অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট এবং ভূমি হুকুম দখল (এল. এ) শাখা থেকে উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি প্রয়োজন। অভিযোগকারী কর্তৃক এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ও উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি সরবরাহ করা হলে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি সরবরাহ করা হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হতো। যেহেতু, প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ও উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি প্রয়োজন এবং যেহেতু, উল্লিখিত প্রমাণাদি সরবরাহ করা হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-১২-২০১২ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ও উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরবরাহ করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো ।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম
৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর
কাফরুল, ঢাকা ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সৈয়দ শফিফুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ভূমি কার্যালয়
গুলশান সার্কেল, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ৩০-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার গুলশান সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **জেলা- ঢাকা, থানা-ভাটারা, সাবেক বাড্ডা, তৎপূর্বে গুলশান, মৌজা-ভাটারা, আরএস খতিয়ান নং ১৬১৮, দাগ নং ৬৬০০ অত্র আরএস দাগে মোট জমির পরিমাণ ০.২৩০০ একর এর মধ্যে তার জমির পরিমাণ ০.০৯০০ একর। সহকারী কমিশনার (ভূমি) তেজগাঁও সার্কেলের নাম জারি জমা ভাগ কেইস নং ৬১০৯/০৯-১০ তাং ১০-১২-০৯ ইং জোৎ নং ১০৫/৩৭-২, তার ০.০৯০০ একর জমির ১৪১৮ সনের রাজস্ব উক্ত অফিস [সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়] ২৭-০৭-১১ ইং তাং গ্রহণ করেছে। ঢাকা জেলা প্রশাসকের এল এ কেস নং ১৩/২০১০-২০১১ এর মাধ্যমে রাজউক এর জন্য রাস্তার প্রয়োজনে আরএস ০.২৩০০ একর জমির মধ্যে ০.১০৪৬ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ায় তিনি (অভিযোগকারী) মহামান্য হাইকোর্টে জেলা প্রশাসক/রাজউক এর বিরুদ্ধে ৮২৭৯/১১ নং রিট পিটিশন দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তার ০.০৯০০ একর জমিতে ইনজাংশন এর আদেশ জারি করেন। ফলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় অত্র আরএস দাগের তার ০.০৯০০ একর জমির ১৪১৯ সনের রাজস্ব ভূমি অফিস তার নিকট থেকে গ্রহণ করবেন কিনা তার তথ্য।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে অপরাগতার নোটিশ প্রদান করলে, অভিযোগকারী ৩১-০৫-২০১২ তারিখে ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ মহিবুল হক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৫-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। ৩০-০৭-২০১২ তারিখের কমিশন সভায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাবেক গুলশান থানাধীন ভাটারা মৌজার সিটি জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৬-০৮-২০১২ তারিখে তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৯১ নং স্মারক প্রেরণ করা হয়। পত্রের অনুলিপি অভিযোগকারীকে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৫-০৯-২০১২ তারিখের ৩১.০৩.২৬০০.০২২.০৫.০১১.১২-১৭৪ নং স্মারকের মাধ্যমে ঢাকা সিটি জরিপের গুলশান থানাধীন ১৫ নং ভাটারা মৌজার নিম্নলিখিত তথ্যাদি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, ঢাকা থেকে পাওয়া যায় ঃ-

- **ভাটারা মৌজাটি ২২-০৪-২০০৮ তারিখ হতে ০৪-০৬-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়;**
- **১৬-০৪-২০০৯ তারিখের ১৬ নং গেজেটে মৌজাটির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়;**
- **১৮-০৪-২০১০ তারিখে জেলা প্রশাসক ঢাকা বরাবর প্রস্তুতকৃত রেকর্ড, কেস নথি ও নক্সা হস্তান্তর করা হয়।**

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৪। বিষয়টি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবহিত করেন যে, আর এস ৬৬০০ নং দাগের মোট ০.২৩ একর জমি হতে কতটুকু জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং কতটুকু অবশিষ্ট আছে, এ সংক্রান্ত তথ্য আবেদনের সাথে সংযুক্ত না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এতে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। গুলশান সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ শরিফুল ইসলাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর আবেদনের সাথে আর এস ৬৬০০ নং দাগের মোট ০.২৩ একর জমি হতে কতটুকু ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং কতটুকু অবশিষ্ট আছে, এ সংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত না থাকায়, অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট এবং ভূমি হুকুম দখল (এল. এ) শাখা থেকে উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি প্রয়োজন। অভিযোগকারী কর্তৃক এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ও উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি সরবরাহ করা হলে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি সরবরাহ করা হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হতো। যেহেতু, প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ও উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি প্রয়োজন এবং যেহেতু, উল্লিখিত প্রমাণাদি সরবরাহ করা হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৫। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-১২-২০১২ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬। প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির এ্যাওয়ার্ড সার্টিফিকেট ও উত্তোলিত অর্থের প্রমাণাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরবরাহ করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা দেয়া হলো ।

৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৮। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শফিউর রহমান
১/২০, কল্যাণপুর হাউজিং এষ্টেট,
কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আনিসুজ্জামান তরফদার
সাধারণ সম্পাদক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিমিটেড,
কল্যাণপুর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৬-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড, কল্যাণপুর, ঢাকা এর সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) **সমিতি গঠনের পর প্রথম হইতে ত্রয়োদশ ব্যবস্থাপনা কমিটি পর্যন্ত ১৩ টি নির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা;**

২) **প্রতি সিড়িতে ডেসকোর বিধি লংঘিত চেক মিটার স্থাপন এবং বিতর্কিত বিদ্যুৎ বিলিং বিভ্রাট সংক্রান্ত বিদ্যমান জটিলতা বিষয়ে জানুয়ারী, ২০০৫ হইতে অদ্যাবধি তারিখের মধ্যে সমিতি এবং ডেসকো এর মধ্যে সকল**
   (ক) পত্র যোগাযোগ (খ) অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক সভার কার্যবিবরণী ও সমঝোতা স্মারক/চুক্তিপত্র এবং
   (গ) পরিশোধিত/অপরিশোধিত বিতর্কিত বিলসমূহের সত্যায়িত অনুলিপি।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০২-০৭-২০১২ তারিখে ঢাকা জেলার কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সভাপতি ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

৩০-০৭-২০১২ তারিখের কমিশন সভায় কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড নিবন্ধিত কিনা সে সম্পর্কে জানতে চেয়ে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক বরাবরে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৬-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনের তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৯৩ নং স্মারকের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হলে ১৮-০৯-২০১২ তারিখে আইন/বিবিধ সাধারণ/৬/২০১০-২৮০ নং স্মারকে কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড নিবন্ধিত মর্মে কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আনিসুজ্জামান তরফদার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এবং অভিযোগকারী সমিতির সদস্য না হওয়ার কারণে তিনি অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেননি। বর্তমানে তিনি আইনটি সম্পর্কে অবগত হয়ে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৭। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ০৫-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৮। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৯। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব এম এ হাই
১০/২০, কল্যাণপুর হাউজিং এষ্টেট,
কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আনিসুজ্জামান তরফদার
সাধারণ সম্পাদক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিমিটেড,
কল্যাণপুর, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০৬-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড, কল্যাণপুর, ঢাকা এর সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) **সমিতি অনুসৃত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন' এর লিখিত বা ছাপানো বা ফটোকপি।**
খ) **ধারা ৮(২)(ঈ) তে অর্পিত অধিকারমূলে চাহিদাকৃত তথ্যের (১) সার্বিক মূল নথি পরিদর্শন এবং তৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলীর অনুলিপি।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-০৭-২০১২ তারিখে ঢাকা জেলার কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সভাপতি ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ২২-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

৩০-০৭-২০১২ তারিখের কমিশন সভায় কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড নিবন্ধিত কিনা সে সম্পর্কে জানতে চেয়ে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক বরাবরে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গত ০৬-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনের তকক/প্রশা-৮৪/২০১১-৯৪ নং স্মারকের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হলে ১৮-০৯-২০১২ তারিখে আইন/বিবিধ সাধারণ/৬/২০১০-২৮০ নং স্মারকে কল্যাণপুর এষ্টেট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড নিবন্ধিত মর্মে কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আনিসুজ্জামান তরফদার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এবং অভিযোগকারী সমিতির সদস্য না হওয়ার কারণে তিনি অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেননি। বর্তমানে তিনি আইনটি সম্পর্কে অবগত হয়ে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১০।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ০৫-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

১১।তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১২।নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব অমিক চাকমা
পিতা-মৃত মহেশ্বর চাকমা,
গ্রামঃ দক্ষিণ খবংপড়িয়া,
পোঃ + উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি সদর,
জেলাঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জিতেন চাকমা
গবেষণা কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক
ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী বিগত ২৪-০৪-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১. **২০১১-২০১২ অর্থবছরের খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনকৃত প্রকল্প প্রস্তাবের কপি;**
২. **চলতি অর্থবছরের উৎসব/অনুষ্ঠান খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা কি ভাবে ব্যয় করা হয়েছে তার ব্যয় ভাউচারের কপি।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০৭-২০১২ তারিখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ সুখময় চাকমা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ২৮-০৮-২০১২ তারিখে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছেন। আপীল কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত তথ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে অভিযোগকারী ০৪-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর অসম্পূর্ণ তথ্য পেয়েছেন। সরবরাহকৃত তথ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব জিতেন চাকমা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীকে সম্পূর্ন তথ্য সরবরাহ করবেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীকে অসম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সকল তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৩। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৫-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

১৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৫। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৭৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব বাহের আলী পিতা-মৃত নইমুদ্দিন সেখ গ্রামঃ চাঁদপুর, পোঃ ব্রক্ষগাছা উপজেলাঃ রায়গঞ্জ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।	**প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আকরাম হোসেন** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধান উপজেলা সমবায় অফিস রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১০-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলা সমবায় অফিস এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধান বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

(ক) ১৯৯৬ হতে ২০১১ সন পযন্ত ব্রক্ষগাছা ইউনিয়নে কতগুলো মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে।
(খ) রেজিস্ট্রেশনকৃত সমিতিগুলোর গঠনতন্ত্র, রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র, রেজিস্ট্রেশনের নীতিমালা।
(গ) সমিতির নাম, সমিতির সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা, পেশা।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-০৭-২০১২ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার সমবায় অফিসার ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ২৬-০৭-২০১২ তারিখের ৪৭.৬১.৮৮০০.০০০.১৮.০০১.১২.১২৮৩ নং স্মারকের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে ০৬-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৬-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১২ এর দায়িত্বে থাকার কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শুনানীর দিন পুনঃ নির্ধারণের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করেন। আবেদনটি বিবেচনায় নিয়ে ৩১-১২-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১-এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ২৬-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করায়, তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে ০৬-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আকরাম হোসেন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ফলে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এর জন্য তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হননি। তিনি কমিশনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা আইনগতভাবে গ্রহনযোগ্য নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০১-২০১৩ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সতর্ক করা হলো।

৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন
পিতা- আমিনুল হক
গ্রামঃ কাটাবুনিয়া
পোঃ চর আমান উল্লা
উপজেলাঃ সুবর্ণচর
জেলাঃ নোয়াখালী।

প্রতিপক্ষ ঃ বেগম আয়েশা সিদ্দিকা লাকী
অঞ্চল সভাপতি/সমন্বয়কারী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
'নিজেরা করি', সুবর্ণচর,
নোয়াখালী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০১-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার 'নিজেরা করি' এনজিও এর অঞ্চল সভাপতি/সমন্বয়কারী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) থানার হাট বাজারের 'নিজেরা করি' কর্তৃক দখলকৃত জায়গার মালিকানার কাগজপত্রের ফটোকপি;
২) জায়গাটি সরকারী হলে কত বছর যাবৎ অবৈধ দখলে আছে ?
৩) দখলকৃত জায়গার বর্তমান বাজারমূল্য কত ?
৪) এ পর্যন্ত সরকারের কত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ?

০২। অভিযোগকারী 'নিজেরা করি' এনজিও এর সুবর্ণচর অফিসে চার বার আবেদন জমা দেবার জন্য গেলে 'নিজেরা করি' এনজিও এর কেউই তার আবেদনটি গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে তিনি আপীল আবেদন না করেই ১৬-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির কিন্তু অভিযোগকারী গরহাজির। ৩০-১২-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১-এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী 'নিজেরা করি' এনজিও এর সুবর্ণচর অফিসে চারবার আবেদন জমা দেবার জন্য গেলেও 'নিজেরা করি' এনজিও এর কেউই তার আবেদনটি গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে তিনি আপীল আবেদন না করেই ১৬-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম আয়েশা সিদ্দিকা লাকী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের কোন আবেদন তারা পাননি। 'নিজেরা করি' এনজিও কর্তৃক দখলকৃত সরকারী জমির মালিকানা কিভাবে নেয়া হয়েছে? কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, ১৯৮৫ সনে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী এর মৌখিক নির্দেশে জমিটি বরাদ্দ নেয়া হয়েছে। তবে লিখিতভাবে বরাদ্দের বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হস্তগত হয়নি। তবে আবেদনের উল্লিখিত তথ্যাদি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। যেহেতু, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

১৬। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০১-২০১৩ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

১৮। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া
পিতা- ছাখায়েত উল্যাহ ভূঁইয়া,
গ্রামঃ পূর্ব চর জব্বর, পোঃ পঃ চর জব্বর,
উপজেলাঃ সুবর্ণচর, জেলাঃ নোয়াখালী।

প্রতিপক্ষ ঃ বেগম আয়েশা সিদ্দিকা লাকী
অঞ্চল সভাপতি/সমন্বয়কারী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
'নিজেরা করি', সুবর্ণচর,
নোয়াখালী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০২-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার 'নিজেরা করি' এনজিও এর অঞ্চল সভাপতি/সমন্বয়কারী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১। 'নিজেরা করি' এ পর্যন্ত সুবর্ণচরে কি কি কাজ করেছে তার তালিকা।
২। উপকার ভোগীর নাম, ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্য।
৩। 'নিজেরা করি' সুবর্ণচরে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছে এবং ছিল তাদের ছবিসহ বায়োডাটা।
৪। 'নিজেরা করি' এর আয়ের উৎস কি ? কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন কোন ফান্ড থেকে পরিশোধ করা হয়।
৫। সর্বশেষ কোন সরকারী কর্মকর্তা 'নিজেরা করি' কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন।

০২। অভিযোগকারী 'নিজেরা করি' এনজিও এর সুবর্ণচর অফিসে চার বার আবেদন জমা দেবার জন্য গেলেও 'নিজেরা করি' এনজিও এর কেউই তার আবেদনটি গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে তিনি আপীল আবেদন না করেই ১৬-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির কিন্তু অভিযোগকারী গরহাজির। ৩০-১২-২০১২ তারিখ পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির কিন্তু অভিযোগকারী পুনরায় কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গরহাজির। অভিযোগকারী পর পর ০২ (দুই) বার শুনানীতে গরহাজির।

পর্যালোচনা।

যেহেতু, অভিযোগকারী পর পর ০২ (দুই) বার শুনানীতে গরহাজির, সেহেতু, অভিযোগকারী প্রার্থীত তথ্য পেতে অনাগ্রহী মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফলে অভিযোগটি খারিজযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী পর পর ০২ (দুই) বার শুনানীতে গরহাজির, সেহেতু, অভিযোগটি খারিজ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ **জনাব মির্জা ফজলে আহমেদ**
পিতা- মৃত মির্জা সুলতান আহমেদ
১৪৭/৭/১, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী
বিদ্যুৎ অফিস গলি
ঢাকা-১২০৪।

প্রতিপক্ষ ঃ **বেগম মুনমুন সুলতানা**
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও
সহকারী পরিচালক(অপারেশন)
গণসংযোগ কর্মকর্তা(অঃদঃ)
আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর
খিলগাঁও, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী ২৯-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ঢাকা জেলার খিলগাঁও থানার আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও গণসংযোগ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আইয়ুব আলী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) **স্মারক নং- ২২৬৩/প্রশাসন (এ)/আনসা/তাং ২৮-১২-৯৭,**
২) **স্মারক নং ৪৬৪/প্রশাসন (এ)/আনসা তাং ২৫-০৩-৯৮,**
৩) **স্মারক নং-১৪৮২/প্রশাসন (এ)/আনসা তাং ১৬-০৯-১৯৮,**
৪) **স্মারক নং আ-ভি/১৫৫৫/প্রশাসন (এ)/আনসা তাং ১৪-০৯-২০০০,**
৫) **স্মারক নং প্রভিশন/১২২০/১(৫)/আ-ভি তাং ২৯-১০-২০০০ পত্রের ০৩ (তিন) টি তদন্তের প্রতিবেদনের কপি এবং**
৬) **জামাক/বিবিধ-৪৫/৫৬/০৮/১৪৯৫ তারিখঃ ২৪-১০-২০১০ নির্দেশিত পত্রের ক্রমধারায় কার্যক্রমিক আদেশ বা স্মারক পত্র।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৬-০৮-২০১২ তারিখে আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৬-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম মুনমুন সুলতানা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। অভিযোগের বিষয়ে অবগত না হওয়ায় এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করতে পারেননি। তাকে তথ্য প্রদানের জন্য কিছু সময় প্রদান করা হলে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১৯।তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১০-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২০। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২১।নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ৮৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ লুৎফর রহমান
গ্রাম- বেলাব মাটিয়াল পাড়া
পোঃ- বেলাব বাজার
থানা- বেলাব
জেলা- নরসিংদী।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস নার্গিস বেগম
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী ২৭-০৬-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিসেস নার্গিস বেগম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) বিজেআরআই কর্তৃক বৈধভাবে বরাদ্দকৃত সি-১২৮/১ নং বাসাটি অবৈধভাবে বাতিল সম্পর্কিত এবং বাসা বরাদ্দ বাতিলের মতো অতি তুচ্ছ বিষয়টিকে ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ১২-০১-২০০৯ তারিখে রুজুকৃত "মিথ্যা ও ভিত্তিহীন" বিভাগীয় মামলা যা বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ প্রবিধান ৪৩(৮) অনুযায়ী ১৪-১০-২০০৯ তারিখে আপনা হতে বাতিল হয়ে যায়। বিজেআরআই কর্তৃপক্ষ উক্ত মামলাটি প্রবিধান ৪৩ এর অধীনে সঠিকভাবে নিষ্পত্তির পরিবর্তে একই বিষয়ে তৃতীয় দফায় বিভাগীয় মামলা রুজু করে। অভিযোগ বিবরণীসহ বিজেআরআই কর্তৃক একই অভিযোগের ক্ষেত্রে তৃতীয় দফায় রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা অভিযোগনামা। সম্ভবত অভিযোগনামার স্মারক নম্বর বিজেআরআই/ইএসটি-১৫৫৬(৩)/২০১০/৩৪২৫ তারিখ ২৪-০৫-২০১১ এবং অভিযোগ বিবরণীর স্মারক নম্বর ও তারিখ অজ্ঞাত।

২) বিজেআরআই এর ভূতপূর্ব উপ-পরিচালক (প্রশাসন) চলতি দায়িত্ব জনাব মোঃ মোমতাজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে ১৭-০৭-২০১১ তারিখে আনীত ও দায়েরকৃত ১০ পৃষ্ঠার অভিযোগনামাপত্র।

৩) প্রবিধানমালা, ১৯৯০ পরিপন্থী কার্যক্রমে ০৪-০৫-২০১০ তারিখে পেশকৃত যোগদানপত্র গ্রহণ না করে এবং প্রবিধান ৪৩(৮) অনুযায়ী ১৪-১০-২০০৯ তারিখে আপনা হতেই বাতিল হয়ে যাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তৃতীয় দফায় একই বিষয়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া বহির্ভূতভাবে অসময়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি যে স্মারকে গঠন করা হয়েছে সে স্মারক পত্র। চাহিত স্মারক নম্বর সম্ভবত বিজিআরআই/ইএসটি-১৫৫৬(৩)/২০১০/৬১৮ তারিখ ২১-০৮-২০১১।

৪) অভিযোগকারীকে কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া বহির্ভূতভাবে অসময়ে গঠনকৃত ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৮-০৯-২০১১ তারিখের স্মারকপত্র।

৫) বিজেআরআই কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় ও মনগড়া কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গঠনকৃত ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি কর্তৃক ২৯-০৯-২০১১ তারিখে দাখিলকৃত সংযুক্ত কাগজাদিসহ পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন।

৬) বিজেআরআই কর্তৃপক্ষের বেআইনী ও হয়রানীমূলক কার্যক্রমের ভিত্তিতে অভিযোগকারীকে কেন চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে তার প্রতি জারীকৃত বিজেআরআই এর ২৫-১০-০১১ তারিখে স্মারকপত্র।

৭) কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৩০-০১-২০১২ খ্রিস্টাব্দের স্মারক নম্বর গবে-৩/পাট-৩/২০১১/৪০।

৮) অভিযোগ/আবেদনের প্রেক্ষিতে হালনাগাদ গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জরুরী ভিত্তেতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রেরণের চাহিদায় স্মারক নং বিজেআরআই/ইএসটি-১৫৫৬(৩)/২০১০/৩৭৪২ তারিখ ০৮-০২-২০১২ অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত সংযুক্তিতে উল্লিখিত কাগজাদিসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।

৯) অত্র সংস্থার নিরাপত্তা কর্মকর্তার পেশকৃত যোগদানপত্রের বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা চাহিত বিজেআরআই এর স্মারক নং ইএসটি-১৫৫৬(৩)/২০১০/৪৩৪৭ তারিখ ০৫-০৪-২০১২।

১০) অনুক্রমাগত নং ৯ তে উল্লিখিত স্মারক পত্রটির ভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ ও বিশেষ সিদ্ধান্ত "তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের নিমিত্তে তার পেশকৃত ২৭-০৩-২০১২ তারিখের যোগদান পত্রটি গ্রহণপূর্বক দীর্ঘ দিনের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করার জন্যে মহপরিচালক, বিজেআরআই এর প্রতি জারীকৃত" স্মারক নম্বর গবে-৩/পাট-০৩/২০১১/১০৬ তারিখ ০৮-০৪-২০১২।

১১) চাকরিতে পুনর্বহাল সংক্রান্ত বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৯-০৪-২০১২ খ্রিষ্টাব্দের গবে-৩/পাট-৩/২০১১/১০৮ নং স্মারকের প্রতিবেদন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

১২) **বিজেআরআই কর্তৃক তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত "মিথ্যা ও ভিত্তিহীন" বিভাগীয় মামলাটির বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ০৭-০৪-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের গবে-৩/পাট-২/২০০৮/১১৬ নং স্মারকে জারীকৃত প্রথম নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত বিজেআরআই কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন না করে কূটকৌশল ও অপব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক অভিসন্ধিমূলকভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বায়াস্ট্ করে একই বিষয়ে পাল্টা সিদ্ধান্ত স্মারক আনায়ন করায় বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত ও পূর্ণাঙ্গ অমানুষিক কার্যক্রমে সাধারন একজন কর্মচারীর জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে গুরুতরভাবে আঘাত ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে পূর্বোক্ত মামলার বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৪-২০১২ খ্রিস্টাব্দের গবে-৩/পাট-৩/২০১১/১০৬ নং স্মারকে জারীকৃত সর্বশেষ ও বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রতি ও অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক স্মারকপত্রটির আদেশ বাস্তবায়নের পরিবর্তে পুনরায় অপ্রতিরোধ্য জটিলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উক্ত স্মারকপত্রটি সূত্রভ্রষ্ট করে ফাইল নম্বর ভুল লিখে বিজেআরআই কর্তৃপক্ষ যোগদানপত্র পেশ প্রসঙ্গে সর্বশেষ যে প্রতিবেদন/স্মারক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে, সংযুক্তিতে বর্ণিত কাগজাদিসহ সে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন/স্মারক। প্রর্থিত স্মারক নং- বিজেআরআই/ইএসটি-১৫৫৬(৩)/২০১০/৪৮৭৩ তারিখ ২০-০৫-২০১২।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৮-২০১২ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৭-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে তাকে ডাকযোগে আংশিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিসেস নার্গিস বেগম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য প্রদান করেছেন, যে সকল তথ্য অভিযোগকারীর জন্য প্রযোজ্য নয় তা প্রদান করা হয়নি। আইনটি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর অদ্য তিনি এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন এবং তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা দেয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২২। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মোস্তফা আলম
পিতা-মোঃ শাহ আলম
৬৪৮,হারুয়া কলেজ রোড নিরালাগলি
কিশোরগঞ্জ-২৩০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা
উপ-সচিব (মতামত-২)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী ১৫-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব বরাবরে রেজিস্টার ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান-সংস্থা সমূহের প্রধান কার্যালয়ের নাম, ঠিকানা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ই-মেইল ঠিকানা সংক্রান্ত।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৭-০৮-২০১২ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনে আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ নেই। কিন্তু তথ্য কমিশনের অভিযোগে আপীল কর্তৃপক্ষের পদবী সচিব উল্লেখ করা হয়েছে। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৩-১০-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট রেজিস্টার ডাকযোগে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব কে, এম, রাশেদুজ্জামান রাজা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী কর্তৃক প্রেরিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন তিনি পূর্বে প্রাপ্ত হননি। তথ্য কমিশনের সমন পাবার পর তিনি বিষয়টি অবগত হয়ে এ সম্পর্কিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন এবং তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা দেয়ায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

২৫। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৭। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৫/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান
পিতা-আব্দুল বারী হাওলাদার
ঈদগাহ রোড, সবুজবাগ
পটুয়াখালী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ নওয়াব আলী
রেজিষ্ট্রার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ৩০-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর রেজিষ্ট্রার মোঃ নওয়াব আলী বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত কতজন ভিসি দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রত্যেকের নাম, যোগদানের তারিখ দায়িত্বপালন কালীন সময়।
২) বর্তমানে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নাম, পদবী ও যোগদানের তারিখসহ তালিকা।
৩) সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত সংবিধি এর কপি।
৪) ইতোপূর্বে কর্মরত ভিসিদের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম, অডিট আপত্তি, অবৈধ নিয়োগসহ যে সব অভিযোগ রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ফিরিস্তি (পৃথকভাবে)। ঐ সব অভিযোগের ব্যাপারে বর্তমান সময়ে অনেক বিষয় তদন্তাধিন রয়েছে। তদন্ত কোন পর্যায়ে আছে।
৫) প্রতিষ্ঠার পর কোন ভিসির সময় (পৃথকভাবে) কতজনের নিয়োগ হয়েছে তাদের নাম, পদবি ও যোগদানের তারিখ।
৬) মোঃ সাইদুর রহমান জুয়েল, সেকশন অফিসার সংস্থাপন, পবিপ্রবি, দুমকি, পটুয়াখালী। শিক্ষাগত যোগ্যতা, কোন তারিখে নিয়োগ ও যোগদান। কি হিসেবে (মাস্টাররোল, খন্ডকালীন, স্থায়ী)। কোন সার্কুলারের মাধ্যমে হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার বিবরণ। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মানুযায়ী খন্ডকালীন নিয়োগের বিধান রয়েছে কি না? থাকলে তার প্রমাণ পত্রের কপি।
৭) জালাল আহমেদ মৃধা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা,প্রকৌশল বিভাগ, ইলেকট্রিশিয়ান পবিপ্রবি, দুমকি, পটুয়াখালী। কোন তারিখে নিয়োগ ও যোগদান। কি হিসেবে (মাস্টাররোল, খন্ডকালীন, স্থায়ী)। ইলেকট্রিশিয়ান থেকে কিভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন? এ ধরনের প্রমোশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রামে রয়েছে কিনা? থাকলে তার কপি। কোথায় কবে কার অধীনে যুদ্ধ করেছেন। নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবির সপক্ষে প্রমাণাদি।
৮) মোঃ মিজানুর রহমান টমান, সেকশন অফিসার সংস্থাপন, পবিপ্রবি, দুমকি, পটুয়াখালী। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স (সার্টিফিকেট অনুযায়ী), কোন তারিখে নিয়োগ ও যোগদান। কি হিসেবে (মাস্টাররোল, খন্ডকালীন, স্থায়ী)। কোন সার্কুলারের মাধ্যমে হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার বিবরণ।
৯) মোঃ নওয়াব আলী, রেজিস্টার, কোন তারিখে নিয়োগ ও যোগদান। পূর্ববর্তী কর্মস্থল কোথায়? কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা থেকে লিয়েন ছুটি নিয়ে রেজিস্টার হিসেবে পবিপ্রবিতে আছেন। এই তথ্য সঠিক কিনা? থাকলে তার বিধান রয়েছে কি না? থাকলে তার কপি।
১০) আ.ক.ম. মোস্তফা জামাল, কৃষি অনুষদের ডিন, সৃজনী বিদ্যা নিকেতনের পরিচালক। কোন তারিখে নিয়োগ ও যোগদান। কি হিসেবে (মাস্টাররোল, খন্ডকালীন, স্থায়ী)। কোন সার্কুলারের মাধ্যমে হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার বিবরণ। তার দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে কৃষি অনুষদ ও সৃজনী বিদ্যা নিকেতনের আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের ফটোকপি। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বের হওয়া লিফলেট-হ্যান্ডবিল, বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা (তদন্ত কমিটি) গঠিত হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে তার তদন্ত প্রতিবেদনের মূল কপির ফটোকপি। নৈতিক স্থলন জনিত অপরাধ সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অবহিত কিনা? থাকলে তার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছেন।
১১) আসাদুজ্জামান মিয়া (মুন্না) কৃষিতত্ত্ব অনুষদের সহকারী অধ্যাপক। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স (সার্টিফিকেট অনুযায়ী), কোন তারিখে নিয়োগ ও যোগদান। কি হিসেবে (মাস্টাররোল, খন্ডকালীন, স্থায়ী)। কোন সার্কুলারের মাধ্যমে হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার বিবরণ। তার বিরুদ্ধে ওঠা নৈতিক স্থলন জনিত অপরাধ সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অবহিত কিনা? থাকলে তার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।
১২) মোঃ লুৎফুর রহমান, সেকশন অফিসার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স (সার্টিফিকেট অনুযায়ী), কোন তারিখে নিয়োগ ও যোগদান। কি হিসেবে (মাস্টাররোল, খন্ডকালীন, স্থায়ী)। কোন সার্কুলারের মাধ্যমে হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার বিবরণ।
১৩) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত হওয়া সব অভ্যন্তরীন অডিট রিপোর্টের ফটোকপি।
১৪) বর্তমান ভিসি কতবার বিদেশ সফর করেছেন? তার সফরসঙ্গী কতজন ছিল (প্রতিবারের সফরসঙ্গীদের তালিকা)।
১৫) বিদেশ সফরের ব্যয়ভার কোন কর্তৃপক্ষ বহন করেছে তার প্রমাণাদিসহ বিবরণ।
১৬) বর্তমান ভিসির সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে কিংবা চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কত টাকা বরাদ্দ ও ব্যায়ের বিবরণ (প্রকল্প ওয়ারী)।
১৭) রিজেন্ট বোর্ডের সকল সদস্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা। কোন বিবেচনার ভিত্তিতে রিজেন্ট বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয় কে রিজেন্ট বোর্ডের সদস্যদের নির্বাচিত করেন)।
১৮) বর্তমান ভিসি কোন সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার বিবরণ।
১৯) সার্টিফিকেট অনুযায়ী বর্তমান ভিসির জন্ম তারিখ।
২০) বর্তমান ভিসি এর আগে কোথায় কোথায় চাকুরি করেছেন(পৃথকভাবে তার বিবরণ)।
২১) বর্তমানে পবিপ্রবিতে কতজন কর্মকর্তা-কর্মচারী ভূয়া কাগজপত্র দিয়ে চাকুরি করেছেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০৯-২০১২ তারিখে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৭-১০-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নওয়াব আলী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য প্রস্তুত করে অভিযোগকারীকে টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে তথ্য গ্রহণ করার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। অভিযোগকারী টাকা জমাদানের পর তাকে আংশিক তথ্য নেয়ার জন্য বলা হলেও তিনি তথ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য প্রদানের জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছেন এবং অভিযোগকারীর যাচিত অবশিষ্ট তথ্য প্রদানের জন্য কমিশনের নিকট কিছু সময় প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করার নিশ্চয়তা দেয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৫-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৬/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব বিদর্শন চাক্মা
পিতা-কালাচরন চাকমা
গ্রামঃ খবংপড়িয়া
ডাক+উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি
জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব জীবন রোয়াজা
নির্বাহী প্রকৌশলী
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ১৪-০২-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২২-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর ভূমি কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম শ্রাবস্তী রায় বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি আপদকালীন তহবিলে কত টাকা বরাদ্দ এসেছে তার কপি।
২) ২০১১-২০১২ অর্থবছরে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক আপদকালীন তহবিল থেকে কাদের কাদের বিতরন করা হয়েছে। তাদের নাম ও ঠিকানাসহ তালিকা।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৬-০৯-২০১২ তারিখে পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১১-১০-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। অভিযোগকারী পত্র মারফত জানান যে, ২৪-১১-২০১২ তারিখ হতে তার এইচ এস সি নির্বাচনী পরীক্ষা শুরু হবে। তাই তিনি কমিশনের নিকট শুনানীর দিন পুনঃ নির্ধারণের জন্য আবেদন জানান। কমিশন আবেদন মঞ্জুর করে পুনরায় ৩০-১২-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা হাজির। অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাক্মা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটা জরুরী সভায় উপস্থিত থাকায় আসতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় পুনরায় ৩০-০১-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা হাজির। অভিযোগকারী জনাব বিদর্শন চাক্মা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৮। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রার্থীত তথ্যের মূল্য দেয়ার জন্য অভিযোগকারীকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। তথ্য মূল্য না পাওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর নিকট হতে তথ্য মূল্য পেলে তা সরবরাহ করা হবে।

০৯। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় পুনরায় ১৪-০২-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি বরাবরে সমনের অনুলিপি প্রদান করা হয়।

১০। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। অভিযোগকারী পত্র প্রেরণপূর্বক জনান যে, তিনি সকল তথ্যাদি পেয়েছেন। তাই তার আর কোন অভিযোগ নেই এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জনাব সুপাল চাকমা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং অভিযোগটি নিস্পত্তি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবীর দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন। অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগটি নিস্পত্তির জন্য আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিস্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৭/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার
বীর মুক্তিযোদ্ধা
পিতা-মরহুম জয়নাল আবেদিন
৪৫/১-সি, কল্যাণপুর, রোড নং-১১
ঢাকা-১২০৭।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির
উপ-উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ
কাওরান বাজার, টিসিবি ভবন, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী গত ০২-০৯-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ, কাওরান বাজার, টিসিবি ভবন এর উপ-উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **সেপ্টেম্বর'০২ সালে কর্মচারী ছাঁটাইকৃত বিষয়ে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার কার্যবিবরণী এবং সেপ্টেম্বর'০২ সালে কর্মরত পরিচালকবৃন্দের নামের সত্যায়িত ফটোকপি।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৩-১০-২০১২ তারিখে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পর কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি গত ১৮-১০-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়নি, তবে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অভিযোগকারী কর্মচারী ছাঁটাই এর বিষয়ে তথ্য চেয়েছেন, কিন্তু বোর্ড সভায় এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায়, তাকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্যের বিষয়ে জানতে চাইলে, অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা হবে বলে নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়। সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে অভিযোগকারী তার যাচিত তথ্যের বিষয়ে জানতে চাইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ০৭-১২-২০১২ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৮/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব রিপন চাক্‌মা
পিতা-সুনীতি চাক্‌মা
গ্রামঃ খবংপড়িয়া
ডাক+উপজেলাঃ খাগড়াছড়ি
জেলাঃ খাগড়াছড়ি।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৭-১১-২০১২ ইং)

অভিযোগকারী ১৩-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

- **গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক টি আর এবং কাবিখা(১ম ও ২য় পর্যায়) বরাদ্দের পরিমান, প্রকল্পের সংখ্যা, প্রকল্পের নাম, প্রকল্প চেয়ারম্যানদের নাম ও ঠিকানাসহ কাগজপত্রের কপি।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৯-২০১২ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা জনাব মহিসুনুল হক বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২২-১০-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি কমিশনের ০৬-১১-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৭-১১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। অভিযোগকারী পত্র মারফত জানান যে, তার তথ্য প্রাপ্তির আবেদনটি ভুল ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি তার দাখিলকৃত অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য তথ্য কমিশন বরাবর পত্র প্রেরণপূর্বক অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত অভিযোগ পত্র মারফত প্রত্যাহার করায়, অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

অভিযোগকারী তার দাখিলকৃত অভিযোগ পত্র মারফত প্রত্যাহার করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিকৃত বলে গণ্য করা হলো।

(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৯/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব শেখ রবিউল ইসলাম
পিতা- মৃত শেখ আব্দুর রব
১৩৬/১, পশ্চিম কাফরুল (৫ম তলা)
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ বেগম নুরুন আক্তার
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বিয়াম ফাউন্ডেশন, ৬৩ নিউ ইস্কাটন
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১৯-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে, বিয়াম ফাউন্ডেশন এর সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম নুরুন আক্তার বরাবরে নির্ধারিত ফরমে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) **চাহিত ২০-০৫-২০১২ইং আবেদন মোতাবেক মোহাম্মদ সাদিক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের অজুহাতে বেতন ভাতা বাবদ ৬,০০০ (প্রতি মাসে) টাকা হারে বিয়াম ফাউন্ডেশন থেকে সর্বমোট বেতনভাতা ১৮,০০০/- টাকা গ্রহন করেন । গ্রহনের রশিদ পত্রটি প্রেরণ করেননি। সরকার তার বিদ্যমান নিয়মানুযায়ি অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে স্মারক-সম(উঃ ও বা)-১০/২০০৪ (অংশ-১)-৬৯; তাং-১২-০৩-২০০৭ ইং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (BIAM) এর ১৮৪ টি পদ অনুমোদন করেন। স্মারক-সম(উঃ ও বাঃ) -১০/২০০৪ (অংশ-১)-৬৯; তাং১২-০৩-২০০৭ ইং এর শর্তে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের বিধান না থাকার পরও উক্ত স্মারকের আদেশ অমান্য করে মোহাম্মদ সাদিক (সাবেক অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের অযুহাতে ২৮-০৪-২০০৯ ইং তারিখে বেতন ভাতা বাবদ ৬,০০০/- (প্রতি মাসে) টাকা হারে বিয়াম ফাউন্ডেশন থেকে কম বেশী সর্ব মোট বেতনভাতা ১৮,০০০/- টাকা গ্রহন করেন। তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক আমাকে "বেতনভাতা গ্রহনের রশিদপত্র" টি প্রেরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করছি।**

২) **২০-০৭-২০০৫ ইং তাং বিয়ামের জনবল কাঠামোর তালিকায় ০৬ টি কোর্স কো-অর্ডিনেটর পদের মধ্যে বিয়াম ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ এর ৭ম সভা ০৩ টি কোর্স কো-অর্ডিনেটর পদ বিলুপ্ত করেন। উক্ত তারিখে ০৩ টি কোর্স কো-অর্ডিনেটর পদে ০৩ জন যথাক্রমে সাইদা আক্তার, নাজনীন সুলতানা, সায়রা পারভীন কর্মরত ছিলেন । তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক আমাকে তিন জনের "জুলাই/২০০৫ মাসের বেতনভাতা প্রদানের রশিদ অথবা ব্যাংক হিসাবের গৃহীত রশিদ পত্র" টি প্রেরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা কে অনুরোধ করছি।**

৩) **কোর্স কো-অর্ডিনেটর সাইদা আক্তার কে বিয়াম ফাউন্ডেশন-এ সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ) পদে ২০০৬ সালে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক আমাকে "সাইদা আক্তারের বেতনভাতা প্রদানের রশিদপত্রটি/নিয়োগপত্রটি " প্রেরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাকে অনুরোধ করছি।**

৪) **মোহাম্মদ শহীদুল আলম ক্ষমতা অপব্যবহার করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই দিল আরা কেয়াকে "কোর্স কো-অর্ডিনেটর " পদে ০৫-০৯-২০০৫ ইং তারিখে নিয়োগ দেন। ০৬-১০-২০০৫ ইং তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন , ঢাকা 'কোর্স কো-অর্ডিনেটর' ০২(দুই) টি পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। কোর্স কো-অর্ডিনেটর পদে দিল আরা কেয়া ও সালাউদ্দিন আহম্মদ খানকে ০৬-১২-২০০৫ ইং তারিখে নিয়োগ দেন। ০৬-১২-২০০৫ ইং তারিখ হতে জুলাই/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত বিয়াম ফাউন্ডেশন , ঢাকা ৪(চার) জন কোর্স কো-অর্ডিনেটর পদে যথাক্রমে -নাজনীন সুলতানা, সায়রা পারভীন, দিল আরা কেয়া ও সালউদ্দিন আহম্মদ খান কে বেতনভাতা বাবদ যথাক্রমে জুলাই/২০০৭ মাসের বেতনভাতা ১১,৫৪৩.৭৫/-, ১১,৫৪৩.৭৫/-, ১০,৫৪০.০০/-, ১১৫৪৩.৭৫/- টাকা প্রদান করেন ,যা ৭ম সভার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করেননি। তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক আমাকে "জুলাই/২০০৭ মাসের বেতন ভাতা প্রদানের রশিদ পত্রটি" প্রেরনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা কে অনুরোধ করছি।**

৫) **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে স্মারক-সম(উঃ ও বা)-১০/২০০৪ (অংশ-১)-৬৯; তাং-১২-০৩-২০০৭ ইং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (BIAM) এর ১৮৪ টি পদ অনুমোদন পত্রটি শর্ত**

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

লংঘন করে প্রায় ১১০ জন নিয়োগ করা হয়েছে মর্মে ২৫-০৫-২০১০ ইং তারিখে ০৫(পাচঁ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ও সাবেক সচিব, মো: নজরুল ইসলাম, আহ্বায়ক, কার্যক্রম পর্যালোচনা কমিটি স্বাক্ষরিত "বিয়াম ফাউন্ডেশনের ২০০২ থেকে ৩০ শে জুন ২০০৯ পর্যন্ত সময়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা কামিটির প্রতিবেদনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশন , ঢাকা এর কর্মচারীদের পদবিন্যাসের টপসীট ও বিয়াম ফাউন্ডেশনে "কর্মরত কর্মচারীদের তথ্যাবলী" রিপোর্টটি তে উল্লেখ করেন। এখন প্রশ্ন সরকার কর্তৃক বিয়ামের জনবল কাঠামোর ১২-০৩-২০০৭ ইং তারিখের অনুমোদন পত্রটির শর্ত লংঘন করে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ১১০ জন কর্মরত ব্যাক্তির নিয়োগ অবৈধ না হলে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদনক্রমে স্মারক- সম(উঃ ও বা)-১০/২০০৪ (অংশ-১)-৬৯; তাং-১২-০৩-২০০৭ ইং টি কেন অবৈধ হবে না ? তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক আমাকে "সাবেক সচিব, মো: নজরুল ইসলাম, আহ্বায়ক, কার্যক্রম পর্যালোচনা কমিটি স্বাক্ষরিত রিপোর্ট টি" প্রেরনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা কে অনুরোধ করছি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-১০-২০১২ ইং তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব আব্দুস সোবহান সিকদার বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে, তিনি ০১-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ১০-১২-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১-এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন । আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম নুরুন আক্তার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, যে সকল তথ্য বিয়াম ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে, তা অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্যাদি এত্র কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। অবশিষ্ট তথ্যাদি পাওয়া সাপেক্ষে অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদির মধ্যে যে সকল তথ্য বিয়াম ফাউন্ডেশনে সংরক্ষিত ছিল, তা সরবরাহ করেছেন। অবশিষ্ট তথ্যাদি এত্র কার্যালয়ে সংরক্ষিত নেই বিধায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবশিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিস্পত্তিযোগ্য মর্মে গণ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো ঃ-

২৮। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০৭-০১-২০১৩ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২৯। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩০। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯০/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শামীন হোসেন পিতা- মোঃ এ. হাকিম রুম নং ১০৭ জিয়াউর রহমান হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	**প্রতিপক্ষ ঃ ডা. প্রদিপ কুমার দত্ত** উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৬-০৭-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডা. প্রদিপ কুমার দত্ত বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১। থানা/উপজেলা সরকারী হাসপাতাল পরিচালনার নীতিমালার কপি।
২। থানা/উপজেলা সরকারী হাসপাতালে কত প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হয় তার তালিকা।
৩। গত জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত আপনার হাসপাতালে কি পরিমান ঔষধ এসেছে এবং কি পরিমান ঔষধ রোগীদের দেওয়া হয়েছে তার তালিকা।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ৩০-০৯-২০১২ তারিখে চাঁদপুর জেলার সিভিল সার্জন ও আপিল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপিল কর্তৃপক্ষ ১১-১০-২০১২ তারিখের সিএস,চাঁদ/শা-১/১২/১৮৫৭/১(১) নং স্মারকে চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডা. প্রদিপ কুমার দত্ত-কে যথাশীঘ্র সরকারী বিধিবিধান পালন সাপেক্ষে আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহ করার জন্য পত্র প্রদান করেন। তারপরও তিনি প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে ২১-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ১০-১২-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে জনাব নুর মোহাম্মদ, ষ্টোর কিপার, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর হাজির। জনাব নুর মোহাম্মদ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

০৫। অভিযোগকারী টেলিফোনিক আলাপের মাধ্যমে তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক(গ:প্র:প্র:) বেগম নূরুন নাহার-কে অবহিত করেন যে, তিনি সকল তথ্য পেয়েছেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি তার দাখিলকৃত অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য তথ্য কমিশনে আবেদন প্রেরণ করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করায় এবং তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহারের আবেদন করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯১/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ শামীন হোসেন
পিতা- মোঃ এ. হাকিম
রুম নং ১০৭
জিয়াউর রহমান হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব ম. শেফায়াত হোসেন
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৯-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব ম.শেফায়াত হোসেন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের জন্য সরকারি পোষ্ট অফিস গুলোর জন্য যে প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে তার নাম ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম।
২। কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রিন্টার সরবরাহ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্তের কপি এবং সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় কারা কারা ছিল তাদের নাম ও ঠিকানা।
৩। উক্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে চুক্তি করা হয়েছে সেই চুক্তির কপি।
৪। উক্ত প্রিন্টার ক্রয়ের যাবতীয় হিসাবের ফাইল ফটোকপি।

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৪-১০-২০১২ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের সচিব ও আপিল কর্তৃপক্ষ বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২১-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ১০-১২-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব ম. শেফায়াত হোসেন হাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

০৫। অভিযোগকারী টেলিফোনিক আলাপের মাধ্যমে তথ্য কমিশনের উপ-পরিচালক(গ:প্র:প্র:) বেগম নূরুন নাহার-কে অবহিত করেন যে, তিনি সকল তথ্য পেয়েছেন। প্রমান স্বরূপ তিনি তার দাখিলকৃত অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য তথ্য কমিশনে আবেদন প্রেরণ করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করায় এবং তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহারের আবেদন করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

যেহেতু, অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যাদি পেয়েছেন মর্মে কমিশনকে অবহিত করেছেন এবং যেহেতু, অভিযোগটি প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন, সেহেতু, অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯২/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ লুৎফর রহমান
গ্রাম- বেলাব মাটিয়াল পাড়া
পোঃ- বেলাব বাজার, থানা- বেলাব
জেলা- নরসিংদী।

প্রতিপক্ষ ঃ মিসেস নার্গিস বেগম
উপ পরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩১-১২-২০১২ ইং)

০১। অভিযোগকারী ১৬-১০-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দীন বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) বিজেআরআই এর ২৯-০৬-২০০৬ তারিখের সিএস-১৩২/৯৫/২/৪৬৭৭(৮) নম্বর স্মারকানুযায়ী "কারিগরী উইং এর পাইলট প্লান্ট এবং উইভিং ডিপার্টমেন্টে চুরি হওয়া বিষয়ে" কারিগরী উইং এর রসায়ন বিভাগের সিএসও ডঃ ইসিদোর গোমেজকে আহ্বায়ক করে গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন। (উক্ত প্রতিবেদনটি ১৮-০৪-২০১১ ইং তারিখের আবেদনের সংলগ্নী 'ক' তালিকার ক্রম নম্বর ৩ অনুযায়ী চাহিত। তৎপ্রেক্ষিতে স্মারক নং-বিজেআরআই/প্র/বিবিধ-১৪২৩/২০১১/৩৪৩৪, তারিখ-২৫-০৫-২০১১ তে প্রদত্ত তথ্যের তালিকা নম্বর ৩ এর মন্তব্য কলামে যে তথ্য জ্ঞাপন করা হয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত নয়।)

২) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯০ লংঘনপূর্বক ১৫ জন গার্ড কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরে বিধিবর্হির্ভূতভাবে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত ও পেশকৃত ১৭-০৩-২০০৫ তারিখের অভিযোগপত্র। (এ অভিযোগপত্রটি প্রাপ্তির জন্য আমার ১৮-০৪-২০১১ ইং তারিখের আবেদনে অতিরিক্ত কাগজে সংলগ্নী 'ক' তে প্রতিবেদন, অভিযোগ ও স্মারকপত্র সমূহের তথ্য তালিকার ক্রমিক নম্বর ৬ এ চাহিত ৪ টি অভিযোগের তারিখ ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক অবস্থানের দ্বিতীয় স্থানে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিজেআরআই এর ২৫-০৫-২০১১ তারিখের প্র/বিবিধ-১৪২৩/২০১১/৩৪৩৪ নম্বর স্মারক অনুযায়ী আমাকে প্রদত্ত তথ্যসমূহের বিবরণের ক্রম নম্বর ৬ তে যৌথ স্বাক্ষরিত সকল গার্ডের ১৭-০৩-২০০৫ তারিখের অভিযোগপত্রটি তালিকা থেকে বাদ দিয়ে সংযুক্তি ৫-এ ৩টি অভিযোগপত্র প্রদান করা হয়েছে।)

৩) বিজেআরআই এর ০৭-০৮-২০০৫ তারিখের ইএসটি-১৫৫৬/০৪/৪৭৭(৩) নম্বর স্মারকানুযায়ী গঠিত ২ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক কিংবা উক্ত কমিটি কর্তৃক লিখিতভাবে কারন উল্লেখপূর্বক বিজেআরআই কর্তৃপক্ষের নিকটে তদন্তের সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করা হয়ে থাকলে যে অনুরোধপত্র এবং তদ্‌প্রেক্ষিতে তদন্তের সময় বৃদ্ধি করা হয়ে থাকলে যে স্মারকে তদন্তের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে সে স্মারকপত্র।

৪) বিজেআরআই এর ১৯-০৭-২০০৬ তারিখের প্র/বিবিধ-১২৯৯/২০০৫/১৯৬(৭) নম্বর স্মারক অনুযায়ী গঠিত তদন্ত কমিটি কিংবা তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক ০২(দুই) দফায় তদন্ত কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য দুটি আবেদনপত্র এবং এতদপ্রসংগে বিজেআরআই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধিকৃত দুটি স্মারক।

৫) বিজেআরআই এর ০৯-০৪-২০০৬ তারিখের সিএস- ৩৩১/২০০৫/২/৩৫৫৪(১) নম্বর স্মারক এবং মেইন গেটের গার্ডরুমে স্থাপিত মনোগ্রাম চুরির তদন্ত কর্যক্রম সংক্রান্ত কোন পত্র আমাকে প্রদান না করায় এ বিষয়ের তদন্ত প্রতিবেদন ব্যতীত তদন্ত সংক্রান্ত জারীকৃত অন্যান্য স্মারকপত্রসমূহ।

৬) বিজেআরআই এর মেইন গেটের গার্ডরুমে স্থাপিত ২৩-০৩-২০০৬ তারিখে মনোগ্রাম চুরি সম্পর্কিত বিষয়ের ২০-০৪-২০০৬ তারিখে স্বাক্ষরিত তদন্ত প্রতিবেদন বিজেআরআই প্রসাশন কর্তৃক কত তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে, সে তরিখ এবং তার প্রমানসিদ্ধ তথ্য।

৭) বিজেআরআই কর্তৃপক্ষের আমার বিরুদ্ধে ০২-০৫-২০০৫ তারিখের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ০৯-১০-২০০৫ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনটি বিজেআরআই প্রসাশন কর্তৃক কত তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে, সে তরিখ এবং তার প্রমানসিদ্ধ তথ্য।

৮) আমার চাকুরী নিয়মিত করনের বিষয়ে ০৫-০৯-২০০৬ তারিখে মূল্যায়ন তদন্ত প্রতিবেদন বিজেআরআই প্রসাশন কর্তৃক কত তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে, সে তরিখ এবং তার প্রমানসিদ্ধ তথ্য।

৯) জেলা এডজুটেন্ট বরাবর আনসারদের ১০-০৩-২০০৫ তারিখের অভিযোগপত্রটি বিজেআরআই প্রসাশন কর্তৃক কত তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে, সে তরিখ এবং তার প্রমানসিদ্ধ তথ্য।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

১০) গার্ডদের ২০-১২-২০০৬ তারিখের অভিযোগপত্রটি বিজেআরআই প্রসাশন কর্তৃক কত তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে, সে তারিখ এবং তার প্রমানসিদ্ধ তথ্য।

১১) সকল গার্ড কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৭-০৩-২০০৫, ২০-১২-২০০৬ ও ২৮-০৪-২০০৮ তারিখের ৩টি অভিযোগপত্র ব্যতীত আরো দুটি অভিযোগপত্রের কপি। (উল্লেখিত দুটি অভিযোগপত্রের তরিখ জানা না থাকায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। তবে দুটি অভিযোপত্রই সম্ভবত সাধারন সেবা শাখার সহকারী পরিচালক কর্তৃক অগ্রগামী করা হয়, তন্মধ্যে একটির ফরোয়ার্ডিং তারিখ ১২-০৮-২০০৮ হতে পারে।

১২) বিজেআরআই এর সকল গার্ড ও আনসার ব্যতিত বিজেআরআই এর অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগপত্রসমূহ (যদি থাকে)।

১৩) বিজেধারআই এর ০৭-০৯-২০০৪ তারিখের স্মারক নম্বর এসবি-৩৬/৪/২০০৪/৮৬৯(১) অনুযায়ী নিয়োগের প্রেক্ষিতে বিজেআরআইতে পেশকৃত আমার ১৫-০৯-২০০৪ তারিখে আমার যোগদানপত্র।

১৪) বিজেআরআই এর ৩১-০৫-২০০৬ তারিখের প্র/বিবিধ-১৩০৫/৪০১৭(১) নম্বর স্মারকে উল্লেখিত বিজেআরআইতে আমার পেশকৃত ১৭-০৫-২০০৬ তারিখের পত্র।

১৫) বিজেআরআই এর সাবেক পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবু বকর মহোদয়ের বিরুদ্ধে ২০০৬ সনে যে স্মারকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়েছিল, অভিযোগ বিবরনীসহ সে স্মারক, অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে তার পেশকৃত জবাব, উক্ত মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বিজেআরআই ও কৃষি মন্ত্রনালয় কর্তৃক জারীকৃত সকল স্মারক পত্র এবং এতদ্বিষয়ে বিজেআরআই ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে তার পেশকৃত সকল আবেদনপত্র/জবাব।

১৬) বিজেআরআই এর ২৫-০৯-২০০৮ তারিখের প্র/বিবিধ-৭২৫/৮৪/১১১৬ নম্বর স্মারক এবং উক্ত স্মারক অনুযায়ী ৭জন গার্ড কর্তৃক পেশকৃত ব্যাখ্যা সমূহ।

১৭) বিজেধারআই কর্তৃক ষড়যন্ত্রমূলক, আক্রোশপ্রবন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিধিবর্হিভূতভাবে ১২-০১-২০০৯ তারিখে আমার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটির কার্যধারায় বিজেআরআই এর ২৩-০৩-২০০৯ তারিখের ইএসটি-১৫৫৬/০৪/৩২৮১(১) নম্বর স্মারকানুযায়ী ২৪-০৩-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম ব্যক্তিগত শুনানীতে আমার ব্যক্তিগত মতের বিপরীতে বিজেআরআই কর্তৃপক্ষের অভিসন্ধিযুক্ত বাসনায় প্রতারনামূলক আচরন ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রেক্ষিতে কুটকৌশল প্রয়োগিত, তাদের লিখিত, প্রদত্ত ও উপস্থাপিত এক দফার প্রশ্ন সম্বলিত তাদের প্ররোচনায় ২৪-০৩-২০০৯ তারিখে সরল বিশ্বাসে স্বাক্ষরকৃত "সমগ্র অভিযোগ সম্পর্কে আমার বক্তব্য"।

১৮) বিজেআরআই এর ০৫-০৪-২০০৯ তারিখের ইএসটি-১৫৫৬/০৪/৩৪৪৫ নম্বর স্মারকপত্রটির অনুলিপি কত তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা শাখা-৩ এর সিনিয়র সহকারী সচিবের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, সে তারিখ এবং তার প্রমানসিদ্ধ তথ্য।

১৯) চলতি দায়িত্বে বিজেআরআই এর উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও বিজেআরআই এর তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মমতাজ উদ্দিন মহোদয় সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন) থাকাবস্থায় উক্ত পদ হতে যে স্মারকে সহকারী পরিচালক হিসাব (উন্নয়ন) পদে বদলি হয়েছিলেন, সে স্মারক এবং যে দুটি স্মারকে যথাক্রমে উপ-পরিচালক (প্রশাসন) পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ও চলতি দায়িত্ব পেয়েছেন সে দুটি স্মারক। এখানে চাহিত স্মারকের সংখ্যা ৩।

২০) ডঃ এম শাহাদাত হোসাইন যে সকল স্মারকে বিজেআরআই এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও হস্তান্তর করেন, সে সকল স্মারকপত্র।

২১) ডঃ মোঃ আব্দুস সাত্তার যে স্মারকে বিজেআরআই এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন, সে স্মারক এবংযে স্মারকে বিজেআরআই এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব ভার হস্তান্তর করেন, সে স্মারক।

২২) ডঃ মোঃ ফিরোজ শাহ্ শিকদার যে সকল স্মারকে বিজেআরআই এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও হস্তান্তর করেন, সে সকল স্মারক।

২৩) জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান যে দুটি স্মারকে বিজেআরআই এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও হস্তান্তর করেন, সে দুটি স্মারকপত্র।

২৪) জনাব মোঃ আবু তাহের যে দুটি স্মারকে বিজেআরআই এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও হস্তান্তর করেন, সে দুটি স্মারকপত্র।

২৫) ডঃ মোঃ কামাল উদ্দিন যে স্মারকে বিজেআরআই এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন, সে স্মারকপত্র।

২৬) জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দীন সহকারী পরিচালক (সংস্থাপন) থাকাবস্থায় যে সকল স্মারকে সহকারী পরিচালক (সাধারন শাখা) পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও হস্তান্তর করেন, সে সকল স্মারকপত্র।

২৭) জনাব মোঃ মোসলেহ উদ্দিন চৌধুরী যে দুটি স্মারকে সহকারী পরিচালক (সাধারন সেবা) শাখার দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও হস্তান্তর করেছেন, সে দুটি স্মারকপত্র।

২৮) জনাব মোঃ মঞ্জুর হাসান যে দুটি স্মারকে সাধারন সেবা শাখার সহকারী পরিচালক পদের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও হস্তান্তর করেন, সে দুটি স্মারকপত্র।

২৯) জনাব মোঃ সুরুজ মিয়া যে স্মারকে সাধারন সেবা শাখার সহকারী পরিচালক পদের দায়িত্বভার প্রথমবার গ্রহণ করেন, সে স্মারক এবং যে স্মারকে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনের নিকট দায়িত্ব ভার হস্তান্তর করেন, সে স্মারকপত্র।

৩০) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন যে দুটি স্মারকে সাধারন সেবা শাখার সহকারী পরিচালক পদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও হস্তান্তর করেন, সে দুটি স্মারকপত্র।

৩১) জনাব মোঃ সুরুজ মিয়া যে দুটি স্মারকে সাধারন সেবা শাখার সহকারী পরিচালক পদের দায়িত্ব ভার দ্বিতীয়বার গ্রহণ ও হস্তান্তর করেন, সে দুটি স্মারকপত্র।

৩২) জনাব গাজী আক্তার হোসেন নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদের চলতি দায়িত্ব যে স্মারকে গ্রহণ করেছেন, সে স্মারক।

০২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৮-১১-২০১১ তারিখের বিজেআরআই/প্র/বিবিধ-১৪২৩/২০১১/১৮৯৯(১) নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। পরবর্তীতে অভিযোগকারী সরবরাহকৃত তথ্য সমূহকে অসম্পূর্ণ, ভুল, বিভ্রান্তিকর ও মনগড়া মন্তব্য বলে অভিহিত করে ৩০-০৯-২০১২ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মনজুর হোসেন বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২১-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ১০-১২-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-০১ এ উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৮-১১-২০১১ তারিখে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। অভিযোগকারী সরবরাহকৃত তথ্যসমূহকে অসম্পূর্ণ, ভুল, বিভ্রান্তিকর ও মনগড়া মন্তব্য বলে অভিহিত করেন। সরবরাহকৃত তথ্যাদি সম্পর্কে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ৩০-০৯-২০১২ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মনজুর হোসেন বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২১-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন ।

০৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিসেস নার্গিস বেগম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি আংশিক তথ্য প্রদান করেছেন এবং অবশিষ্ট সকল তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন। অবশিষ্ট তথ্যাদি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

৩১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১০-০১-২০১৩ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৩/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোস্তাক আহমেদ মোবারাকী
পিতা-মরহুম মৌলানা মোবারক আলী
সম্পাদক, দৈনিক বঙ্গবানী ৮৫
নয়াপল্টন(৫তলা), ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ফকরুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়
৪ নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০১-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ২৯-০৮-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন-

১) ইসি-১৪০০(ঢাকা)- এমদাদ আলী ওয়াক্ফ এস্টেটের অবস্থান কোথায় এবং কত একর জমির উপর এই এস্টেট প্রতিষ্ঠিত ?
২) কে এবং কত তারিখ এই এস্টেট প্রতিষ্ঠা করেন ? এটা রেজিস্ট্রিকৃত ওয়াক্ফ এস্টেট কিনা ? কে প্রথম এর মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন ?
৩) এই এস্টেটের মোতাওয়াল্লী কতজন এবং তাদের নাম ও বাসার ঠিকানা কি ? কোন মহিলা মোতাওয়াল্লী সূত্রে মালিক কিনা ?
৪) ভাড়ার রশিদে মোতাওয়াল্লী সূত্রে মালিক দু'জন মহিলার নাম দেখানো আছে, এরা কি সত্যি মোতাওয়াল্লী সূত্রে মালিক ? হইলে কোন আইন/ বিধি/ প্রাধিকার বলে ?
৫) সিএস, এসএ, আরএস, ও বর্তমান সিটি জরিপের কত নম্বর খতিয়ান ও দাগ নম্বর সমন্বয়ে এই এস্টেট গঠিত ? সংশ্লিষ্ট খতিয়ান ও দাগ নম্বর এর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে কিনা ? থাকিলে কোন আইনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা চলিতে পারে ? ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকরা কি তাহাদের সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব আপনাকে কিংবা আপনার মোতাওয়াল্লিকে দিয়েছে ?
৬) ব্যক্তিগত সম্পত্তি পৃথক করিয়া দেওয়ার জন্য কি আপনার অফিস হইতে কোন আদেশ জারী করা হইয়াছে হইলে তাহার কপি। মাননীয় আদালত হইতে কি এই সম্পর্কে কোন আদেশ জারী করা হইয়াছে, হইলে তথ্য দিবেন।
৭) কোন ওয়কফ্ এস্টেটের সম্পত্তি ভাড়া কিংবা বিক্রয় করার কোন আইন আছে কিনা ? থাকিলে আইনের বিষয়গুলি জানাবেন।
৮) এমদাদ আলী ওয়াক্ফ এস্টেটে কতজন ভাড়াটিয়া আছেন ? তাহাদের নাম ঠিকানা জানাবেন।
৯) এমদাদ আলী ওয়াক্ফ এস্টেটে ব্যবসারত ভাড়াটিয়াদের নিয়োগ করার আগে কি ওয়াক্ফ প্রশাসকের কর্যালয় হইতে মোতাওয়াল্লি অনুমতি নিয়াছেন ? নিলে তাহার তথ্য ?
১০) এমদাদ আলী ওয়াক্ফ এস্টেটে বহুতল কোন ইমারত আছে কিনা ? থাকিলে কতটি বহুতল ইমারত আছে ? এই ইমারতগুলি কারা তৈরী করিয়াছে ? এগুলি কি মোতাওয়াল্লি তৈরী করিয়াছে নাকি ভাড়াটিয়ারা তৈরী করিয়াছে ?
১১) বহুতল ভবন তৈরীকারী/ ভাড়াটিয়া/ মালিকদের নাম, ঠিকানা কি ? প্রতিটি ইমারতের মালিকদের নিকট হইতে কত টাকা করিয়া ভাড়া আদায় করা হয় ?
১২) সকল ভাড়াটিয়দের নিকট হইতে কি নিয়মিত ভাড়া আদায় করা হয় ? হইলে তাহার তথ্য দিবেন।
১৩) এমদাদ আলী ওয়াক্ফ এস্টেটে প্রতিষ্ঠিত ইমারতগুলি তৈরীর আগে কি ওয়াক্ফ প্রশাসকের কর্যালয় কিংবা রাজউক হইতে ইমারত বিধি অনুযায়ী অনুমতি নেওয়া হইয়াছে ?
১৪) অবৈধ ইমারত উচ্ছেদের জন্য আপনার মোতাওয়াল্লি কিংবা আপনার কার্যালয় কোন পদক্ষেপ নিয়াছে কিনা ? নিলে সে সম্পর্কে তথ্য দিবেন।
১৫) আপনার কার্যালয় হইতে কি এই এস্টেট দেখাশোনা করা হয়- হইলে নিশ্চয় সে সম্পর্কে আপনার কার্যালয়ে প্রতিবেদন আছে- সে প্রতিবেদনের কপি প্রয়োজন।
১৬) এমদাদ আলী ওয়াক্ফ এস্টেটের আয়-ব্যয় এর উপর কি নিয়মিত অডিট হইয়া থাকে ? সর্বশেষ কোন সাল পর্যন্ত অডিট হইয়াছে ?
১৭) প্রতি বছর কি এই এস্টেটের মোতাওয়াল্লি আপনার অফিসে নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করিয়া থাকে ?
১৮) বাজার মূল্য অনুযায়ী এই এস্টেটের সম্পত্তির ভাড়া নির্ধারণের জন্য আপনার কার্যালয় হইতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে ?
১৯) এই ওয়াক্ফ এস্টেট কী ঢাকা সিটির বানিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত ? জবাব হ্যাঁ হইলে, বানিজ্যিক হারে প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কী ভাড়া আদায় করা হয় ?
২০) এই এস্টেটের ভাড়াটিয়ারা কি আপনার অনুমতি না নিয়া কোন সাবলেট দিয়াছে ? দিলে তাহা অবৈধ কিনা ? অবৈধ হইলে মোতাওয়াল্লি কিংবা সংশ্লিষ্ট ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিয়াছেন কিনা ? নিয়া থাকিলে কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়াছেন ? আর না নিলে তাহার কারন কি ?

২১) আপনার মোতাওয়াল্লির গাফেলতি আছে কি না ? থাকিলে তাহার বিরূদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ?
২২) অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কোন পদক্ষেপ নিবেন কিনা?

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ৩১-১০-২০১২ তারিখে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়াক্ফ প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৮-১১-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ১০-১২-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শুনানীকালে অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্যের বিষয়ে যথাযথভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত না থাকায় সময় প্রার্থনা করেন। সময় প্রার্থনা মঞ্জুর করে ৩০-০১-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অনুচ্ছেদ-১ এ উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরো বলেন, প্রার্থীত ২২ টি তথ্যের মধ্যে ১ টি তথ্য সম্পূর্ণ পেয়েছেন, ১৮ টি আংশিক পেয়েছেন এবং ৩ টি তথ্যের বিষয়ে কোন জবাব প্রাপ্ত হননি।

০৬। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব ফকরুল কবির তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি আংশিক তথ্য প্রদান করেছেন। অবশিষ্ট তথ্যাদি অত্র এস্টেটের মোতওয়াল্লী জনাব আলহাজ্ব খোরশেদ আলীর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। ইতোপূর্বে তার নিকট তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও তথ্য সরবরাহ না করায় শেষবারের মত অনুরোধ জানিয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ১৮-১২-২০১২ তারিখের ওঃপ্রঃ/ঢাঃ-১/২৫১(১) নং স্মারকে পত্র দেয়া হয়। মোতওয়াল্লী বিজ্ঞ কৌশলীর মাধ্যমে ১৭-০১-২০১৩ তারিখের মুশাখা/এ/১-১-২০১৩ নং সূত্রে জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি জানান, প্রার্থীত তথ্যাদির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকায় অর্থাৎ sub judice বিষয়ে তথ্য প্রদান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তথ্যের উপর আদালতের কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা, যদি না থাকে তবে তথ্য দিতে হবে বলে কমিশন অভিমত পোষণ করেন। অবশিষ্ট তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ প্রশাসকের নিজস্ব লিগ্যাল এ্যাডভাইজারের মতামত গ্রহণের পর এবং আইনগত অসুবিধা না হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করার নিমিত্ত তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ মোতওয়াল্লী জনাব আলহাজ্ব মোঃ খোরশেদ আলী এর নিকট পত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। মোতওয়াল্লী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতা না করায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য যথাসময়ে প্রদান করা সম্ভব হয়নি। মোতওয়াল্লী তার আইনজীবীর মাধ্যমে যে জবাব দিয়েছেন, তা ওয়াক্ফ প্রশাসকের নিজস্ব লিগ্যাল এ্যডভাইজারের মতামত সাপেক্ষে অভিযোগকারীর প্রার্থীত অবশিষ্ট তথ্যাদি প্রদানের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। প্রার্থীত তথ্যের উপর ইনজাংশন না থাকলে তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৪-০২-২০১৩ তারিখ বা তদপূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। যে সকল তথ্য প্রদানযোগ্য নয় সে সকল তথ্যের বিষয়ে অভিযোগকারী ও তথ্য কমিশনকে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হলো।

৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৯৪/২০১২

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী
তায়েফ এন্টারপ্রাইজ
১২৪(ক) আইনজীবী ভবন
কোর্ট বিল্ডিং, চট্টগ্রাম-৪০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। বেগম সুরাইয়া আক্তার সুইটি
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

২। **শাহ মোঃ জিয়া উদ্দিন চৌধুরী**
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০১-২০১৩ ইং)

০১। অভিযোগকারী ০২-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৪২/২০১১ নং অভিযোগে প্রদত্ত আদেশের পরও তাকে প্রার্থীত তথ্যের বেশীরভাগ প্রদান করা হয়নি এবং প্রদত্ত তথ্যসমূহের বেশীরভাগই মিথ্যা। তাই তিনি অবশিষ্ট তথ্য এবং প্রদত্ত মিথ্যা তথ্যসমূহের পরিবর্তে সত্য/প্রকৃত তথ্য পেতে পুনরায় আবেদন করেছেন।

উল্লেখ্য, অভিযোগকারী পূর্বে ১৪-১১-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগে উল্লেখ করেন ১২-০৭-২০১১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তথ্য প্রদান ইউনিট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন-

- **জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত এমপিওভুক্ত শাহী কমার্শিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৮-০৯-২০১১ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবরে আপীল আবেদন করেন। কিন্তু সেখানেও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৪-১১-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগটি আমলে নিয়ে কেস নং-৪২/২০১১ হিসেবে ০৯-০১-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়। কিন্তু কমিশনের সমনের ভিত্তিতে ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম গরহাজির ছিলেন। পরবর্তীতে কমিশন ০৬-০২-২০১২ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে পুনরায় সমন জারী করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৬-০২-২০১২ তারিখে শুনানীঅন্তে কমিশন ০৯-০২-২০১২ তারিখের মধ্যে প্রার্থীত তথ্যাবলী অভিযোগকারীকে সরবরাহের জন্য অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), শাহী কমার্শিয়াল কলেজকে এবং ১২-০২-২০১২ তারিখের মধ্যে মোঃ নাজমুল ইসলাম সরকার, সহকারী কমিশনার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম-কে প্রাক্তন সহকারী কমিশনার বেগম লুৎফুন নাহার কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নির্দেশনা প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করেন।

পরবর্তীতে অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্য আংশিক ও মিথ্যা মর্মে অবহিত করে অবশিষ্ট তথ্য এবং প্রদত্ত মিথ্যা তথ্যসমূহের পরিবর্তে সত্য/প্রকৃত তথ্য পেতে পুনরায় ০২-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৩। অভিযোগটি কমিশনের ১০-১২-২০১২ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩১-১২-২০১২ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শুনানীকালে অভিযোগের সাথে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা প্রতিয়মান হওয়ায় ৩০-০১-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৪২/২০১১ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে কিছু মিথ্যা তথ্য ও কিছু আংশিক তথ্য প্রদান করেছেন, তাই তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৬। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেগম সুরাইয়া আক্তার সুইটি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার দপ্তরে ০৪-১০-২০১০ তারিখে জেলা প্রশাসকের পক্ষে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বেগম লুৎফুন নাহার কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট তথ্য তার দপ্তরে না থাকায় অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট কলেজে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

০৭। অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদান করেছেন। কোন কোন তথ্য আংশিক বা মিথ্যা প্রদান করা হয়েছে তা অভিযোগকারী অবগত করলে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হবে। তিনি এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

০৮। শুনানীকালে অভিযোগকারী, চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও শাহী কর্মাশিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের নিকট কমিশন জানতে চান যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(খ) অনুযায়ী শাহী কর্মাশিয়াল কলেজ একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ কিনা? এমন প্রশ্নের জবাবে তারা কমিশনকে অবহিত করেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী শাহী কর্মাশিয়াল কলেজ একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ। আলোচনাকালে আরো জানা যায় যে, শাহী কর্মাশিয়াল কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও শাহী কর্মাশিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(খ) অনুযায়ী শাহী কর্মাশিয়াল কলেজটি একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ এবং আইন অনুযায়ী, যেহেতু, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি, সেহেতু, কলেজের পরিচালনা পর্ষদের (গভর্নিং বডি) চেয়ারম্যান কর্তৃক শাহী কর্মাশিয়াল কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। যেহেতু, শাহী কমার্শিয়াল কলেজ, চট্টগ্রাম একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ, সেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুসারে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আর টি আই) নিয়োগ ও ২(ক) অনুসারে আপীল কর্তৃপক্ষ (আর টি আই) নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিচালনা পর্ষদের চেয়াম্যান ও চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। শাহী কর্মাশিয়াল কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার